পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 56 Saturday, 25 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৫৬ সংখ্যা ❋ ১১ মাঘ ১৪৩১, শনিবার, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

## ওয়াকফ নিয়ে জেপিসির বৈঠকে হট্টগোল, সাসপেন্ড কল্যাণ-সহ ১০ সাংসদ!

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে জেপিসির বৈঠকে হট্টগোল। তীব্র বাদানুবাদ শাসক ও বিরোধী সাংসদদের। কার্যত উত্তাল সংসদ চত্বর। বাদানুবাদের জেরে ওয়াকআউট বিরোধীদের। সূত্রের দাবি, তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ বিরোধী সাংসদকে আজকের দিনের জন্য সাসপেন্ড করেছেন চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল। ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধীদের দাবি মেনে যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়েছিল সরকার। প্রাথমিকভাবে ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহেই। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট দিতে না পারায় কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হয়। শুক্রবার এবং শনিবার চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল শেষ দফায় জেপিসির বৈঠক ডেকেছিলেন। যেহেতু শেষ দফার বৈঠক, তাই এদিন সংসদ চত্বরে উত্তেজনা হতে পারে তেমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। হলও তাই। বৈঠকের শুরুতেই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপির নিশিকান্ত দুবে। বিরোধীদের অভিযোগ, জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করছেন। এই নিয়ে এখনও বহু আলোচনার প্রয়োজন আছে। বহু পক্ষের সঙ্গে কথা বলা দরকার। এদিন তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা নিয়েও আপত্তি তোলেন বিরোধীরা। জগদম্বিকা পাল ২৫ তারিখের বদলে ২৭ তারিখ ফের বৈঠক ডাকতে চাইলেও আপত্তি তোলেন বিরোধীরা। তারপরই শুরু হয় বাদানুবাদ। যার জেরে ওয়াকআউট করেন বিরোধীরা। শোনা যাচ্ছে, এর পরই ১০ বিরোধী সাংসদকে আজকের দিনের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন কমিটির চেয়ারম্যান। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, আমরা অনুরোধ করেছিলাম বৈঠকটি ৩০-৩১ করার জন্য। কিন্তু চেয়ারম্যান আমাদের কোনও কথা শোনেননি। আমরা বাধ্য হয়ে সব পূর্ব নির্ধারিত সূচি বাতিল করে এসেছি। এমনকী এজেন্ডা অনুযায়ী আলোচনাও হচ্ছে না। একেকজন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতো মনে করেন। কল্যাণ জানিয়েছেন, চেয়ারম্যান ১০ সাংসদকে সাসপেন্ড করেছেন। ওয়াকফ বোর্ডের জেপিসি বৈঠকে হট্টগোল অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগে এই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে হট্টগোল করার অভিযোগ উঠেছিল।

## পদক জিতলেই চাকরি
## বাংলার অ্যাথলিটদের জন্য বড় ঘোষণা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু জাতীয় গেমস। এবার আসর বসছে উত্তরাখণ্ডে। আর তার আগেই সুখবর বাংলার অ্যাথলিটদের জন্য। জাতীয় গেমসে পদক জিতলেই চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। থাকছে আর্থিক পুরস্কারও। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে।

২৮ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ৩৮তম জাতীয় গেমস। আর তার আগেই বাংলার অ্যাথলিটদের উজ্জীবিত করতে বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের। পদক জিতলে চাকরি পাবেন অ্যাথলিটরা। সেই সঙ্গে থাকছে আর্থিক পুরস্কারও। সোনাজয়ীদের দেওয়া হবে ৩ লক্ষ টাকা। রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ী যথাক্রমে পাবেন ২ লক্ষ ও ১ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই সন্তোষ ট্রফিজয়ী ফুটবলারদের নিয়োগপত্র দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে আট বছর পর ভারতসেরা হয় বাংলা। রবি হাঁসদা ১৩টি গোল করেন। আর সন্তোষজয়ের পরই ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করা হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। পরে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ফুটবলারদের হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। এবার জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের জন্যও বড় ঘোষণা। ক্রীড়া দপ্তরের থেকে জানানো হয়েছে, সন্তোষজয়ীদের মতো এক্ষেত্রেও অ্যাথলিটদের জন্য পুলিশে চাকরি দেওয়া হবে। সোনাজয়ীরা চাকরি পাবেন এসআই পদে। অন্যদিকে রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ীরা কনস্টেবল পদমর্যাদার চাকরি। জাতীয় গেমস শুরুর আগে রাজ্য সরকারের ঘোষণা অ্যাথলিটদের বাড়তি উৎসাহ জোগাবে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ৪৮ ঘণ্টা পেরনোর আগেই পদক্ষেপ। রাজ্যের সমস্ত বনাঞ্চলের প্রবেশ মূল্য প্রত্যাহার করল বনদপ্তর। ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন ডিএফওরা। প্রবেশ মূল্য প্রত্যাহারের খবরে উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা। ‘ সাধারণ মানুষের অধিকার’, বুধবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে একথা বলেই মুখ্যমন্ত্রী একহাত নিয়েছিলেন বনদপ্তরকে। প্রশ্ন করেছিলেন, কেন বনাঞ্চলে প্রবেশে আমজনতাকে গুণতে হবে টাকা? নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন অবিলম্বে এই প্রবেশ মূল্য প্রত্যাহার করা হয়। যাতে বিনা খরচে জঙ্গলের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন সকলেই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই প্রবেশমূল্য প্রত্যাহারের নোটিস দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারই বক্সায় দেখা যায় প্রবেশমূল্য সংক্রান্ত

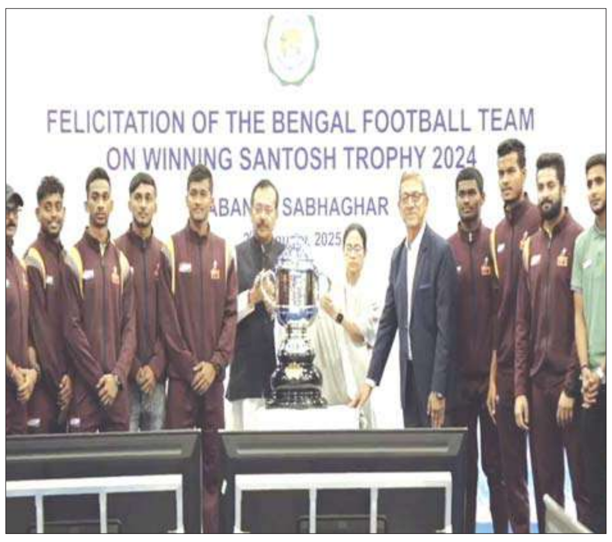


নোটিস। তবে মনে করা হচ্ছিল, ২৩ জানুয়ারি হওয়ায় ওইদিন বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে খোলসা হয়েছে গোটা বিষয়টা। উল্লেখ্য, এতদিন বক্সা বাঘ বনে ঢুকতে গেলে পর্যটকদের প্রতিদিনের জন্য মাথা পিছু দিতে হত ১৫০ টাকা। এছাড়া প্রতি গাড়ির জন্য ৪৮০ টাকা ধার্য করেছিল বন কর্তৃপক্ষ। বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে এই বিষয়টি তুলে ধরেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তারপরই এই সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে বক্সা বাঘ বনের একাধিক বনকর্তাকে ফোন করলেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

## কেন্দ্রকে খোঁচা অরবিন্দ কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের কেন্দ্রকে দুষলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার কেজরিওয়াল বলেছেন, সমগ্র দিল্লি সন্ত্রাসের কবলে মানুষ খুবই আতঙ্কিত। কেজরিওয়ালের কথায়, গতকাল যোগী জি সত্যিই ভাল কিছু বলেছেন, গোটা দিল্লি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছে। তিনি বলেছিলেন, দিল্লির আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে ১০০ শতাংশ একমত। দিল্লির মানুষ তাঁর সঙ্গে শতভাগ একমত। দিল্লিতে গুন্ডারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুন্ডাদের ১১টি দল রয়েছে, যারা দিল্লিকে ১১টি ভাগে ভাগ করেছে। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, গতকাল, যোগী জি একটি ভাল ইস্যু উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি উত্তর প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা সংশোধন করেছেন। আমি জানি না, উত্তর প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে কি না, যোগী জি আরও বলেছেন তিনি উত্তর প্রদেশের সমস্ত গুন্ডাদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। যদি তা হয়, আমি যোগীজিকে বলতে চাই, দিল্লির আইনশৃঙ্খলা সরাসরি অমিত শাহের অধীনে আসে। তিনিই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশের আগামী বাজেট মধ্যবিত্তদের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। এমনটাই দাবি জানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭টি দাবি জানাচ্ছি, প্রথমত, শিক্ষা বাজেট ২ থেকে বাড়িয়ে ১০ করতে হবে।

## সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে হাই কোর্টে মামলা সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ আর জি কর কাণ্ডের দোষী সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করল সিবিআই। আগামী সোমবার শুনানির সম্ভাবনা। গত ১৮ জানুয়ারি আর জি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় শিয়ালদহ আদালত। এই নৃশংসতার পরও কেন ফাঁসি নয়? স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রশ্ন ওঠে। আদালত নির্দেশের কপিতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাও করেছে ঠিক কী ঘটেছে। কেন ঘটনাটিকে বিরলতম বলা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও সঞ্জয়ের এই আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশে খুশি হতে পারেনি কেউই। কারণ, সকলেই চেয়েছিলেন সঞ্জয়ের ফাঁসি, তাতেই বিচার পাবে অভয়া। এরপরই সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সেইসময় হাই কোর্টে রাজ্যের করা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, মামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তিন পক্ষ পরিবার, সিবিআই কিংবা দোষী হাই কোর্টের দ্বারস্থ না হলে, রাজ্য কীভাবে এই আবেদন করতে পারে? বিচারপতি দেবাংশু বসাকও প্রশ্ন করেন, আপনাদের মতে উপযুক্ত সাজা দেওয়া হয়নি এই অভিযোগে কারা কারা মামলা করতে পারেন? তাতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, এক্ষেত্রে পরিবার, রাজ্য, সিবিআই এবং অভিযুক্ত, চার পক্ষই মামলা করতে পারে। সিআরপিসি ৩৭৭ এবং ৩৭৮ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার আবেদন করতে পারে। এসবের মাঝেই এবার সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ সাজা অর্থাৎ ফাঁসির দাবিতে আদালতে সিবিআই। শুক্রবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিবিআই। তিনি অনুমতি দেন মামলা দায়েরর। সম্ভবত আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি।

## হাসপাতালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে। গত সোমবার থেকে এসএসকেএমে ভর্তি রয়েছেন পার্থ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, এখনও সেখানেই রাখা হয়েছে তাঁকে। কারণ, শারীরিক অবস্থান আরও অবনতি হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যা ছিলই। বাড়তি বিড়ম্বনা হিসেবে ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়ামের মাত্রাতে গোলমাল দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির জন্য অবশ্য পার্থর খাদ্যাভ্যাসকেই দায়ী করছেন চিকিৎসকদের একাংশ। চিকিৎসকদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত জেল কর্তৃপক্ষও। তাঁদের মতে, এই বয়সেও খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে পার্থর সংযমের অভাব রয়েছে, যা নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতার একটা বড় কারণ।

## কর্মশ্রী প্রকল্পে প্রথম কিস্তি টাকা বন্টনের কাজ সম্পন্ন

কর্মশ্রী প্রকল্পে জবকার্ডধারী শ্রমিকদের বাংলার বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। ওই প্রকল্পে প্রায় ১২ লক্ষ বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা বণ্টনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। সেই সব বাড়ি তৈরির কাজে ক্রমশ্রী প্রকল্পে নথীভুক্ত শ্রমিকদের কাজে লাগাতে পঞ্চায়েত্‌ দফতর নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিটি বাড়ি পিছু একজন জবকার্ড হোল্ডারকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এরফলে জবকার্ড হোল্ডাররা বাড়তি উপার্জনও করতে পারবেন। উল্লেখ্য রাজ্যে একশ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় ওই প্রকল্পে কাজহারাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে ৫০ দিনের কাজের প্রকল্প কর্মশ্রী ঘোষণা করেছে। চলতি বছরে ৭৫ লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের পুরো খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে। এরআগে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজের ক্ষেত্রেও এই জবকার্ড হোল্ডারদের ব্যবহার করা হয়েছিল ।

## মহারাষ্ট্রে অস্ত্র কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ,একাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা

মুম্বাই, ২৪ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের অস্ত্র কারখানায় অস্ত্র কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। শব্দ শোনা গেল পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে। ঘটনায় একাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ভাণ্ডারা জেলার ওই অস্ত্র কারখানাটি ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। কালো ধোঁয়ায় ডেকে যায় গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে সেটার শব্দ শোনা যায় ৫ কিলোমিটার দূর থেকে। শোনা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ওই কারখানার ছাদ ভেঙে পড়ে। সেসময় অন্তত ডজনখানেক কর্মী সেখানে কাজ করছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনায় একাধিক কর্মীর মৃত্যু হতে

পারে। ভাণ্ডারের জেলা কালেক্টর সঞ্জয় কোল্টে জানিয়েছেন, ভাণ্ডারার কারখানায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল এবং মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে। এখন উদ্ধারকাজ চলছে। তিনিই জানান, বিস্ফোরণে কারখানার ছাদ ভেঙে পড়ে। সেসময় ১২ জন কাজ করছিলেন। তারা সবাই ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং অ্যাম্বুল্যান্সও পাঠানো হয়েছে। এদিকে এই ঘটনা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনীতি। মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নানা পাটোলের অভিযোগ, সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার জেরেই এই বিস্ফোরণ। এর জন্য দায়ী মোদি সরকারের ব্যর্থতা।

## সেনাবাহিনীর তৃতীয় চোখ হয়ে উঠবে ‘সঞ্জয়’, সূচনায় রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শুক্রবার নতুন দিল্লিতে ব্যাটলফিল্ড সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ‘সঞ্জয়’-এর সূচনা করেছেন। এই নজরদারি ব্যবস্থা অত্যাধুনিক সেন্সর ও অত্যাধুনিক বিশ্লেষণে সজ্জিত, সেনাবাহিনীর তৃতীয় চোখ হয়ে উঠবে ‘সঞ্জয়’। চলতি বছরের মার্চ থেকে তিন দফায় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ‘সঞ্জয়’ ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড দ্বারা দেশীয় এবং যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে। দুই হাজার ৪০২ কোটি টাকায় এই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। কর্তব্য পথে আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ব্যাটলফিল্ড সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ‘সঞ্জয়’ একটি মূল আকর্ষণ হবে।

## বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে বইমেলায় স্টল না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ কলকাতা হাই কোর্টে ধাক্কা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুক স্টলের আর্জি খারিজ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগে মনে হয়নি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লেখা বই স্পর্শকাতর? তাহলে কেন অনুমতি দিলেন?’ আসন্ন কলকাতা বইমেলায় স্টল না পেয়ে পরিষদ মামলা করেছিল বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের বিরুদ্ধে। শুনানীতে শুক্রবার গিল্ডের কাছে এই হাইকোর্ট প্রশ্ন রাখে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এদিন ওঠে মামলাটি। ওই মামলাতেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আইনজীবীর বক্তব্য, গিল্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিভিন্ন শর্ত জানানো হয়। সেই শর্ত মেনে ৬০০ স্কোয়ার ফুট জায়গার কথা বলে সংগঠনের

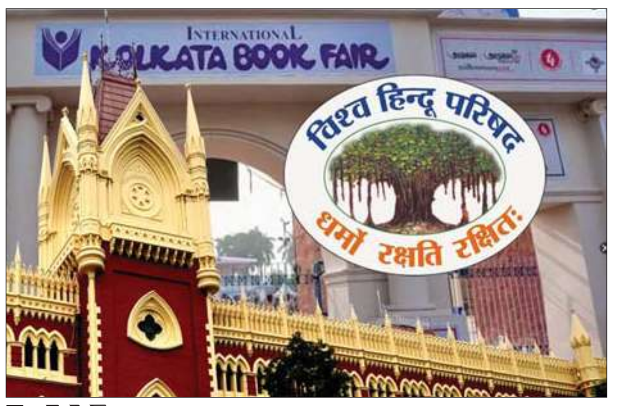


ত র ফে আবেদন জানানো হয়। এই সঙ্গে গিল্ডের তরফে বলা হয়, ’বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বই যথেষ্ট সেন্সেটিভ এবং বিতর্কিত। গিল্ড কর্তৃপক্ষ কোনও বিতর্ক চায় না’। বিচারপতি জানতে চান, ’আপনারা কি জানেন না বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিজস্ব পাবলিকেশন আছে? এত বছর ধরে অনুমতি দিয়ে আসছেন, তখন মনে হয়নি তাদের লেখা বই স্পর্শকাতর? তাহলে কেন অনুমতি দিলেন?’ জবাবে গিল্ডের তরফে বলা হয়, ১০ জানুয়ারি ইমেল করে পরিষদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু, গিল্ডের তরফে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি। সেই কারণে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। গিল্ড সরকারিভাবে স্টল দেওয়া হবে না বলে কোনও প্রমাণ মেলেনি। সেই মামলাই খারিজ করে দেন বিচারপতি সিনহা। প্রসঙ্গত, আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের বইমেলা। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বহু দেশ যোগ দেয় এই মেলায়।

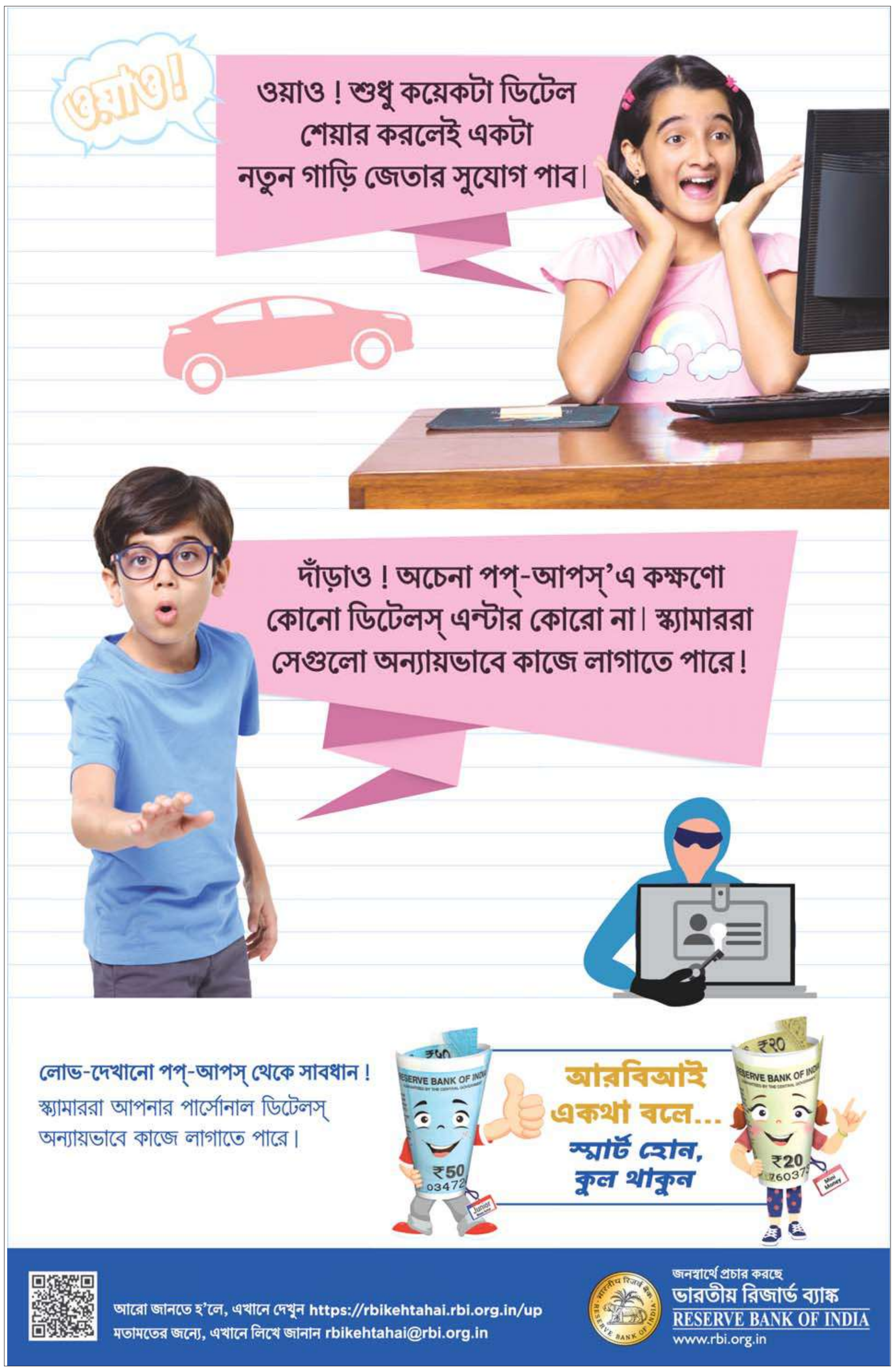

# ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৪ জানুয়ারিঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

## সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের কৃতিত্বের জন্য ভারত গর্বিতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে মেয়েদের কৃতিত্বের প্রতি কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে আমরা শিশুকন্যার ক্ষমতায়ন ও তাঁদের জন্য বিস্তৃত সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের কৃতিত্বের জন্য ভারত গর্বিত। তাতাঁদের কৃতিত্ব আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, আমাদের সরকার শিক্ষা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করেছে, যা শিশুকন্যার ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছে। শিশুকন্যার প্রতি কোনও বৈষম্য না হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা সমানভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

## সাংগঠনিক বৈঠকে শুভেন্দুর অনুপস্থিতি নিয়ে মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃসল্টলেকে বিজেপির সাম্প্রতিক সাংগঠনিক বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত হলেও আসেননি বিরোধী দলনেতাশুভেন্দু অধিকারী। তা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্তবাবুর মন্তব্যের একটি বাক্য নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তার বিরোধিতা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বৃহস্পতিবার রাতে তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা যা বলেছেন তার সারাংশঃশুভেন্দু অধিকারী মেদিনীপুরে ডাক্তারদের উপর অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে ব্যস্ত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পক্ষে কলকাতায় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না।এই সহজ জিনিসটাকে কচলে ‘ কাজিয়া’, ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে এক টিভি চ্যানেল। উদ্দেশ্য স্পষ্টতই তৃণমূল নেত্রীকে তৈলমর্দন! নোংরা অপ-সাংবাদিকতা কত নীচে নামতে পারে!

## আজ টেস্ট ম্যাচ বিশেষজ্ঞ চেতেশ্বর পূজারার জন্মদিন

রাজকোট, ২৪ জানুয়ারি ঃ চেতেশ্বর অরবিন্দ পূজারা। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৮ গুজরাটের রাজকোটে তার জন্ম। একজন ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি ১৩ বছরেরও বেশি সময় খেলে ১০৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খারাপ খেলার কারণে পূজারাকে ভারতীয় জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।পূজারা বর্তমানে ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রের হয়ে এবং কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে সাসেক্স ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলেন ।পুরো ক্যারিয়ার জুড়েএকজন টেস্ট বিশেষজ্ঞ, পূজারা তার সুশৃঙ্খল এবং ধৈর্যশীল ব্যাটিং শৈলীর জন্য পরিচিত। ভারতীয় দলের তিনি এখন না থাকলেও কাউন্টি ক্রিকেটে তার ভালো খেলা তাকে ভারতীয় দলে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একটা আলোচনা চলছে।এখনও পর্যন্ত পূজারা ১০৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন আর একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ৫টি। টেস্ট ম্যাচে তিনি রান করেছেন ৭১৯৫। সেঞ্চুরি রয়েছে ১৯ টি অর্ধশত সেঞ্চুরি রয়েছে ৩৫ টি ।

## উপরাষ্ট্রপতি - কৃষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান জরুরি

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ২৪ জানুয়ারীঃউপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, কৃষকদের বিষয়গুলির সময়মতো সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, দেশ কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। ধারওয়াড়ে কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে প্রাক্তনী পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং অমৃত মহোসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষকদের দুর্দশা দেশের দ্রুত নজর দাবি করে, কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই দেশে, যে দেশের উত্থান হচ্ছে এবং যে উত্থান অদম্য, যে উত্থান আগে কখনও হয়নি, সেখানে আমরা কৃষকদের উদ্বেগ নিয়ে নিরুদ্বেগ থাকতে পারি না। সব বিষয়ের সমাধানে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি বলব, কৃষকদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে সময় আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কাজ করছে। আমরা চাই সকলে একযোগে সমন্বয় রেখে ইতিবাচক মন নিয়ে সমাধান খুঁজুক।দ্দেশের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের অনেক বড় গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শ্রী ধনখড় বলেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প, বস্ত্র, খাদ্য, ভোজ্য তেল এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং লাভজনক হয়ে উঠছে। সেই লাভের সমান ভাগ পাওয়া উচিত আমাদের কৃষকদের। এইসব সংস্থাগুলির উচিত তাদের সিএসআর তহবিলগুলিকে কৃষকদের কল্যাণে, কৃষি ক্ষেত্রের গবেষণায় ব্যবহার করা। এই বিষয়ে তাদের খোলা মনে ভাবা উচিত। কারণ কৃষিপণ্য তাদের জীবনরেখা এবং সেই হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকরা। আমাদের ৩টি জিনিস করতে হবেঃ এক, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে। দুই, আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতেই হবে। এবং তিন, যেকোনও মূল্যে আমাদের কৃষকদের খুশি রাখতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যখন কৃষকরা আর্থিকভাবে ভালো থাকেন, অর্থনীতি প্রাণবন্ত থাকে কারণ কৃষকদের ব্যয় ক্ষমতা বাড়ে। যখন কৃষক ব্যয় করেন, তখন অর্থনীতি নিজে নিজেই চালিত হয়। এবং সেই

জন্য আমাদের আরও একটি ইতিবাচক প্রভাব ঘটে। যদি কৃষিক্ষেত্র প্রাণবন্ত হয়, সুষ্ঠুভাবে চলে, তার যত্ন নেওয়া হয়, নজর দেওয়া হয়, তবে কৃষি ক্ষেত্রে অনুপাদক সম্পদ বলে কিছু থাকতে পারে না। আইসিইউ - তে থাকা রোগীর দিকে আমরা যেভাবে নজর দিই, কৃষকদের প্রতিও আমাদের সেভাবে নজর দিতে হবে।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বাজারের অনিশ্চয়তার মতো মৌলিক চাপ থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, সময় এসে গেছে বিশ্লেষণ করার এবং কৃষিক্ষেত্রকে মৌলিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার। সরকার অনেক কিছু করছে কিন্তু কৃষক এখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। ঘাটতি থাকলেও তাকে ভুগতে হয়, প্রাচুর্য থাকলেও তাকে ভুগতে হয় এবং সেইজন্য আমাদের এমন পদ্ধতি বের করতে হবে, যাতে আমাদের কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।কৃষি ক্ষেত্রের সকল রকম ভর্তুকির সরাসরি হস্তান্তরের পক্ষে সওয়াল করে শ্রী ধনখড় বলেন, আমি চাই এবং আমি জোর দিয়ে সুপারিশ করছি, কৃষিক্ষেত্রে সার অথবা অন্য কিছু বাবদ দেওয়া যেকোনও ভর্তুকি যেন সরাসরি পৌঁছয় কৃষকের কাছে। কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন, এমন কী সার যাতে ভর্তুকির পরিমাণ বিপুল..... কৃষিক্ষেত্রের অর্থনীতিবিদদের ভাবতে হবে যদি এই সহায়তা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছয় তাহলে সে রাসায়নিক সারের বিকল্প খুঁজতে পারে। কৃষকরা এই টাকা ব্যবহার করতে পারে জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষের জন্য।টারমেরিক বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি এত খুশি হয়েছিলাম, যখন বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ঘোষণাটি কানে আসে। টারমেরিক বোর্ড, ন্যাশনাল টারমেরিক বোর্ড, হলুদের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ। ৫ বছরে উপাদন দ্বিগুণ হবে। রপ্তানির জন্য বাজার তৈরি করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কৃষকরা উপকৃত হবেন। তাতেও মূল্য যুক্ত করতে পারবেন কৃষকরা...... ভারত সরকার টারমেরিক বোর্ড গঠনের মাধ্যমে হলুদে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কি দারুণ সাফল্য। আমি জোরালো ভাবে প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যের জন্য এমন ধরনের বোর্ড গঠনের আর্জি জানাচ্ছি সরকারের কাছে, যাতে সেগুলিতে মূল্য যুক্ত হয় এবং বিশেষ নজর পায়। কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ধনখড় বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন। নিরন্তর রূপান্তর হোক। যুক্ত হোক প্রযুক্তি। প্রযুক্তির দ্রুত বদল ঘটছে। কিন্তু কৃষকরা এখনও পুরনো ট্রাক্টরকে আঁকড়ে ধরে আছে। ট্রাক্টর এমন একটি বিষয় যাতে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ সর্বোচ্চ। কৃষকদের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতেই হবে। তাদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর বোঝাতে হবে। এবং সেই জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির বড় ভূমিকা আছে। সাধারণত, ৫০ হাজার কৃষক প্রতি একটি করে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। একবার ভেবে দেখুন যদি প্রকৃতপক্ষেই সেই ৫০ হাজার কৃষক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যুক্ত হয়, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে।তিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার অবশ্যম্ভাবী কারণ আমরা প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছি। ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের মতো সংস্থাগুলি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চকে কৃষককেন্দ্রিক হতে হবে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাস্তবের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যাতে হাতে কলমে প্রমাণ পাওয়া যায়...... ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ অনেক দূর পৌঁছে গেছে। এর বাস্তবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। প্রত্যেক কৃষকের কানে যেন সেই রেশ পৌঁছে যায়।সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং দেশের বেড়ে চলা প্রত্যাশার বিষয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত হারে। এত দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি মধ্যে আমরাই বৃহত্তম। এক মাইল ফলক থেকে আমরা আরেক মাইল ফলকে পৌঁচচ্ছি। আমরা পঞ্চম বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ২ বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছি। পরিকাঠামোয় আমাদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমাদের দেশের ভাবমূর্তি, প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধিশীল অর্থনীতি দেশকে পরিবর্তিত করেছে প্রত্যাশী দেশে। বর্তমানে বিশ্বে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশী দেশ। কারণ রাস্তার পরে, রেলের পরে, বিমানের পরে, ডিজিটাল সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। শৌচাগারের পরে, নলবাহিত জলের পরে, গ্যাস সংযোগের পরে আপনারা আরও চাইছেন। সুলভে বাড়ির পরে আপনারা আরও চাইছেন। বিপুল ব্যাঙ্কিং অন্তর্ভুক্তির পরে আপনারা আরো চাইছেন কারণ এগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। আমরা কখনও ভাবিনি সাধারণ মানুষ গ্রামে গ্রামে এই সুবিধা পাবে। শৌচাগার, নলবাহিত জল, গ্যাস সংযোগ, সুলভে আবাসন, সড়ক সংযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ। আমরা কখনও এটা ভাবতে পারিনি। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীজি দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, ‘ দিল মাঙ্গে মোর’।

## ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার জনসমুদ্র! প্রয়াগরাজে পুণ্যস্নান ১০.২১ কোটির বেশি ভক্তের

প্রয়াগরাজ, ২৪ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের দ্বাদশতম দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে পুন্য অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই, শুক্রবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ১০.২১ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন।উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১০.২১ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে।

## শিলচরে ‘আমরা বাঙালি’র নেতাজি সুভাষ স্মরণ

শিলচর (অসম), ২৪ জানুয়ারি ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা তথা আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও আজাদহিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮-তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ‘ আমরা বাঙালি’ দলের রাজ্য সচিব সাধন পুরকায়স্থ শিলচরে নেতাজির মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।সন্ধ্যায় নেতাজির জীবন ও আদর্শের ওপর দলের পক্ষ থেকে শিলচরে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্য সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অখণ্ড ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামী। তিনি খণ্ডিত ভারতবর্ষ চাননি, আজ ভারতবর্ষ ভেঙে তিন টুকরো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আজ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেখানে সংখ্যালঘুরা নানাভাবে নির্যাতিত। আজ যদি দেশভাগ না হতো, তা-হলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।সাধন পুরকায়স্থ বিশেষ করে যুব সমাজকে নেতাজির আদর্শ অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান। নেতাজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সেবায় এগিয়ে আসার কথা বলেন পুরকায়স্থ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নীতি ও আদর্শ বাস্তবে প্রতিফলিত করতে ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানান তিনি।মহান এই দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য পেশ করেন অন্যান্যদের মধ্যে রাজা রায়চৌধুরী, তপন দাস, পুলক সোম, পার্থ দেব প্রমুখ।

## ‘‘তাঁর জীবন সর্বদা ভারতীয় সমাজকে পথ দেখাবে’’, কর্পুরী ঠাকুরকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ভারতরত্ন ‘জননায়ক’ কর্পুরী ঠাকুরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমত শাহ।শুক্রবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, কর্পুরী ঠাকুর জির জীবন সমাজের শোষিত ও পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য সংগ্রাম ও ন্যায়বিচারের এক অবিস্মরণীয় কাহিনী।একদিকে বঞ্চিত শ্রেণীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে সমাজ চেতনার শিখা জ্বালিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি হয়ে উঠেছেন সরলতা, আত্মমর্যাদা ও জনসেবার প্রতীক। তাঁর জীবন সর্বদা ভারতীয় সমাজকে পথ দেখাবে।।

## দিল্লি কাঁপছে শীতে, রাজধানীতে কুয়াশার দাপটও

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারিঃ শীতে কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, একইসঙ্গে রয়েছে কুয়াশার দাপটও। বিগত কয়েকদিনের মতো শুক্রবার কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল রাজধানী দিল্লি। কুয়াশা এতটাই ছিল যে ট্রেন চলাচল প্রভাবিত হয়েছে। প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবাও।দৃশ্যমানতার অভাবে ভোরের দিকে গাড়িও চলেছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। শুক্রবার সকালে নতুন দিল্লি রেল স্টেশন এলাকা ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। দৃশ্যমানতার অভাবে নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে ট্রেন পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে।

## পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙ্গা মোড় থেকে হাট শিমলা জুনিয়র হাই স্কুল মাঠ পর্যন্ত পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে ১১ তম বঙ্গভূমি উৎসবের সূচনা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলীঃপূর্বস্থলী ১ ব্লকের নশরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙ্গা মোড় থেকে হাট শিমলা জুনিয়র হাই স্কুল মাঠ পর্যন্ত পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে ১১ তম বঙ্গভূমি উৎসবের সূচনা হলো। পরবর্তী সময় প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে এদিন তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, নাদন ঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, অভিনেত্রী আরাত্রিকা মাইতি, বঙ্গভূমি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি গৌতম বসাক, সম্পাদক বিকাশ বসাক সহ বিশিষ্ট জনেরা। ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই বঙ্গভূমির উৎসব চলবে আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই বঙ্গভূমি উৎসব উপলক্ষে থাকছে রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

## শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু শ্রীনগর

শ্রীনগর, ২৪ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, শুক্রবারও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কেঁপেছে ভূস্বর্গের বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম, কার্গিল সর্বত্রই শীতে জবুথবু অবস্থা। শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

## আবহাওয়া

মাঘ মাস চলছে, এই সময়েও শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে না। শীতের পোশাকেরও সেভাবে প্রয়োজন হচ্ছে না, নেপথ্যে অবশ্যই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, আপাতত কাঁপুনি ঠান্ডা থেকে অনেক দূরে কলকাতাবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় ঠান্ডা মালুম না হলেও গ্রাম বাংলায় ঠান্ডা এখনও অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা মোটামুটি রয়েছেই। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আপাতত কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি হল - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ০২মিনিট

## পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১১মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ২৩জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৮ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৯মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৯ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী ( জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

# জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হলো রায়দীঘির সুপ্রসাদ মিস্ত্রি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৪ জানুয়ারি ঃ খেলাধুলার জগতে দক্ষিন ২৪ পরগনা তাঁর নাম অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। ৬৮ তম জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতায় এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দলে অংশ নিয়েছিলেন মথুরাপুর ২ নং ব্লকের সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। মহারাষ্ট্রের পুনের কোলহাপুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের টিম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পাঁচ সদস্যের সেই টিমে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ছিল সুপ্রসাদ। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করায় এলাকা সুপ্রসাদের খ্যাতি ছড়িয়েছে। স্কুলে আসার পর তাঁর কাছ থেকে তাই যোগাসন শিখতে চাইছেন অনেকে। ছোট্ট সুপ্রসাদ স্কুলেই যোগাসন দেখাচ্ছেন সকলকে। সুপ্রসাদের এই সাফল্যে শুধু তাঁর বাবা-মাই খুশি নয়,গর্বিত এলাকার মানুষ ও। বর্তমানে রায়দীঘির দিঘীরপাড় করালি চক হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র এই সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। অত্যন্ত গরীব পরিবারে জন্ম গ্রহন করে এই সুপ্রসাদ। দুই ভাই বোনের মধ্যে বড় সুপ্রসাদ। তাঁর এই সাফল্য নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার মন্ডল বলেন, স্কুলের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুপ্রসাদ। ওর এই সাফল্য শুধু আমাদের বিদ্যালয়কে নয়, সুন্দরবনের মানুষ জনকে গর্বিত করেছে। আমরা ওর আগামী জীবনের সাফল্য কামনা করি।সুপ্রসাদ এ বার দলগত বিভাগ ছেড়ে একক বিভাগে অংশ নিতে চায়। বর্তমানে প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে স্কুলে আসার পর থেকে স্কুলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সে হিরো হয়ে উঠেছে। আর সে চায় আগামী দিনে দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে প্রতিনিধিত্ব করতে।

# সাগরে শুরু হলো এই প্রথম ফুটবল কার্নিভাল

দরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৪ জানুয়ারি ঃ খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর রেখেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তো প্রতিটা বিধানসভায় এম এল কাপ ও সাংসদ এলাকায় এম পি কাপের খেলার মধ্যে দিয়ে ভালো ভালো প্রতিভাকে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর সেই তাগিদেই সাগরে এই প্রথম ফুটবল কার্নিভাল ওএম এল কাপের সূচনা হলো বৃহস্পতিবার। সুন্দরবন এলাকার একাধিক বিধায়ক, মন্ত্রী সাংসদের উপস্থিতিতে শুরু হলো এই ফুটবল কার্নিভাল ২০২৫। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা উদ্যোগে সাগরে সর্বপ্রথম শুরু হলো এই ফুটবল কার্নিভাল ও এমএলএ কাপ ২০২৫। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরের কলেজ মাঠে এই খেলার শুভ উদ্বোধন করেন লোকসভার সাংসদ তথা ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রসুন ব্যানার্জি।এ ছাড়া

ও উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরেরবিধায়ক বংকিম চন্দ্র হাজরা,মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার,প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশীষ চক্রবর্তী,কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলোক জলদাতা, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা,মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার,জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা,কুলতুলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল,গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি,সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও,দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার (এ ডি এম) আই এ এস সাদ্দাম নাভাস, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এডিএসপি কোস্তবদীপ্ত আচার্য্য,কাকদ্বীপের মহকুমাশাসক, গঙ্গা সাগর কোস্টাল থানা, সাগর থানা, কাকদ্বীপ থানা,হারুর পয়েন্ট কোস্টাল থানা, নামখানা থানা, ফেজারগঞ্জ থানার ওসি,সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকরা।১৬ টি দল নিয়ে শুরু হয়েছে এই খেলা।প্রথম পুরস্কার আড়াই লক্ষ টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি, দ্বিতীয় পুরস্কার দু লক্ষ টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি, সেমি ফাইনালে রানার্স হলে থাকছে ৫০ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি, বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিন ধরে চলবে এই খেলা। শনিবার এই খেলার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আর এই খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছে সাগরদ্বীপের বহু মানুষ।

# ৩৭ টি পরিষেবা নিয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরে ব্যাপক সাড়া রাজ্যজুড়ে

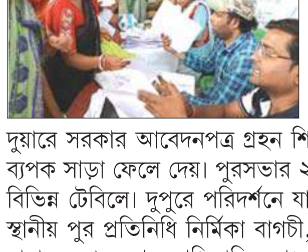

দুরন্ত বার্তা, নব ব্যারাকপুর, ২৪ জানুযারি ঃ নবম পর্যায়ের ' দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি শুরু। ৩৭ ধরনের সরকারি পরিষেবা নিয়ে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে শুক্রবার সকালে স্থানীয় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের লনে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার আবেদনপত্র গ্রহন শিবির। এদিন সকাল থেকেই শিবিরে ব্যপক সাড়া ফেলে দেয়। পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভীড় জমায় বিভিন্ন টেবিলে। দুপুরে পরিদর্শনে যান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, সুদীপ ঘোষ, বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা সহ পুরসভার আধিকারিক রা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই দুয়ারে সরকার। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্ল্যাটিনাম সম্মানে ভূষিত করেছে। মানুষের কাছে যে সরকার পৌঁছে যেতে পারে এটা বিগত দিনের মানুষ জানতেন না। কোন প্রশাসনিক প্রধান সিদ্ধান্ত নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মপ্রয়াসে বাংলার ১১ কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এতে আপামর বাংলার জনসাধারণ ও উপকার হচ্ছে। এবার প্রদেয় পরিষেবাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিধবাভাতা, বার্ধক্য ভাতা , স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, শিশুসাথী, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সংক্রান্ত সহাযতা জন্য আবেদন করা যাবে শিবিরে। পুরসভার বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা জানান ওয়ার্ডের ভ্রাম্যমান গাড়িতে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে আবেদনপত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

# মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০১তম জন্মবার্ষিকী আজ শনিবার

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ঃ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ফাইল ছবি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০১তম জন্মবার্ষিকী আগামীকাল শনিবার। মহাকবি মাইকেল যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ সালের২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সাল থেকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভিটা যশোরের সাগরদাঁড়িতে তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মধুমেলার আয়োজন হয়ে আসছে। আজ শুক্রবার(২৪ জানুয়ারি) থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০১তম জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে বাণী দিয়েছেন। বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের এক ক্ষণজন্মা প্রবাদপুরুষ। কালোত্তীর্ণ এ কবি মহাকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা, নাটক ও প্রহসনসহ বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখায় তাঁর বহুমাত্রিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সাহিত্যের গঠনশৈলীতে এনেছেন আধুনিকতার ছোঁয়া। তিনি বলেন, আধুনিকতার যে ধারা মহাকবি বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন,তা পরবর্তী কবিও সাহিত্যিকদের পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে অমিয় তেজ ওঐশ্বর্যে। দীর্ঘ প্রবাসজীবন সত্ত্বেও মাতৃভূমিও মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর সৃষ্টিকর্মে সহস্রধারায় উসারিত হয়েছে। আমি সকলকে আহ্বান জানাই আমরা যেন মহাকবির স্বদেশ প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মা জাহ্নবী দেবী। তিনি শৈশবে সাগরদাঁ।রি পাশে শেখপুরা গ্রামের মৌলভী খন্দকার মখমল সাহেবের কাছে বাংলাওফার্সি শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৩৩সালে সাগরদাঁড়ি ছেড়ে কলকাতার খিদিরপুর যান কবি এবং সেখানে লালবাজার গ্রামার স্কুলে ইংরেজি, ল্যাটিনওহিব্রু ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। কবি১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪২ সালে ইংরেজিতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্ত্রী শিক্ষা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে কলেজ থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৪৩সালের ৯ ফেব্রুয়ারি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন কবি। একইসাথে পিতৃগৃহ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেন। হিন্দু কলেজে প।তে না পেরে বিশপস কলেজে ভর্তি হন ও গ্রিকও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানার্জন করেন তিনি। তিনি ১৮৪৮ সালে সাগরদাঁড়িতে আসেন, তারপর ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ চলে যান। পথে বসন্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সুস্থ হয়ে সেখানে একটি আবাসিক স্কুলে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ছদ্মনামে কবিতা লিখতে থাকেন তিনি। কয়েকটি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন ওসম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করেন। একই বছর বিয়ে করেন রেবেকা ম্যাকটাভিসকে। ১৮৪৯সালের এপ্রিলে ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ' কাপটিভ লেডি' প্রকাশ হয়। ১৮৫২সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে তিনি শিক্ষকতার চাকরি নেন।

# ফুল-মালায় চুঁচুড়াবাসী বরণ করল খো খো বিশ্বকাপ জয়ী সুমন বর্মনকে

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ চুঁচুড়ার মিলন পল্লীতে ঠিক যেন উসব শুরু হয়েছে। ১৩-১৯ জানুয়ারি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে বসেছিল উদ্বোধনী খো খো বিশ্বকাপের আসর। সেখানে পুরুষদের ২০টি দল এবং মহিলাদের ১৯টি দল অংশ নিয়েছিল। টুর্নামেন্টের ফাইনালে নেপালের বিরুদ্ধে ভারতের পুরুষ ও মহিলা টিম জিতেছে। পুরুষদের যে টিম নেপালকে হারিয়েছে, সেই দলে বাংলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুমন বর্মন। সেই সুমন এ বার ফিরলেন বাড়ি। তাঁকে ঘিরে উৎসবে মেতে উঠেছেন চুঁচুড়ার মিলন পল্লীর মানুষজন। সুমন বর্মনের বাবা দিনমজুর। ছেলে খো খো বিশ্বকাপ জেতার পর আবেগে ভেসেছিলেন সুমনের বাবা রামদেব বর্মন এবং মা সুজাতা বর্মন। সুমন খো খো বিশ্বকাপ জেতায় তাঁর পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও খুব খুশি। ফুল মালা দিয়ে সুমনকে বরণ করে নেন তাঁর প্রতিবেশীরা। সেখানেই শেষ নয়। বাজনা বাজিয়ে পাড়ার ছেলের সাফল্যে জড়ো হন অনেকে। অনেক কষ্ট করে সুমনকে বড় করেছেন তাঁর মা-বাবা। এ বার তিনি একটা চাকরির আশা করছেন। খো খো বিশ্বকাপ ফাইনালে সুমনের পারফরম্যান্স

ভালো ছিল। তার পাড়ার ক্লাব বাঘাযতীন মাঠে জায়ান্ট স্ক্রিন বসিয়ে খো খো বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখেছিলেন তাঁর বন্ধু ও প্রতিবেশীরা। সেই সময় সুমনের দিনমজুর বাবা রামদেব বর্মন রান্নার কাজের জন্য ছিলেন কেরলে। আর পরিচারিকার কাজে মা সুজাতা ছিলেন কালনায়। ফলে ছেলের সাফল্য তাঁরা টিভিতে দেখতে পাননি। তবে সকলের মুখে তা শুনেছেন। এবং পরবর্তীতে আনন্দে ভেসেছেন।

একটা দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে সুমনের পরিবারের ৫ সদস্য থাকেন। খেলা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সুমন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চান। সুমনের এই সাফল্যে খুশি তাঁর কোচ কৃষ্ণরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সহকারী কোচ সুজিত সাহা। এ বার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা চাকরির আশায় দিন গুনছেন সুমন।

# নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর হলুদ লাইনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ সকল মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরেকটি সুখবর!মেট্রোতে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আরও জোরালো হয়েছে কারণ নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর লাইনের (৭.০৪ কিলোমিটার) ইউপি এবং ডিএন উভয় লাইনেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ট্রায়াল রান সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগে ২৪.০১.২০২৫ তারিখে নোয়াপাড়া থেকে এই ট্রায়াল রান শুরু হয়েছিল। রেক নং এমআর ৪০৮ দিয়ে মেট্রো কর্মী, কর্মকর্তা এবং কৌতূহলী দর্শকরা তাদের সামনে ইতিহাস তৈরি হতে দেখেছেন। এই ট্রায়াল রানের সময় মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পুরো ট্রায়াল রানের সময় মোটরম্যানের ক্যাবে শ্রী রেড্ডি উপস্থিত ছিলেন। জয় হিন্দ বিমান বন্দর মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার পথে, রেকটি দম দম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে থামে এবং জেনারেল ম্যানেজার এই স্টেশনটি পরিদর্শন করেন। ট্রায়াল রেকটি শেষ পর্যন্ত ১২তূ১ মিনিটে জয় হিন্দ বিমান বন্দর মেট্রো স্টেশনে পৌঁছায়। মেট্রো কর্মকর্তা এবং সেখানে উপস্থিত কর্মীরা আনন্দের সাথে রেকটিকে স্বাগত জানালে। জয় হিন্দ বিমান বন্দর মেট্রো স্টেশনটিও পরিদর্শন করেন এবং মেট্রোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এবং কনকোর্স স্তরে উপলব্ধ বিভিন্ন যাত্রী সুবিধা স্থাপনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। এই প্রান্তে প্রথম ট্রায়াল রান সম্পন্ন হওয়ার জন্য জেনারেল ম্যানেজার সকলকে অভিনন্দন জানান।পরিদর্শন সম্পন্ন করার

পর, জয় হিন্দ বিমান বন্দর মেট্রো স্টেশনে জয় হিন্দ বিমান বন্দর মেট্রো স্টেশনে জয় হিন্দ বিমান বন্দর মেট্রো স্টেশনের উর্ধ্বতন মেট্রো কর্মকর্তাদের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। ফিরতি যাত্রার সময়, রেকটি জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশন থেকে দুপুর ১,৫৭ মিনিটে শুরু হয়েছিল এবং দুপুর ২,২১ মিনিটে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে পৌঁছায়। জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই স্টেশনটি চালু হলে কলকাতা এবং শহরতলির মানুষকে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হবে।ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া এবং জয় হিন্দ বিমান বন্দরের মধ্যে অবস্থিত এই স্টেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য-ক) মোট স্টেশনের সংখ্যা- ৪টি (নোয়াপাড়া, দম দম ক্যান্টনমেন্ট , যশোর রোড, জয় হিন্দ বিমান বন্দর)। খ) জয় হিন্দ বিমান বন্দর এশিয়ার বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি হতে গ) জয় হিন্দ বিমান বন্দর স্টেশনটি অরেঞ্জ লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সংযোগকারী স্টেশন হবে। ঘ) জয় হিন্দ বিমান বন্দর স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৫টি প্ল্যাটফর্ম থাকবে। ঙ) জয় হিন্দ বিমান বঃদর স্টেশনের কনকোর্স এলাকা ১৪৬৪৫ বর্গমিটার। চ) জয় হিন্দ বিমান বন্দর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম স্তর এবং কনকোর্স স্তরের মধ্যে ৬টি সিঁড়ি, ১২টি এসকেলেটর এবং ৬টি লিফট থাকবে। ছ) একটি সাবওয়ে (দৈর্ঘ্য ৩৩০ মিটার এবং প্রস্থ ১০.৫ মিটার) যশোর রোডকে জয় হিন্দ বিমান বন্দর স্টেশনের সাথে সংযুক্ত করবে। এই সাবওয়েতে ২ নম্বর প্রবেশ-প্রস্থান পথ রয়েছে যা বারাসত পার্শ্বের দিকে কনকোর্স অবৈতনিক এলাকা, ২.৫ নম্বর বিমানবন্দর গেট (যশোর রোড হাইওয়ের কাছে) সংযুক্ত করবে। জ) এই সাবওয়েতে ৩টি এসকেলেটর, ২টি লিফট এবং ২টি সিঁড়ি থাকবে। ঝ) আরেকটি সাবওয়ে (দৈর্ঘ্য ২৭০ মিটার এবং প্রস্থ ১৩ মিটার) বিমানবন্দরকে জয় হিন্দ বিমান বঃদরের সাথে সংযুক্ত করবে। এই সাবওয়েতে ৩ নম্বর রয়েছে। প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যবস্থা থাকবে যা NSCBI বিমানবন্দর (বিমানবন্দরের আগমন গেট নং ১) দিয়ে আসা যাত্রীদের এবং পার্কিং এলাকা থেকে আসা যাত্রীদের জন্য সুবিধা প্রদান করবে। ঞ) এই সাবওয়েতে ৪টি লিফট, ৬টি এসকেলেটর এবং ৩টি সিঁড়ি থাকবে। ট) এই সাবওয়েতে যাত্রীদের সুবিধার্থে ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের ট্রাভেলেটর থাকবে। ঠ) যশোর রোড এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনগুলিতে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্ল্যাটফর্ম থাকবে এবং লিফট, এসকেলেটর ইত্যাদির মতো আধুনিক যাত্রী সুবিধা থাকবে। ড) নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনটি ব্লু লাইন এবং ইয়েলো লাইনের মধ্যে যাত্রী বিনিময় স্থান হবে।ঢ) নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমান বন্দর পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ কার্শেড পর্যন্ত এই অংশের মোট দৈর্ঘ্য ৭.০৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ভূগর্ভস্থ এবং ৫.২৩ কিলোমিটার

# দাম কমল আমুল দুধের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় দুধের দাম কমিয়ে আমজনতাকে কিছুটা রেহাই দিল নামী সংস্থা আমুল। তিন ধরনের দুধের দাম কমল। বাজার চলতি আমুল গোল্ড, আমুল তাজা ও আমুল টি স্পেশাল - এই তিনধরনের দুধের দাম কমানো হল। এক লিটারের প্রতি প্যাকেট এক টাকা করে দাম কমল। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আমুল গোল্ডের এক লিটারের দাম ছিল ৬৬ টাকা, তা কমে দাঁড়াল ৬৫ টাকা।

সার্কুলার নং সম্মতিতে ডিএনবিএস(পিডি)সিসি নং.১১০২.০১৯৯-২০০০রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে জারি করা হয়েছে ১৫.১১.১৯৯৯ সময় থেকে সংশোধিত হিসাবে ,এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে মেসার্স বৈকুণ্ঠ মোটরের পরিচালক ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড (সিন-১৮ এর মধ্যে ইউ৬৫৯২৯ডব্লুবি১৯৯৬পিটিসি১৫১০৮৫) রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেটনং ২, ৩য তলা, রুম নং ৩০৯। কলকাতা-৭০০০০১ মি.বিনোদ গুপ্ত (ডিনঃ ১০৮৯৮২৪৮), এর ছেলে ১১৩-এর জনাব মহেশ চন্দ্র গুপ্ত, নস্কর পাড়া রোড,হাওড়া কর্পোরেশন.ঘুসুরি, হাওড়া-৭১১১০৭। দ্বারা পেশায় ব্যবসায়ী হয়েছেন কোম্পানির পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন ৭ই জানুয়ারী, ২০২৫ এবং মিঃ কৃষ্ণবণিক (ডিনঃ ১০৩১০০৯৮)। মি, কালাচান্দ বনিক-র ১৫৩এফ,কে রোড,বেলগাছিয়া, শৈল (এম ক্রুপ), হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৮ কোম্পানির ডিরেক্টরশিপ থেকে ৮-ই জানুয়ারী, ২০২৫ এর মধ্যে পদত্যাগ করেছেন।

সার্কুলার নং সম্মতিতে ডিএনবিএস (পিডি) নং১১০২.০১৯৯-২০০০সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা হয়েছে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ২৯ এর মেসার্স ইনসেন্টস কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (সিন-ইউ৪৫২০৯ ডব্লু১৯৯৪ পিটিসি০৬৬৩৭৫) এর ডিরেক্টরশিপ স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তলা, ৮. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ পরিবর্তিত হয়েছে মিঃ অনিল কুমার দিদওয়ানিয়া (ডিনঃ১০৮৯৯৩৮২) হিসাবে। ইএ-র প্রয়াত রামনিরঞ্জন দিদওয়ানিয়ার ছেলে- ১০৫। দেশবন্ধু নগর রোড, বাগুইআটি, রাজারহাট গোপালপুর (এম)। উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০০৫৯ পেশায় ব্যবসায়ী, কোম্পানিতে ডিরেক্টর পদে নিয়োগ পেয়েছেন। মিঃ আনন্দ দিদওয়ানিয়া (ডিনঃ ১০৭২ ১৬৮০)। ইএ-১০৫-এর শ্রী অনিল কুমার দিদওয়ানিয়ার ছেলে। দেশবন্ধু নগর রোড, রাজারহাট গোপালপুর (এম), দেশবন্ধু নগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯ পেশাজীবী দ্বারা কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে নিয়মিত হয়েছেন এবং শ্রী সঞ্জিত মন্ডল (ডিআইএনঃ০৯০১ ০৬৮০) জনাব ধনঞ্জয় মন্ডলের পুত্র পুনপো, পুনপুয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জয়নগর-১, পশ্চিম বেঙ্গল- ৭৪৩৩৭২ পেশাজীবী ব্যবসায়ী কোম্পানির পরিচালক পদ থেকে ৮ ই জানয়ারী, ২০২৫ পদত্যাগ করেছেন।

সার্কুলার নং সম্মতিতে. ডিএনবিএস (পিডিসিসি, নং.১১০২.০১৯৯-২০০০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা হয়েছে ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে মেসার্স জয়প্রকাশ ওভারসিজ ফাইন্যান্স লিমিটেড(সিন)এর পরিচালক - পোদ্দার কোর্ট, গেটের ইউ৭৪৮৯৯ ডব্লুবি ১৯৯৬ পিএলসি ১৭১৫৯০) নং ১, ১৮. রবীন্দ্র সরণি, ৮ম তলা, ইউনিট নম্বর-৮৩০৮, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ মিঃ হেমন্ত ঝুনঝুনওয়ালা (ডিআইএনঃ ১০৮৯৯৬৭৩), ২০৮৭ রোডের শ্রী বিজয় কুমার ঝুনঝুনওয়ালার পুত্র হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে , হাওড়া-৭১১১০১, দ্বারা পেশা ব্যবসায়ী, ৮ই জানুয়ারী, ২০২৫ এবং শ্রী রামপ্রসাদ গোস্বামী (ডিনঃ ০৯২০১৩৫৪), ৩৮৫২, ফকিরবাগান লেন (এম ক্রপ) এর পুত্র। হাওড়া- ৭১১১০১ কোম্পানির পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছে। ১৩ই জানুয়ারী, ২০২৫।

সার্কুলার নং সম্মতিতে ডিএনবিএস (পিডি) সিসি ১১০২.০১৯৯-২০০০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা মিস জয়প্রকাশ ওভারসিজ ফাইন্যান্স লিমিটেড (সিন- ইউ৭৪৮৯৯ পিএলসি ১৯৫১৯ পিএলসি ১৯৫০) এর ডিরেক্টরশিপ দেওয়া হয়েছে ) পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ১৮. রবীন্দ্র সরণি, ৮ম তলা, ইউনিট নম্বর-৮৩০৮, কলকাতা- ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ শ্রী বিজয় কুমার ঝুনঝুন ওয়ালা (ডিআইএন ০৭১৫ ৬৭৮৩), ২০৮৭ রোডের শ্রী রামাবতার ঝুনঝুনওয়ালার পুত্র হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে। হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০১ পেশা ব্যবসায়ী, ৯ ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা সার্কুলার নম্বর ডিএনবিএস (পিডি)সিসি নং ১১০২.০১৯৯- ২০০০-এর সাথে সম্মতিতে, এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে এম-এর পরিচালক এস ইনসেন্টস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড(সিন ইউ ৪৫২০৯ ডব্লুবি ১৯৯৪ পিটিসি ০৬৬৩৭৫) এর ২৯, স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তলা। রুম নং ৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- রামগুন মন্ডল (ডিন ০৮৯১৯৬৩৪)। ২ নং ওয়ার্ডের শ্রী করি মন্ডলের ছেলে। গোদামতল, মাহাথা, মধুবনী। মাহথা,বিহার-৮৪৭২৩২ কোম্পানির ডিরেক্টর পদ থেকে ৫ ই নভেম্বর, ২০২৪ থেকে পদত্যাগ করেছেন। ৭০০০০১ মিঃ হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

# ২০২৪ সালে ট্রেনে ৩৯০১টি পাথর ছোঁড়ার ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের একটি অনৈতিক কাজ

২৪ জানুয়ারি ঃ বিশ্বব্যাপী রেল নেটওয়ার্কে রেলওয়ে চালু হওয়ার পর থেকে ট্রেনে পাথর ছোঁড়া একটি গুরুতর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েও এর ব্যতিক্রম নয়। ১.৩ লক্ষেরও বেশি ট্র্যাক দৈর্ঘ্যের চতুর্থ বৃহত্তম উন্মুক্ত রেল ব্যবস্থা, যা ১৩০০০ এরও বেশি ট্রেন পরিচালনা করে এবং ৭০০০ এরও বেশি স্টেশন কভার করে এবং প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন যাত্রী বহন করে, সব ধরণের ভাঙচুরের ঝুঁকিতে রয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, রেলের সম্পত্তি, যাত্রী এবং তাদের জিনিসপত্রের সুরক্ষা সর্বদাই চলমান কাজ। আরবি সিকিউরিটি ডিরেক্টরেটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ট্রেনে ৩৯০১টি পাথর ছোঁড়ার ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে, ৩৩৯১টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ১১৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বন্দে ভারত ট্রেনে ৭৪১টি হামলা এবং ২২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অতএব, এত বিশাল রেলওয়ে নিরাপত্তা নেটওয়ার্কে প্রতি মাসে গড়ে ৩২৫টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে (প্রতি কিলোমিটার ট্র্যাক দৈর্ঘ্যে ০.২১৬৭টি ঘটনা))। এটি রেলওয়ে প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত বিশাল সতর্কতার প্রমাণ। ২০২৪ সালে পূর্ব উপকূল রেলওয়ের টিম আরপিএফ মামলা নিবন্ধন এবং সনাক্তকরণে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বন্দে ভারত রেকে পাথর ছোঁড়ার ৩০টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে, ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্য ট্রেনগুলিতে ৮৫টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে, ৬৫ জনকে আটক করা হয়েছে।রেলওয়ের ০.১০ শতাংশেরও বেশি জমি দখলের কবলে রয়েছে, যা রেলপথের পাশে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সহ এই ট্র্যাক সংলগ্ন বাসস্থানগুলিতে একটি গুরুতর উপদ্রব তৈরি করেছে এবং পাথর নিক্ষেপকারী বহুবর্ষজীবী বিনামূল্যে গোলাবারুদ সরবরাহ (ব্যালাস্টআবর্জনা বস্তু) ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সী বিপথগামী কিশোরদের জন্য একটি মারাত্মক খেলা।উদ্দেশ্য হতে পারে সস্তা রোমাঞ্চ, অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা হতাশা প্রকাশ করা, মাদকাসক্ত, মাতাল উপাদান, স্বার্থান্বেষী প্রতিবাদ, ভবঘুরে, গৃহহীন, লুণ্ঠন, নির্যাতনের উন্মাদনা, মানসিক অসুস্থতা, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব, লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার বাজি, ভারতীয় সম্পদ লক্ষ্য করার জন্য দূষিত পরিবেশ ব্যবস্থা এবং বঞ্চিত পরিবেশে কিছু অর্জনের জন্য উত্তেজিত দুঃখজনক মানবিক প্রবণতা। বিপ্লব

বিদ্রূপাত্মকভাবে এই অপরাধকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।তাছাড়া, স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক ঘৃণা রেল যাত্রীদের উপর নির্মমভাবে সংগঠিত পাথর হামলার প্ররোচনা দিয়েছে। ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গা, ১৯৯২ সালের মুম্বাই দাঙ্গা, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সবরমতী এক্সপ্রেসে পাথর ছোঁড়ার পর কোচগুলিতে আগুন লাগানো এবং ২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের উপর মুম্বাইয়ের বিক্ষোভ এর কিছু কাঁটাঝোপের উদাহরণ। বন্দে ভারত ট্রেনে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাগুলি মেরামতের জন্য কোটি কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছে এবং যাত্রার সময় ভয়াবহ বিভ্রান্তি এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।প্রভাবরোলিং স্টক চালানো লোকো পাইলটকে লক্ষ্য করে লিথো-লবিং অস্থিরতার একটি দুর্ঘটনাজনিত কারণ রয়েছে। এর ফলে হতাহতের ঘটনা, ট্রমা, ক্ষতি এবং ট্রেন পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে, ভয়ের মনোভাব, চাঞ্চল্যকরতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের সম্পদের অপচয়, সামাজিক অস্থিরতা, আস্থার ঘাটতি, অংশীদারদের আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারে, গ্রাহকের মানের অবনতি ঘটাতে পারে, সময়ানুবর্তিতাকে অবনতি করতে পারে, অদক্ষতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পারে, মূল্যবান পুলিশ, জরুরি অবস্থা, চিকিৎসা কর্মী এবং সরঞ্জাম পুনর্নির্দেশ করতে পারে।কৌশলগত প্রতিক্রিয়াকৌশলগত প্রতিক্রিয়া বহুমুখী হতে হবে। প্রতিটি স্থানে নিরাপত্তা কর্মীদের সর্বাত্মক উপস্থিতির অভাবের কারণে চারটি গেট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (আরসিসি সীমানা প্রাচীর, এএফসি গেট, প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন দরজা এবং স্বয়ংক্রিয় বন্ধ দরজার রেক) এই ধরনের জঘন্য কাজ থেকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য। তেজস, বন্দে ভারত, এসি লোকাল ট্রেন এবং এই ধরণের আরও ট্রেনের রেকগুলি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্নত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রেলওয়ে অবকাঠামোতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে একটি উদ্ভাবনী রেলওয়ে উদ্যোগের দৃষ্টিভঙ্গি নিরলসভাবে অনুসরণ করছেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব একটি বিশ্বমানের যাত্রী-বান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। রূপান্তরের জন্য আমাদের দায়িত্ব একটি সক্রিয় চেইন প্রতিক্রিয়ার দিকে পরিচালিত করা উচিত। এর জন্য একটি বিকশিত ভারতের জন্য উপাদনশীল সম্পদের সূচনাকারী প্রক্রিয়াগুলির উপর উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা এবং সুশৃঙ্খল পদক্ষেপের প্রয়োজন। অতএব, অপরাধীর সুযোগকে মুছে ফেলার মূল পদক্ষেপটি এসি কোচগুলিতে পাথর-প্রতিরোধী পলিমার প্রযুক্তির সাহায্যে শক্ত স্তরিত ডাকাত কাচের ঢাল নকশা সহ দরজা এবং সিল করা জানালা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে অপ্টিমাইজ করা উচিত। মুম্বাই শহরতলির লোকাল ট্রেনগুলিতে লোহার জাল-নকশাকৃত জানালাগুলি ধীরে ধীরে অন্যান্য যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে স্থাপন করা যেতে পারে।ট্র্যাক স্টেশন স্থাপনে অনধিকার প্রবেশরোধী নির্মাণ পরিকল্পনা এবং স্টেশন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সিআরবি-এর জন্য স্টেশন কাঠামো কার্যকর করছে (দাবি, রেলওয়ে)।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৬ সংখ্যা, শনিবার ১১ মাঘ, ১৪৩১

## শিল্পী নন্দলাল ও রামকিঙ্কর

সুইস টেন্টে মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে মাস্টার মশাই নন্দলাল বসু বসে তাঁর ছাত্র সহকর্মীর কাজ দেখছেন আর মাঝেমধ্যে ডাকছেন; একটু ছায়ায় বসে একটা বিড়ি খেয়ে যাও হে কিঙ্কর রামকিঙ্কর বেইজের পিতৃদেব চণ্ডীচরণ ক্ষৌরকাজ করে বেলা তিনটের সময় বাজারে যেতেন তরিতরকারি কিনতে,চাল-ডাল অবশ্য যজমানিদের বাড়ি থেকে পাওয়া যেত। বোঝা যায় ছোটবেলায় তাঁর বাড়ির আর্থিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ, অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থার মধ্যে কেটেছে.. রং কেনার পয়সা নেই তাতেও দমানো যায় নি, রান্নার হলুদ দিয়ে হলুদ রং, শিম পাতা দিয়ে সবুজ রং, পুঁই পেচুড়ি দিয়ে বেগুনি রং, এভাবে সহজলভ্য কম দামের জিনিস দিয়ে ছবি আঁকা অথবা পতুল গড়ার কাজ করতেন কিশোর কিঙ্কর। বাবা ছেলের তৈরি ওই সব জিনিস নিয়ে মেলায় যেতেন, দু'চারটে বিক্রি হত,দু'পয়সা,চার পয়সা হাতে আসত। ছেলে-বাবা দু'জনের মুখ ভরে উঠত হাসিতে। প্রথাগত শিক্ষায় মন ছিল না,বরং ছোটবেলায় যখন তাঁর বাবা বাংলা অক্ষর চেনানোর জন্য 'অ', 'আ', লেখাতেন তখন স্লেটে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো দেবদেবীর ছবির অনুকরণ করতেন। ছোটবলা থেকে ঝোঁক ছবি আঁকার, অনন্ত সুত্রধর একজন জাত শিল্পী,তিনি নানা রকমের প্রতিমা বানাতেন, ছোট্ট কিঙ্কর দাঁড়িয়ে সে কাজ দেখতেন। বালকের একাগ্রতা দেখে অনন্ত মিস্ত্রি দিলেন তাকে কাজে লাগিয়ে। প্রতিভাবানদের প্রতিভা সারাজীবন নিশ্চয়ই চাপা থাকবে না,কারো না কারো চোখে পড়বে,এক্ষেত্রে সহায় হয়েছিলেন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি আঠারো বছরের তরুণ রামকিঙ্কর কে বলেছিলেন তুমি কি শান্তিনিকেতনে নন্দবাবুর কাছে আঁকা শিখবে? ছেলেটি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বাঁকুড়ার স্কুল পালানো কিঙ্কর আরেক স্কুল পালানো পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসে নিজেকে নতুন করে আবিস্কার করলেন। হয়েছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। কলভবনের দায়িত্বে থাকা মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু নতুন ছাত্রটির নিজের আঁকা ছবি প্রথমে দেখলেন,তারপর সেটি নিয়ে কলকাতায় এলেন তাঁর শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথকে দেখানোর জন্য,ছবির বিষয় একটি হরিন শিশুকে আদর করছে শকুন্তলা,ছবি দেখে অবনঠাকুর নন্দলাল বসুকে বললেন একে কী শেখাবে? এ তো সব শিখেই এসছে! শান্তিনিকেতনে ফিরে 'রামকিঙ্কর'কে বলেছিলেন সিদ্ধিদাতা গনেশ ঠাকুরের মূর্তি বানাতে,রামকিঙ্কর একটা ছোট্ট মূর্তি বানালেন ওই দিয়ে শুরু কলাভবনের ভাস্কর্য বিভাগের সুত্রপাত। সাত বছর বাদে ১৯৩২সালে রামকিঙ্কর হয়েছিলেন কলাভবনের ভাস্কর্য বিভাগের প্রথম অধ্যাপক। তাঁর কাজ দেখে একদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে ডেকে বলেছিলেন আমার সব জায়গা ভরে দে তোর কাজ দিয়ে... ১৯৩৮সালে ভরা গ্রীষ্মে তাঁর বিখ্যাত 'সাঁওতাল পরিবার'-এর বিরাট কংক্রিকেটের প্যানেলটি বানাতে শুরু করেন শান্তিনিকেতনে। সেই সময়ে তাঁর স্মৃতিচারণায় তাঁর ছাত্র-শিল্পী প্রভাস সেন 'দেশ' পত্রিকায় বলেছেন 'গ্রীষ্মের আগুন ছড়ানো আকাশের নিচে গ্লাভসপরা ডান হাত দিয়ে কাঁকর মেশানো সিমেন্ট বালি ছুড়ে ছুড়ে মূর্তিতে গঠন আনছেন,বাঁ হাতে তরকারি জড়ানো রুটি, মাথায় বাঁশ পাতার টোকা,আর মুখে উচ্চ স্বরে গান 'রস নাই রস নাই....,

## 'ঝিন্দের বন্দি' ছবিতে উত্তম

বাঙালি কি ধ্রুপদী এবং ক্লাসিক মানুষদের ভুলে গেছে? আজকাল পাল্টে যাওয়া ডিজিটাল যুগে বড় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে সব কিছু। মানুষ কোনো উপন্যাস শেষ করতে চায় না। ঢাউস আকৃতির বই পড়ে না। ছোটদের 'রামায়ণ' 'মহাভারত' থেকে 'ঠাকুরমার ঝুলি' রবীন্দ্রনাথ নজরুল শরৎচন্দ্র কিছুই বাদ পড়তো না। এই যে পাঠ্যাভাস এটাই ছিল বাঙালির নেশা। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে মহররমের পুঁথি মনসামঙ্গল থেকে সত্য নারায়ণের পাঁচালি ছিল অবশ্যপাঠ্য। বেশ কয়েকটি ছোট প্রবন্ধে অম্লান দত্ত দারুণভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর চিন্তার ঐক্য ও বৈপরিত্য তুলে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তা ও বাঙ্কিং ভাবনার ওপর এমন গুরুত্বপূর্ণ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ছিল। অথচ অম্লান দত্ত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গবেষণা করতেন না।নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী তথা ভারতের একটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। কমলা নেহেরু স্মরণে সেখানে আয়োজিত কমলা স্মারক বক্তৃতায় অম্লানের পঠিত লেখাগুলো ছিল এক কথায় চিন্তা ও ভাবনার এক অবারিত দিগন্ত। বাঙালির শেকড় জাতীয় লেখাপত্রে। যেখানে সাবলীল ভাষায় দর্শন ও মৌলিক চিন্তা এক হতে পেরেছিল। কি দারুণভাবে বলছেন গান্ধীজির পরিভাষায় যা হলো 'অহিংসা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীতে তাই হলো 'আনন্দ'। এখানেই তাঁদের পার্থক্য এবং এখানেই তাঁদের মিল। এ কথা বলেছেন প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ শ্রী অম্লান দত্ত। পরস্পরকে 'মহাত্মা' ও 'গুরুদেব' নামে সম্বোধন করা ছাড়াও দু'জনেরই উদ্দিষ্ট ছিল অন্তর্শক্তি বা আত্মশক্তির উদ্বোধন। অধ্যাপক অম্লান দত্তের জন্ম বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বাগিচাগাঁও-এ। পিতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও মাতা সুনীতিবালা দেবী। স্কুলের পড়াশোনা কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালায়। উচ্চশিক্ষার্থে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আসেন। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আইএ এবং অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতক হন এবং পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে চতুর্থ হয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অর্থাৎ অর্থনীতিবিদ অম্লানের পাঠ শেখার সূতিকালয় কুমিল্লার সেই ঈশ্বর পাঠশালা। অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্তের ভারী প্রবন্ধ আলোচনাগুলো করলাম। সেখানে মার্ক্সবাদ লেনিন স্তালিন থেকে ওপার বাংলার বাম আন্দোলন চীন সবই আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি নিজে ছিলেন গান্ধীবাদী। তাঁর আরাধ্য ছিল অহিংসা। অসাধারণ এক উক্তিতে বলছেন গান্ধীই সভ্যতার শেষ স্টেশান। ভরসা এই অন্ধকারে মন খারাপে ঐ যে ছোট বইটি 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' কিংবা অম্লান দত্ত চোখে পড়ে।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ভারতের বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা সবাই করছে। কবিগুরু থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দও চেষ্টা করে চলেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশটাকে লালিত পালিত করার।চণ্ডীদাসও বাংলায় কৃষ্ণ পদবলী রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একটি পদাবলীর বইও রচনাও করেছিলেন। আসলে ভারতের সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল দেব দেবী অর্চনার মধ্যে দিয়ে। তাদের মধ্যে দিয়েই সনাতন ভারতের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ।

## স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করত।

# ২০১ তম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মবার্ষিকী-বিশেষ রচনা
# মাইকেল বঙ্গোপসাগর, বিদ্যাসাগর ভারতমহাসাগর আর বঙ্কিম পবিত্র-গঙ্গা

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

**(২০১ তম জন্ম বার্ষিকী-কবি মাইকেল। তাঁকে স্মরণ করাটা আমাদের কর্তব্য। আজও যদি তাঁর সমাধিক্ষেত্রে কেউ যদি দেখতে যান তাহলে দেখতে পাবেন সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারে লেখা হয়েছে তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতা - 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে'। মাইকেল খ্রিস্টান হলেও তিনি যে বাঙালি তা কোনও দিন ভোলার নয়। তিনি সাহেব হতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে সাহেব হওয়া বাসনা গ্রহণ করাটা তাঁর উচিত হয়নি। সেই কারণে তিনি আবার নিজেকে বাঙালি ভাবতে শুরু করেছিলেন। নিজেকে ভারতীয় ভাবতে শুরু করেছিলেন। তার ফলেই তিনি লিখতে শুরু করলেন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিভিন্ন চরিত্রকে গ্রহণ করে একের এর এক একটি কাব্য। সেই সব কাব্য যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আজকে মন পড়ে যে তিনি জীবিত থাকাকালীন বারবার রক্ষণশীল বাঙালিদের দ্বারা অপমানিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত। মাইকেলকে অগ্রাহ্য করার একটি প্রবণতা তখন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেশ প্রবল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তি তাঁর পাশে থাকার ফলে কেউ সাহস করে মহাকবি মাইকেলকে সরাসরি অপমানিত করতে পারেনি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং মাইকেল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন ''কাল প্রসন্ন- ইউরোপ সহায়- সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও -তাহাতে নাম লিখ- শ্রীমধুসূদন''। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ষোল বছর বয়সে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেই সমালোচানাকে কষাঘাত বলা যেতে পারে। তারপরে পরিণত বয়সে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রকাশ্যে সেই সমালোচনা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সম্মান দিয়েছিলেন মাইকেলকে মহাকবি বলে। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ রচনা করে মহাকবি হন বাল্মিকী। আর আধুনিক বাংলার মহাকবি হলেন মাইকেল । এটা বহু বাঙালি পণ্ডিতরা স্বীকার করে নিয়েছেন। )**

ঊনিশ শতকের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং মাইকেল এর আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। যদিও রাজা রামমোহন রায়ের নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। কারণ তাঁর পথ ধরেই পরবর্তীকালে সমাজসেবী এবং সাহিত্যসেবকেরা চলাচল করেছেন এবং আরও অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়ে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। ভারতবর্ষ দেশটা যেমন গঙ্গা, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে এখনও জীবিত রয়েছে ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং মাইকেল এই ত্রিশক্তি গোটা বাংলা তথা ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধরে রেখে দিয়েছেন। এঁনারা ছাড়া বাংলা আজকে একটি পা'ও অগ্রসর হতে পারবে না। এদের কাছে বাংলার টিকি বাঁধা হয়ে পড়ে রয়েছে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বঙ্কিমচন্দ্র এবং মাইকেল সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। যদিও কেউই তাঁরা কিন্তু সস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করার দিকে ঝোঁক দেননি। উল্টে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, সংস্কৃত এবং মাদ্রাসা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতা করে ছিলেন। তিনি মনে করতে শুরু করেছিলেন যে হিন্দু, সংস্কৃত কলেজ এবং মাদ্রাসা খুললে সেখানকার থেকে যে সব ছাত্ররা পাশ করে বের হবে তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে না। আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল রাজা রামমোহন রায়ের ধারনাটা একেবারে ভুল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেও তিনি বাংলার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করার একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল যে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করে শাস্ত্র পাঠ করে প্রচলিত সমাজের মধ্যে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে তাকে দূর করা। সেটা তিনি করতে পেরেছিলেন। বিধাবিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে তাঁকে বহু শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে হয়েছে এবং সেই সব শাস্ত্রের অনুশাসনকে ব্যাখ্যা করে ইংরেজ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। মাইকেল সেই সময়ে প্রাচীন পৌরাণিক ধারনাকে একেবারে ভেঙেচুরে ঠিক করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮২০ সালে। মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৪ সালে। বিদ্যাসাগরের চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলেন মাইকেল। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৩৮। বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুইজন মাইকেল সম্পর্কে উচ্চাশা পোষন করে গিয়েছেন। তাঁরা মাইকেলকে মহাকবি বলে অ্যাখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই তিন বঙ্গ রত্নের বয়সের পার্থক্য খুব একটা বেশি ছিল না। সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবে কথা বেশি হয়েছে বিদ্যা সাগরের সঙ্গে মাইকেলের। মনের মিল হয়েছে। আবার মানসিক বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তবুও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বজায় ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যা সাগরের বহু সংস্কারকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তবে বিধবা বিবাহকে তিনি সমর্থন

করেছিলেন। আবার বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ বিরোধী সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে নিতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে বাংলার এই তিন মহাপুরুষ যে একটি জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল সেটা সত্য। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের জয় পরবর্তীকালে বাংলার বহু মনীষী দের মনে সাহস তৈরি করে দিয়েছিল যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগর, মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং মাইকেল -এই ত্রিশক্তির সঙ্গে লড়াই করার মতো শক্তি আর কারোর ছিল না। প্রবল বিরোধিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল সমাজ এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কথা বলার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। ফলে সেই সময়ে এই তিন শক্তিই ছিল বাংলার আদর্শ পরিচালক। হিন্দু এবং সংস্কৃত কলেজের অধিকাংশ ছাত্ররাই পরর্তীকালে দেশ চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল বাঙালি নারীদের কলঙ্ক মোচন। তিনি নানান সমাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি নারীদের দুর্দশাকে ঘোচনার চেষ্টা করে গিয়েছেন। আর মাইকেল বিদ্যাসাগরের পথকে অনুসরণ করে রমণীদের বীরাঙ্গনা তৈরি করে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। তিনিও মেয়েদের সঙ্কট থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবতেন। ১৮৫১ সালে ১৪ আগস্ট মাইকেল 'হিন্দু ক্রোনিক্যাল' পত্রিকায় হিন্দু মহিলাদের পুনর্বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। মধুসূদন ''Widow Remarraige & Dravida Condemnation" শীর্ষিক রচনায় বিধবা বিবাহের পক্ষে অনুকূল কোনও মন্তব্য করেননি। ঠিক সাতদিন পরে ২১ আগস্ট হিন্দু -নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে লিখেছিলেন মাইকেল। ১৮৫৫ সালে 'মাদ্রাজ স্পেক্টেটর'- রিম্যারেজ উইডসস' -এ মাইকেলের নাম নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে রক্ষণশীলপন্থী রাধাকান্ত দেব এর মতো রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতা করে সরকারকে বিধবা বিবাহ দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নে অটল থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এর আগে বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন স্কুল স্থাপিত করে বাংলার নারী শিক্ষার জগতে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। সেই বিপ্লব সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল। আর বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। ঠিক তার এক বছর আগে ১৯৬১ সালে 'মেঘনাধবধকাব্য' লঙ্কাকাণ্ডে শেষ হয়েছে মাইকেলের। মেঘনাধবধ কাব্যে মহিলা চরিত্ররা উজ্জ্বল। সেখানে লঙ্কাপতি রাবণকে ম্লান বলে মনে হয়েছে। রামকে তো একেবারে তুচ্ছ করেছেন মাইকেল। যদি বিদ্যাসাগর রামের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। তবুও তাঁর 'সীতার বনবাস'- লেখায় সীতাকে একটি আদর্শ নারী রূপে উপস্থিত করেছেন। রামায়ণে অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে সীতাকে সৎ সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিল। এই ধরনের পরীক্ষাকে মাইকেল, বিদ্যাসাগর বেশি গ্রাহ্য করেননি। এটা নারী জাতির প্রতি অপমান বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র-এর লিথিত্র উপন্যাসগুলিতেও নারী শক্তি জাগরণ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। নারী শক্তি না থাকলে জগত শক্তিশালী হতে পারে না সেটা তিনি 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিমবাবু প্রমাণ দিয়েছেন। নারী শক্তির কাছে পুরুষদের অহং বোধকে বিসর্জন দিয়ে উভয়ের মিলিত শক্তি দিয়ে যে দেশকে শক্তিশালী গড়া সম্ভব সেই বার্তা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও মাইকেল দিয়ে যান। তবুও বিদ্যাগার এবং মাইকেলকে অপমানিত করতে বাঙালির সমাজ দ্বিধাবোধ করেনি। মাইকেলে তো জীবিত অবস্থায় বাঙালি সমাজ থেকে কোনও সহানুভূতি লাভ করেননি একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া।। বিদ্যাসাগর না থাকলে মাইকেল এর অবস্থা কী হতো তা ভাবলে আমাদের মন শিহরিত হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি মাইকেল বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছেন। মাইকেল তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখছেন ,''I have dedicated the work to our great friend the Vidyasagar. He is a splendid friend! I assure you, I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new poetry are very flattering.. His admiration is honest, for he is above flattering any man" । মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ''the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother." প্রথম দিকে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে 'টুলো পণ্ডিত' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পরে তিনি বিদ্যাসাগরের মানবিকতার কাছে নিজের মাথা নত করে ফেলেন। মাইকেল প্রচলিত ধ্যানধারনার বিপরীত দিকে চপা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের প্রবাহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। 'মেঘনাদ'কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে 'রামায়ণ' বা 'মহাভারতে' এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে তা মহান আকারণ ধারনা করতে থাকালো। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন মাইকেল। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সময়ে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন 'ক্যাপটিভ লেডি' মহাকাব্য। বাইরনের 'দ্য লেডি অব স্যালোট' মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে। ইংরেজি প্রতিষ্ঠিক কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি 'ক্যাপটিভ লেডি' মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককূল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি। বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করলেন।

## সবার অলক্ষ্যে কত প্রতিভা হারিয়ে যেতে থাকে তার খোঁজ করার কেউই থাকে না, সেই রকম শিল্পী উমা বসু

**বিশেষ প্রতিবেদক**

নাইটিঙ্গেল অফ বেঙ্গল', মারণ যক্ষ্মা ও একুশ বছরের একটি জীবন , লিখেছেন অরিত্র সোম

কাশতে কাশতে ক্রমশ দম ফুরিয়ে আসছে মেয়েটির। কতই বা বয়স, মাত্র ২১! এত ছোটো বয়সে এমন পরিণতি আর দেখতে পারছেন না বাড়ির লোকেরা। এ কী হল বলো

তো মেয়েটার! যে গলা দিয়ে একসময় সাত সুরের রামধনু বেরোত, যার গান শোনার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত, আজ তাঁরই গলায় যক্ষ্মার বাসা! ঠোঁটে লেগে রয়েছে রক্ত। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন মেয়েটি; উমা বসু। ওঁর ডাকনাম হাসি; কিন্তু জীবন থেকে সেই হাসিটাই চলে গেছে চিরকালের মতো। তাহলে কি থেমে যাবে 'বাংলার বুলবুল'?

ভারত এক অদ্ভুত দেশ। এখানে কত প্রতিভা আসে, প্রতিষ্ঠিত হয়; আবার কত সবুজ পাতা অকালে ঝরেও যায়। কেউ খ্যাতির আবর্তে পড়ে যায়, কারোর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করে জীবন। এই বাংলাও কি কম প্রতিভা প্রসব করেছে? উমা বসু সেই বিরল প্রতিভাদেরই একজন। ইতিহাস আজ তাঁকে সেভাবে মনে রাখেনি। জীবন তাঁর গলা থেকে সুর কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু একেবারেই কি মনে করা যায় না তাঁকে? দেখেছিলেন মাত্র ২১টি বসন্ত; কিন্তু এইটুকু সময়ই গোটা ভারতে শিখর স্পর্শ করেছিলেন তিনি। তাঁর গলা হয়ে উঠেছিল সরস্বতীর নিখাদ আস্তানা।

১৯২১ সাল। ধরণীকুমার বসু কলকাতার প্রখ্যাত স্থপতি। তাঁর পরিবার রীতিমতো বিখ্যাত এই শহরে। তাঁর স্ত্রী প্রভা বসুর পরিবারও কম পরিচিত নয়। আর এই ঘরেই জন্ম নিলেন উমা বসু (হাসি)। ধরণী-প্রভার বড়ো সন্তান। কিন্তু বেশিদিন সঙ্গ দিতে পারলেন না বাবা। দুর্ঘটনায় অসময়ই প্রয়াত হন ধরণীকুমার। কিন্তু উমার বেড়ে ওঠা থামেনি। আর থামবেই বা কেন! 'হাসি'র জীবনে যে ততদিনে জুড়ে গেছে সুর! মেয়ের এমন প্রতিভার কি আঁচ পেয়েছিলেন প্রভাদেবী? হয়তো বা! বসু পরিবারে গান -বাজনার আসর বসত প্রায়ই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নদীতে মিশত রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর এমন পরিবেশেই বেড়ে উঠেছিলেন উমা। পেয়েছিলেন গানের নির্জন দ্বীপের খোঁজ।

কতই বা বয়স তখন। গীতিকার -সুরকার হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুরু হল সঙ্গীতশিক্ষা। কয়েকদিনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন শিক্ষক। এ তো ঈশ্বরপ্রদত্ত গলা! ঠিক যেন বাঁশির মতো। আর এই বাঁশির সঙ্গেই সাক্ষাৎ হল আরেকজন কিংবদন্তির। তিনি উমার বাবা ধরণীর বন্ধু; দিলীপকুমার রায়। কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না; সঙ্গীতের জগতেও তিনি ছিলেন এক দিকপাল। ছোট্ট উমার গান শুনে সেই দিলীপকুমার রায়ও মুগ্ধ! এ তো বিরল প্রতিভা! স্বয়ং সরস্বতী বাস করছেন এই মেয়েটির গলায়। এঁকে আমিই শেখাব। কালে কালে গোটা ভারতে নাম ছড়িয়ে পড়বে হাসির।

সেই থেকে শুরু হল এক অনন্ত সাধনার। স্রেফ উমাকে গান শেখাবেন বলে পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতা চলে এলেন দিলীপ রায়। এমন প্রতিভার জন্য যত্ন প্রয়োজন, সঠিক রাস্তায় চলা প্রয়োজন। দিলীপ রায়ের সঙ্গে হাজির হলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। আর এই পুরো পরিবেশে যেন ডানা মেললেন উমা বসু। হয়ে উঠলেন সুরের ফিনিক্স পাখি। এমন সুন্দর, মিষ্টি গলা, সেইসঙ্গে সুর-তাল -লয়ের এমন অসামান্য মেলবন্ধন! ১৯৩২ সালেই বের হল প্রথম রেকর্ড। উমার বয়স তখন কত জানেন? মাত্র এগারো!

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রায় সমস্ত বিভাগেই সাবলীল যাতায়াত ছিল উমার। সেইসঙ্গে ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত। আর ছিল গুরুদেব দিলীপ কুমার রায়ের গান। দুজনের জন্মদিনও যে একই! রেকর্ড বের হওয়ার পর আর ধরে রাখা যায়নি উমাকে। গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, শ্রী অরবিন্দ; উমার গানের ভক্ত অনেকেই। তখন তিনি বাংলাতেই আবদ্ধ নেই; ছড়িয়ে পড়েছেন গোটা ভারতে। 'আজ ফাগুনের প্রথম দিনে', 'চাঁদ কহে চামেলি গো', 'আকাশের চাঁদ মাটির ফুলেতে'-র মতো বাংলা গানই হোল বা ঠুমরী, গজল, টপ্পা; উমা বসু যেন অনন্যা। আর এই ছোট্ট বাঙালি মেয়েটির আওয়াজই পৌঁছে গেল মহাত্মা গান্ধীর কাছে। ১৯৩৭ সাল। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিয়েছেন উমা। তখনই তাঁর গান শুনলেন জাতির জনক। এবং মুগ্ধও হলেন। এ কি অদ্ভুত প্রতিভা! ঠিক যেন সুরেলা আওয়াজে বুলবুল গান গাইছে। মহাত্মা গান্ধী নাম দিলেন 'নাইটিঙ্গেল অফ বেঙ্গল'। বাংলার বুলবুল! আরও বেশ কয়েক বছর পর মহারাষ্ট্রের এক গায়িকাও 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' হবেন। তাঁরও আগে এই বাংলাই দেখেছিল বুলবুলকে। কিন্তু ভাগ্য! সমস্ত চেষ্টা, পরিশ্রম, প্রতিভা শেষ হয়ে যায় এই একটি জিনিসে টাল খেলে। উমা বসুর জীবনও বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁর সঙ্গে। যে সময়টা তাঁর বেড়ে ওঠার সময়, হেসেখেলে, গান গেয়ে উদযাপনের সময়; তখনই তাঁর শরীরে বাসা বাঁধল ভয়াল রোগ। যক্ষ্মা! তখনকার দিনে যক্ষ্মা যে কী সাংঘাতিক ছিল তা আর বলতে হবে না। মোড়ে মোড়ে শোনা যেত 'দাদা, আমি তো বাঁচতে চেয়েছিলাম!' উমাও হয়তো তাই বলতেন। তিনি তো বাঁচতে চেয়েছিলেন, গান গেয়ে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন! আর তাঁরই গলায় কিনা বাসা বাঁধল এই রোগ! সুরের বদলে দমকা কাশি, আর চাপ চাপ রক্ত। শরীর যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। মাত্র ২১ বছর বয়স তাঁর। ১৯৪২ সালে নিজের জন্মদিনের দিন পরিস্থিতি যেন আরও খারাপ হল। শেষে নিজের জন্মদিনের দিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন উমা 'হাসি' বসু। থেমে গেল সব সুর।

হিসেব করে দেখলে, এই বছর তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। অথচ চারিদিক কত শান্ত! ইতিহাসের পাতায় নির্জনতম স্থানেই বসে আছেন তিনি। তাঁর গান আজ আর কেউ শোনে কিনা জানা নেই। অথচ একসময় গোটা ভারত অবাক হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট এক বাঙালি মেয়ের প্রতিভায়। বাংলার বুলবুল কি থেমে যেতে পারেন? তিনি যে মরণেরও ঊর্ধ্বে। বাংলার বহু প্রতিভা এই রকমভাবে সবার অগোচরে হারিয়ে যেতে থাকে। তাদের কেউ খোঁজ করে না। খোঁজ করার সময় কোথায় বাঙালিদের। সবাই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কোন প্রতিভা ডহরিয়ে গেল তা খোঁজার দরকার নেই।

## সঙ্গীত শিল্পীর স্বাদ বদলকরতে ভালোবাসে

**শঙ্করলাল কর্মকার**

স্বাদ বদল। সেই সময়কার প্রখ্যাত প্রায় সব সুরকারের সুরেই গান গাওয়া হয়ে গেছে তাঁর। হঠাৎ ইচ্ছে করল একটু স্বাদ বদলের। ভাবলেন, কিশোর কুমারের সুরে গান গাইবেন। কিন্তু ভাবলেই তো অত সহজ নয়, কিশোর কুমার তখনকার ব্যস্ততম সঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম। তবে তিনি যখন মনস্থির করে ফেলেছেন তখন তো তার নড়চড় হওয়া অসম্ভব। আর গানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অসম্ভবকে সম্ভব করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ডেকে পাঠালেন কিশোর কুমারকে। এদিকে চরম ব্যস্ততায় নিমজ্জিত কিশোরবাবুও যেন একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন তাঁর আহ্বান পেয়ে।

অবস্থা বেগতিক দেখে, নিজের চূড়ান্ত ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে স্বয়ং গেলেন কিশোরবাবুর কাছে। কিশোর কুমারের বাড়িতে জমিয়ে বসে আড্ডার ছলে প্রস্তাবটা করেই ফেললেন গায়িকা। শুনে তো কিশোরবাবু থ! এমনিতে এই সুর টুর করার ব্যাপারে বেজায় অস্বস্তি তাঁর। কিন্তু সারা বিশ্বে যাঁর এমন সমাদর তাঁর আবদার উপেক্ষা তিনি করেন কিভাবে! শুধু তাই নয়, দুজনেই একে অপরের খুব ভালো বন্ধুও। তাই বিশেষতঃ বন্ধুত্বের খাতিরেই রাজি হলেন কিশোর কুমার। কিন্তু রাখলেন একটা শর্ত, তাঁর সুরেও তিনি দুটো গান গাইবেন এবং তাও ওই বছরই রিলিজ হবে। এবার গায়িকা পড়লেন ফ্যাসাদে। এইরকম শর্তের জন্য তিনি যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। যাকগে, শেষমেশ দুজনেই রাজি হলেন। সবকিছু তো হলো, কিন্তু গানের কথা লিখবেন কে?

আবার কে? এই ধরনের পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ কোনো প্রতিযোগিতা বা গায়ক গায়িকাদের এহেন খামখেয়ালিপনার সময় একজন গীতিকারের কথাই সবার মাথায় আসত, তিনি হলেন মুকুল দত্ত। বহুবার এইরূপ পরিস্থিতিতে গায়ক গায়িকাদের সফলতার সঙ্গে উতরে দিয়েছেন তিনি। মনে আছে শ্যামল মিত্র আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রতিযোগিতার কথা? সেখানেও তো পারের কান্ডারী এই মুকুল দত্ত।

এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। আর অসম্ভবকে সম্ভব করা যে গায়িকার কথা বললাম এতক্ষণ, তিনি আর কেউ নন; সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। লতাজী আগে থেকেই মুকুল দত্তকে ডেকে নিলেন। অনেকগুলো গানের মধ্যে দুটো গান বেছে নিলেন কিশোর কুমারের জন্য। তারপর মুকুল দত্তকে শর্ত দিলেন, কিছুতেই এই গান দুটোর কথা কিশোর কুমারকে জানানো যাবে না। মুকুল দত্ত রাজি। এরপর আর দেরি না করে কিশোর কুমারের গাওয়ার জন্য সেই দুটি গান সুর করার কাজে লেগে পড়লেন লতা মঙ্গেশকর। দিনকয়েক বাদে কিশোর কুমার ডাকলেন মুকুল দত্তকে। নানান অছিলায় জানতে চাইলেন লতাজীর পছন্দ করা গানদুটোর কথা। কিন্তু লতাকে দেওয়া শর্তানুযায়ী মুকুল দত্ত কিছুতেই বলছেন না। তখন বাধ্য হয়েই কিশোর কুমার প্রায় হুমকি দিলেন! বললেন; আমার গানের থেকে যদি ওর গান ভালো হয়, তাহলে কিন্তু আপনার আমি দফারফা করে দেবো! এই বলে দুজনেই কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর পছন্দমতো দুটো গান বেছে নিয়ে বাড়ি গিয়ে কিশোর কুমার সুর করার কাজে বসে পড়লেন। লতা মঙ্গেশকর গাইবেন, যা তা কথা নয়! ধুকপুক বুক নিয়ে কিশোর কুমার অনবদ্য সুরসৃষ্টি করলেন। তবে বলাই বাহুল্য, ১৯৭৪ সালে রেকর্ড হওয়া সেই চারটি গানই সুপার ডুপার হিট হয়েছিল। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। রেকর্ডিং এর দিন। স্টুডিওতে সময়মতো হাজির কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, মুকুল দত্ত, যন্ত্রশিল্পীরা।

# বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের ফুলকুসমা বনাঞ্চলে বাঘের পায়ের ছাপ, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ জামশেদপুর বনবিভাগের ঘাটশিলা বনাঞ্চল থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কি ফের বাঁকুড়ায়? শুক্রবার সাতসকালে বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের ফুলকুসমা বনাঞ্চলে বাঘের পদচিহ্ন মেলায় সেই প্রশ্ন উঠছে। ছেঁদাপাথর এলাকায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই জিনাতের পুরুষ সঙ্গীর খোঁজ পেতে বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের তিনটি টিম ফুলকুসমা বনাঞ্চলে গেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছিল, ঘাটশিলা বনাঞ্চলে রয়েছে জিনাত প্রেমিক। তবে ফের এদিন সকালে তার পায়ের ছাপ মিলেছে বাংলায়। এই বাঘবন্দি অভিযানের তত্ত্বাবধানে থাকা রাজ্যের মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) সিঙ্গরম কুনাল ডাইভেল বলেন, বাঘের পায়ের ছাপ আমরা পেয়েছি। বান্দোয়ানে থাকার সময় বাঘটি দক্ষিণ বাঁকুড়ার দিকে গিয়েছিল। ফলে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না পায়ের ছাপটি পুরনো না কি নতুন। তবে বিষয়টিকে আমরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। কারণ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পক্ষে এক রাতে ৪০ কিমি হাঁটা অস্বাভাবিক নয়। ঘাটশিলা বনাঞ্চলের ডাইনমারি থেকে জিনাত প্রেমিক যদি দক্ষিণ বাঁকুড়া বনবিভাগে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে হাঁটতে হয়েছে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ কিলোমিটার। এমন কথাই বলছে বনদপ্তর। বাঁকুড়া দক্ষিণ বনবিভাগে নতুন করে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। হাতি তাড়াতে ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা বনাঞ্চলে যথেচ্ছ পটকা ফাটানোতেই রয়্যাল বেঙ্গল বাংলায় ঢুকে পড়ে বলে মনে করছে বনদপ্তর। উল্লেখ্য, বর্ষশেষে জিনাত পুরুলিয়া থেকে দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ঢোকে। সেখানেই ঘুম পাড়ানি গুলিতে কাবু হয় সে। এই বাঘটি মূলতঃ জিনাতের পথ অবলম্বন করেই চলছে। জামশেদপুরে যাওয়ার আগে রবিবার রাত পর্যন্ত বান্দোয়ানের কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগের কাঁটাপাহাড় এলাকায় বাঘটি ছিল। তারপরে ঘাটশিলায় চলে যায়। শুক্রবার সকালের পায়ের ছাপ নতুন হলে চারদিনের ব্যবধানে ফের বাংলায় প্রবেশ করল জিনাত সঙ্গী। প্রসঙ্গত, ৩১ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ড জিনাত প্রেমিকের প্রথম পায়ের ছাপ মিলেছিল। সেখানে একটি গাবাদি পশু ও বাছুর মেরেছিল সে।

# চিকিৎসার গাফিলতিতে তুমুল বিক্ষোভ হাসপাতালে, আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেপ্তার ৯

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে আবারও আক্রান্ত পুলিশ। বর্ধমানের অনাময় হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন রোগীর বাড়ির আত্মীয়রা। সেই বিক্ষোভ থামাতে গিয়েই আক্রান্ত হল পুলিশ। ঘটনায় নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি উইং অনাময়ে এক রোগীকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পরে হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তোলেন রোগীর পরিজনরা। রাতেই হাসপাতালের ভিতর তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। হাসপাতালের ভিতর থাকা পুলিশকর্মীরা তাঁদের থামাতে সেখানে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। পুলিশকর্মীদের উপর চড়াও হয়ে তাঁদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তুমুল আতঙ্ক ছড়ায় সরকারি হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার কথা জানতে পেরে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে পৌঁছায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। হামলায় তিন পুলিশকর্মী জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হামলার অভিযোগে রাতেই নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়।

# বন্ধ স্যালাইন কারখানা খোলার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন কাজ হারানো শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ একদিকে যখন ভেজাল স্যালাইন কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য, সেই সময় উক্ত কারখানা খোলার দাবিতে সোচ্চার শ্রমিকেরা। বন্ধ স্যালাইন কারখানা খোলার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন কাজ হারানো শ্রমিকরা। কারখানা চালু করে শ্রমিকদের কাজে ফেরানোর জন্য চোপড়ার বিডিওর কাছে দাবি জানিয়েছেন। বিডিওর মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসকের কাছে একই দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের সোনাপুরে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিটিক্যাল নামে একটি স্যালাইন কারখানা তৈরী হয়েছিল। এখানকার তৈরীর স্যালাইন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালে সরবরাহ হত। গতবছর এই কারখানার তৈরী স্যালাইন ব্যবহার করে কর্ণাটক রাজ্যের চার প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। কর্ণাটক সরকার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিটিক্যালকে ব্ল্যাক লিস্টেড করে সরকারি আধিকারিকরা সোনাপুরে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত করেন। প্রসূতির মৃত্যু হওয়ায় গত ১১ ডিসেম্বর কারখানাটি বন্ধ করার নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কর্ণাটক সরকার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিটিক্যালকে ব্ল্যাক লিস্টেড করলেও পশ্চিমবঙ্গে বহাল তবিয়তে এই স্যালাইন ব্যবহার হচ্ছিল। গত জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে এই রিঙ্গার ল্যাক্টেট ব্যবহার করে এক প্রসূতির মৃত্যু এবং তিন প্রসূতি অসুস্থ হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। চাপে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই স্যালাইন কারখানাকে ব্ল্যাক লিস্টেড ঘোষনা করে। ঘটনার সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সি আই ডি তদন্ত শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিটিক্যাল স্যালাইন কারখানায় প্রায় তিনশ শ্রমিক কাজ করত। প্রত্যেকেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই এনটিটিইউসি ভুক্ত ছিলেন। কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় প্রায় দুই মাস যাবৎ কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ায় হয়েছে। এবার বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে আন্দোলনে নামল শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন। শুক্রবার চোপড়া ব্লক সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল হক শ্রমিকদের নিয়ে চোপড়া বিডিও অফিসে হাজির হন। আইনি জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত কারখানা খোলার জন্য লিখিত দাবি চোপড়া বিডিও কাছে করেন। বিডিও মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসককে পাঠানো হয়েছে বলে ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানিয়েছেন।এই কারখানা বন্ধ হলে তিন শ্রমিকের প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য হবে। কারখানার মালিকদের কাছে কারখানা খোলার দাবি জানানো হয়েছে।

# ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জানুয়ারি ঃ বাইকের পিছনের আসন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। বৃহস্পতিবার নওদা থানার আমতলা এলাকায় ঘটনা। রাতেই আহত ওই মহিলাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতার নাম মিতালি মণ্ডল। ৩৮ বছরের ওই মহিলার বাড়ি নওদা থানার সর্বাঙ্গপুরে। পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার মায়ের উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মিতালির নাবালক পুত্র। রাত পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান না পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায় পরিবার। এর পর বৃহস্পতিবার দুপুরে ভাই দেবাশিস মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে নওদা থানায় যান মিতালি। ছেলের নামে নিখোঁজ ডায়েরি করে আত্মীয়দের বাড়িতে কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখতে বেরিয়েছিলেন। আমতলা এলাকায় রাজ্য সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় খারাপ রাস্তার কারণে ঝাঁকুনি হয় বাইকে। মিতালি পিছনের আসন থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। মিতালির ভাই প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে বাইক নিয়ে এগিয়ে যান। পথচলতি কয়েকজন চিৎকার করে তাকে বাইক থামাতে বলেন। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল বলেন, 'মামার বাইকে চড়ে যাচ্ছিলেন। মামার কোনও দোষ ছিল না। রাস্তা খারাপের কারণে মা বাইকের পিছন থেকে পড়ে গিয়েছিল।" অন্যদিকে, নিখোঁজ ছেলেটিকে এখনও পাওয়া যায়নি।

# নদীয়াতেও শুরু হলো নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচী, ক্যাম্পে উপস্থিত জেলাশাসক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের পূর্ব ঘোষিত নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হয়েছে নবম তম দুয়ারে সরকার ক্যাম্প কর্মসূচী। এবারে এই নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা গেলো মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের জন্য বেকার যুবক- যুবতীরা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে করছেন নাম নথিভুক্ত, আর বেকারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আপ্লুত আবেদনকারীরাও। ২০২৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের। এবার নবম দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে নদীয়ার শান্তিপুরে চাহিদা বেড়েছে ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক জনমুখী প্রকল্প চালু করেন রাজ্যে। তার মধ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ২০২৩ সালে ঘোষণা করেছিলেন ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের। এবার সেই ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের পোর্টালের নাম তুলতে এদিন নদীয়ার কৃষ্ণ নগরের বিভিন্ন এলাকায় ও শান্তিপুরে বেকার যুবক-যুবতীদের চাহিদা বেড়েছে বলে জানান দুয়ারে সরকারে কর্তব্যরত পৌর আধিকারিকেরা। ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারকে পাশে পাবে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা। আগেই উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আর পড়াশোনার পরে রাজ্যের যুবক- যুবতীরা যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন সেজন্য 'ক্রেডিট কার্ড' চালু করছে রাজ্য সরকার। এই কার্ডের মাধ্যমে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে নিজের ব্যবসা চালু করতে পারবেন যুবক-যুবতীরা। এই প্রকল্পের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে আবেদনকারীরা জানাচ্ছেন পোটালে নাম তুলতে এসেছেন ঠিকই তবে ব্যাংকিং কিছু সমস্যা অর্থাৎ আইটি ফাইল চাইছে ব্যাংক সেগুলি যদি সরকার একটু আলোকপাত করে সেক্ষেত্রে তাদের খুব সুবিধা হয়। অপরদিকে পৌর আধিকারিকেরা জানান, ব্যাংক যেভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল চাইছে তাতে করে অনেক সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে উপভোক্তারা। এবং রাজ্য সরকার যেভাবে টাকা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে যেখান থেকে ব্যবসা করার আবেদন করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে দেওয়া হচ্ছে লোনের টাকা এতে করে আরও অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে গ্রাহকদের। এই ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি যদি সরকার একটু ভাবনা চিন্তা করে তাহলে বেকার যুবক- যুবতীরা তাদের কর্মসংস্থান আরও ভালোভাবে করতে পারবে। যদিও শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য এই প্রকল্প করেছে সেখানে অনেকটাই উপকৃত হবে বেকাররা। এবার নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে সেই ক্যাম্পে সাধারণ মানুষও আসছে এবং নিজেদের স্বাবলম্বী করতে করছেন আবেদনপত্র পূরণ। পাশাপাশি দিনভর কৃষ্ণনগরের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন স্বয়ং জেলা শাসকও। তিনও ক্যাম্পে এসে কাজের তদারকি করেন ও স্থানীয় মানুষদের সাথেও কথা বলেন।

# দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প পরিদর্শনে জামালপুরে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি ঃ নবম দুয়ারে সরকারের প্রথম দিনে জামালপুরে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের কৃষি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওঙ্কার সিং মীনা। জামালপুরে ১ পঞ্চায়েতের সেলিমাবাদ হাই স্কুল ও জোতশ্রীরাম পঞ্চায়েতের ফ্লাড শেল্টারে দুটি ক্যাম্প তিনি ঘুরে দেখেন। তার সাথে ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আইএএস আয়েশা রানী এ, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক রাম শংকর মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থসারথি দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খান, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী, উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল সহ অন্যান্যরা। ক্যাম্পে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষগুলি গিয়ে আধিকারিকদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি উপভোক্তাদের সাথেও কথা বলেন। এদিন ক্যাম্পে আসা বৃদ্ধ মানুষের পাশে বসে তার দলিল রেকর্ড করার ব্যবস্থা করে দেন প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের রাজ্যের একটি মানুষও যেন সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন সেটাই উদ্দেশ্য রাজ্য সরকারের। এদিন তিনি ব্লকের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে চাষের জমিও ঘুরে দেখেন এবং কৃষকদের সাথে কথা বলেন।

# অপরাজিতা বিল কে পরিণত করার দাবিতে কেশপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পদযাত্রা ও পথসভা

দুরন্ত বার্তা, কেশপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ অপরাজিতা বিল কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাশ করিয়ে আইনে পরিণত করার দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপুর ব্লকের শ্যামচন্দপুর এলাকায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পদযাত্রা ও পথসভা। পথসভা থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবী জানায় রাজ্য সরকার কর্তৃক মহিলাদের সুরক্ষার জন্য যে অপরাজিতা বিল আনা হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সরকার, পাশ করছে না। রাষ্ট্রপতি যাতে এতে শিলমোহর দিয়ে আইনে পরিণত করে, সেজন্য কেশপুর ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা দাবী জানাচ্ছি। পাশাপাশি এই রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত রয়েছে, কথা বলেন কেশপুরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। আগামী ২৫ শে জানুয়ারি কেশপুরের মুগবাসন এ আইএনটিটিইউসি র জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, সেই জনসভারও প্রস্তুতি বৈঠক হয়। রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়ন রূপে পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর তৃণমূল কংগ্রেস বলেও জানান কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরাই। কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা বলেন, ২৫ তারিখ আইনটিটিউসির জেলা সম্মেলনে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হবে। তিনি জানান, অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার চরম অসহযোগিতার সঙ্গে অপরাজিতা বিল আইনে পরিণত করতে দিতে চাইছে না। এই অপরাজিতা বিল নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি করেছে রাজ্য সরকার! যাতে দ্রুত এই বিল আইন এ পরিণত হয় সেজন্যই আমরা পথে নেমেছি। আগামী দিনে এই বিল যদি কেন্দ্রীয় সরকার আইনের পরিণত হতে না দেয়, তাহলে দলনেত্রীর নির্দেশে বৃহত্তর আন্দোলন করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

# অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ থার্মোকলের বাটি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ, আটক ১

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৪ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার দুপুরে গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশে শহরের ব্যস্ততম বড়বাজার এলাকায় নিষিদ্ধ থার্মোকলের বিরুদ্ধে একাধিক দোকানে অভিযান চালায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পাশাপাশি থার্মোকলের বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করতে শহরজুড়ে মাইকিং করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। পুলিশ সূত্রের খবর এদিন দুপুরে নবদ্বীপ থানার দুই আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে শহরের ব্যস্ততম বড়বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ থার্মোকলের বাটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। যার বাজার আনুমানিক মূল্য বেশ কয়েক হাজার টাকা বলে জানা যায়। ঘটনায় দোকান মালিক শান্তি পাল নামক ব্যবসায়ী পালিয়ে গেলেও এক দোকান কর্মীকে প্রাথমিকভাবে আটক করে পুলিশ। সূত্রের খবর এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের বড়বাজারের একাধিক দোকানে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে অন্যান্য দোকানগুলিতে নিষিদ্ধ থার্মোকল না পাওয়া গেলেও শান্তি পাল নামক এক ব্যবসায়ীর দোকানে প্রচুর পরিমাণে মজুদ করে রাখা নিষিদ্ধ থার্মোকল বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এই বিষয়ে নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি জানান, নিষিদ্ধ থার্মোকল ব্যবহার বন্ধে শহরজুড়ে মাইকিং ও পদযাত্রার মাধ্যমে নাগরিকদের সচেতন করার পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে। শুক্রবার বড় বাজারে অভিযান চালিয়ে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তিওয়ারী।

# রঙিন ফুলকপি চাষ করে তাক লাগালেন কোলাঘাটের প্রমথ মাজী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকে ফুল সবজি উৎপন্ন হয় ঠিকই, তবে রঙিন ফুলকপির চাষ করে তাক লাগিয়েছেন লাগিয়েছেন এই কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচক গ্রামের প্রমথ মাজী। প্রমথবাবু দীর্ঘদিন ধরেই নতুনত্ব চাষ করার প্রতি আগ্রহ ছিল। কখনো ক্যাপসিকাম, ব্রকলি, বিভিন্ন বিদেশি সবজি, চেরি টমেটো এরকম বিভিন্ন ধরনের নতুনত্ব চাষ করেছিলেন বেশ কয়েক বছর পূর্বে। তবে গত দু'বছর ধরে রঙিন ফুলকপি চাষ করে এলাকায় নজর কেড়েছেন বৃন্দাবনচক গ্রামের কৃষক বন্ধু প্রমথ মাজী। একদিকে তিনি সাধারণ ফুলকপি এবং ব্রকলি চাষ করেছেন আর ঠিক এরপাশে প্রায় তিন হাজার এই রঙিন ফুলকপি চাষ করেছেন। প্রমথবাবুর কথায়, সম্প্রতি কালে অতি বৃষ্টির ফলে বেশ কিছু চারা নষ্ট হয়। তারপরেও প্রায় আড়াই হাজার রঙিন ফুলকপি গাছ বাঁচাতে সক্ষম হন। প্রায় দিন ১৫ আগে থেকে ফলন উৎপন্ন হতে শুরু করেছে। হলুদ এবং বেগুনি রংয়ের ফুলকপি উৎপন্ন হচ্ছে। আর এই উৎপাদিত ফুলকপি স্থানীয় কোলাঘাট, খুকুরদহ ও পাঁশকুড়ার সবজি বাজারে বিক্রি করে থাকেন। প্রমথবাবুর কথায়, তিনি এই রঙিন ফুলকপির দাম রীতিমতোই ভালোই পেয়ে থাকেন । যখন সাধারণ ফুলকপির বাজার মূল্য পাঁচ থেকে দশ টাকার মধ্যে চলছে, ঠিক এই সময় এই রঙিন ফুলকপি বাজারে সহজেই ৪০ টাকা করে বিক্রি করেছেন প্রমথবাবু। এই রঙিন ফুলকপি স্বাদে ও গুনে যথেষ্টই কদর হয়েছে। তার কারণে এর বাজার মূল্য যথেষ্টই ভালো । প্রমথ বাবু জানান, আগামী বছর এই চাষের পরিমাণ আরও তিনি বৃদ্ধি করবেন। এই রঙিন ফুলকপি দেখবার জন্য ভিড় জমিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষসহ স্থানীয় কৃষকেরাও।

e- Tender invitation of Srinagar Gram Panchayat under Kakdwip Block, Nit no.**SNGP/NIT/-09(e) /2024 -25** dated 24/01/2025 Publishing & Last date of submission **07/02/2025 up to 2 PM** & Opening date **10/02/2025** in website.
**www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- Pradhan**
**Srinagar Gram Panchayat**

# প্রজাতন্ত্র দিবসে কড়া নজরদারি পুলিশের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ আগামী রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা পুলিশ ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। ওই দিন ১১৯ জন ইন্সপেক্টর, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার ৪৬ জন আধিকারিক সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় মোট দুই হাজার তিনশো জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও হোটেল, রেস্তোরা, মেট্রো স্টেশন ছাড়াও আলিপুর চিড়িয়াখানা, কলকাতা মিউজিয়াম, ধর্মতলা চত্বরে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেড রোডে এগারোটি ওয়াচ টাওয়ার বসানো হয়েছে। একই সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের জন্যে ওই দিন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে কুচকাওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হসপিটাল রোড, লাভারস রোড, গোষ্ঠ পাল সরনী, ডাফরিন রোড, আউট্রাম রোড বন্ধ থাকবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৫৫১-জিআরসি-সিই-সি-০১-০২-২০২৫, তারিখ ২৩.০১.২০২৫।**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/I/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** "রাঁচি ও হাটিয়া স্টেশন বাইপাসিং করে ওয়াই কানেকশন দ্বারা লোধমা-পিস্কার মধ্যে লিঙ্ক লাইনের জন্য বিবিধ কাজ - দঃপূঃ রেলওয়ের পিস্কা স্টেশন থেকে লোধমা স্টেশনের মধ্যে ও বালসিরিং স্টেশন প্রান্তে লুপ লাইন ও গুডস সাইডিং ইত্যাদির ওয়াই লেগে এস অ্যান্ড টি, বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য সম্পর্কিত কাজ সহ মাইনর ও মেজর ব্রিজ, পি. ওয়ে লিঙ্কিং কাজ, সঙ্গে ব্যালাস্ট সরবরাহ সমেত আর্থওয়ার্ক ইন ফর্মেশনের সম্পাদন, সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, ওআরএইচ, এসআরএইচ অফিস, প্ল্যাটফর্ম ও যাত্রী সুবিধা, অ্যাপ্রোচ রোড, স্লোপ প্রোটেকশন কাজের নির্মাণ।" **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৯৭.০০ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়-সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1055)**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

**NIeT No: MAD/ULB/JM/DEV/NIeT2/24-25 (1st Call)**, e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 11 Nos Construction of Black Top Road & C.C Road within Jangipur Municipality. **Tender ID: 2025_MAD_805736_1 to 11, Publish Date: 25/01/2025 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **25/01/2025 at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **06/02/2025 at 18:00 IST**. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Chairman**
**Jangipur Municipality**

**Office of the councilor**
**Dhuliyan Municipality**
**P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad**
**Notice Inviting E-Tender**

**Ref: 1.DHLYN/D_GRANT/12/2024-2025**
**DHLYN/D_GRANT/13/2024-2025**
**DHLYN/Traffic/14/2024-2025**

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **18.01.2025 at 18.00 PM.** For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

**Sd/- Chairman/EO**
**Dhuliyan Municipality**

**ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED**
**CIN : L67100WB1986PLC040201**
**Regd. Office :** 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069(W.B)
Tele Fax.(033)22430376, Email.: ashirwadssteels@gmail.com
Web Site : www.ashirwadsteels.com

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31/12/2024**

(Rupees in Lakhs)

| Sl No. | Particulars | 3 Months ended 31.12.2024 (Unaudited) | Corresponding 3 months ended 31.12.2023 in the previous year (Unaudited) | 9 Months ended 31.12.2024 (Unaudited) | Corresponding 9 months ended 31.12.2023 in the previous year (Unaudited) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Total Income from operations | 93.33 | 103.62 | 292.89 | 276.04 |
| 2) | Net Profit for the period (before tax and exceptional items) | 68.29 | 74.03 | 215.90 | 185.28 |
| 3) | Net Profit for the period before tax (after exceptional items) | 68.29 | 74.03 | 215.90 | 185.28 |
| 4) | Net Profit for the period after tax (after exceptional items) | 47.45 | 56.61 | 158.15 | 135.67 |
| 5) | Total Comprehensive I ncome for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 33.51 | 60.66 | 155.99 | 154.62 |
| 6) | Equity Share Capital | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |
| 7) | Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised for quarterly figures): | | | | |
| | a) Basic ₹ | 0.38 | 0.45 | 1.27 | 1.09 |
| | b) Diluted ₹ | 0.38 | 0.45 | 1.27 | 1.09 |

**Notes :**
1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements )Regulations, 2015.
2) The full format of Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31st, 2024 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Indian Accounting Standards) Rules , 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2016.
4) The figures of previous periods have been re-grouped whereever necessary to
5) The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and adopted by the Board of Directors at their respective meetings held on January, 24 2025

**For and Behalf of Ashirwad Steels & Industries ltd.**
**Sd/-**
**Dalbir Chhibbar**
**Managing Director**
**DIN: 00550703**

**Place : Kolkata**
**Date : 24.01.2025**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Exe. Engr. (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
**(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/717 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of road at different places of Ramesh Mitra Road, Lake Road and Lake View Road under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,96,888.56** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 10,000.00.**
**(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/718 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of road at different places of Justice Dwarka Nath and Hindustan Road under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,94,876.27** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 9,900.00.**
**(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/719 (1st Call)** Name of the Work: **Restoration of Trenches dug by Water Supply Department at different spots on R. B. Avenue, S.P.M. Road, Ballygunge Circular Road etc. under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,97,836.60** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 10,000.00.**
**(4) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/720 (1st Call)** Name of the Work: **Restoration of Trenches dug by Water Supply Department at different spots on Tollygunge Road, Cornfield Road, Ekdalia Road etc. under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,94,036.94** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **180 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last Date and time of submission of Bid: **11.02.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4) The bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 (12 Noon)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **D.G. (S&D), KMC** invites e-tender online percentage/item rate two bid system for following works:
**(1) NIT No.: KMC/(S_D)/XIII/24-25/08** Name of the Work: **Repairs to broken/damaged MH and Gullypits at different locations under Br.-XIII.** Estimated cost: **₹ 3,70,137.74.** Earnest Money: **₹ 7,500.00.** Period of Completion: **100 days.** Bid submission start date and time (online): **28.01.2025 at 3 p.m.** Last date and time of submission of Bid (online): **05.02.2025 at 3 p.m.** Date and time of opening of Technical Bid: **07.02.2025 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2025 at 3 p.m.** in the website **https://wbtenders.gov.in**
**(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-22/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Thorough maintenance including replacement of defective components including allied works of 3 nos. 2 (two) Ton, 2 nos. 3 (three) Ton and 1 no. 5 (five) Ton capacity Chain Pulley block at BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.02.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
**(3) NIT No.: KMC/GRBU/T44/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Complete servicing and overhauling of 11 kV 1250A Schneider make incomer VCB for Transformer no. 3 at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 9,100.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.02.2025 upto 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Dy. C.E. (SWM-II), KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for following works:
**(1) NIT No.: SWM-II/DH/10/2024-25** **Tender Id: 2025_KMC_806024_1.** Name of the work: **Procurement of spare parts for movable compactor vehicles (TATA 1613, BS-III) of Dhapa Garage/ SWM-II.** Estimated Amount: **₹ 1,97,313.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
**(2) NIT No.: SWM-II/DH/10/2024-25** **Tender Id: 2025_KMC_806024_2, Tender Title: SWM-II/DH/20/2024-25.** Name of the work: **Procurement of spare parts for the Tipper truck (TATA-1613, BS-IV) under Dhapa Garage/ SWM-II.** Estimated Amount: **₹ 1,97,531.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
**(3) NIT No.: SWM-II/DH/10/2024-25** **Tender Id: 2025_KMC_806024_3, Tender Title: SWM-II/DH/23/2024-25.** Name of the work: **Procurement of side brush for mechanical sweeper (TATA 1109 H EX-2, BS-IV) of Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated Amount: **₹ 1,93,284.00.** Earnest Money: **₹ 3,900.00.** Period of Completion: **5 days.**
**(4) NIT No.: SWM-II/DH/10/2024-25** **Tender Id: 2025_KMC_806024_4, Tender Title: SWM-II/DH/28/2024-25.** Name of the work: **Procurement of miscellaneous items for Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated Amount: **₹ 1,96,523.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **01.02.2025 upto 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **24.01.2025 (1 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The websites **https://etender. wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4).
**(5) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/56-R (2nd Call)** Name of the work: **New electrical installation of Bohd charging garage Ward No. 73 & 76, Ward Office at Ward No.-76 in Br.-IX area under SWM Deptt., KMC.** Estimated Amount: **₹ 4,93,312.28.** Earnest Money: **₹ 9,900.00.** Period of Completion: **30 days.**
**(6) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/65-R (2nd Call)** Name of the work: **New electrical installation of a Bohd charging system and replacement of electrical items at Ward Office at Ward No.-119 in Br.-XIII under SWM Deptt., KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,02,448.84.** Earnest Money: **₹ 4,100.00.** Period of Completion: **14 days.**
**(7) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/61-R (2nd Call)** Name of the work: **Repairing & replacement of Glow Sign Board and replacement of other electrical items at different compactor Stations from Br.-X - XVI under SWM Deptt.** Estimated Amount: **₹ 2,97,944.95.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
**(8) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/52-R (2nd Call)** Name of the work: **Replacement of damaged plug socket for Bohd charging with industrial socket in Br-VIII-XVI area under SWM Deptt., KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,85,888.58.** Earnest Money: **₹ 5,800.00.** Period of Completion: **240 days.** Last date and time of submission of Bid: **01.02.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 5 to 8). The bid forms and other details are available on and from **25.01.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 5 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 5 to 8).
**(1286/24-25)**

## চাষবাস

# মৃদু শীত, উষ্ণ আবহাওয়া, যা আমের মুকুল গজানোর ক্ষেত্রে অনুকূল

কুয়াশার ফাঁকে ঝলমলে রোদ, উঁকি দিচ্ছে উষ্ণতা। এই মরশুমে এবার আমের মুকুল গজানোর ক্ষেত্রে এমনই অনুকূল আবহাওয়া পেল মালদহ। কিন্তু তাতেই তৈরি হয়েছে সংশয়। অন্তত এক মাস আগেই গাছে গাছে গজাচ্ছে আমের মুকুল! এখানেই আম চাষিদের প্রশ্ন, এই মুকুল টিকবে তো? মালদহে এবার সেভাবে ঘনকুয়াশার দেখা মেলেনি। তেমন মেঘলা ছিল না আকাশ। কনকনে ঠান্ডার বদলে ঝলমলে রোদ। মৃদু শীত, উষ্ণ আবহাওয়া। যা আমের মুকুল গজানোর ক্ষেত্রে অনুকূল। বলছেন উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিকরাও। এবার জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়েই মুকুল গজাতে শুরু করেছে আমের জেলার আমবাগানে। না, অকাল মুকুল নয়। তবে এক মাস আগেই আমগাছে মুকুল দেখা যাচ্ছে। আর এতেই আশা-নিরাশার টানাপোড়েন শুরু হয়েছে আমের জেলা মালদহে। কেউ বলছেন, এই মুকুল টিকবে না। এতে অনেক চাষিই হতাশ। তবে জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য কথা। তাঁদের মতে, দুঃশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পরিচর্যা করলেই আমের ফলন ভালো হবে। গাছে আগাম মুকুল চলে আসায় চাষি থেকে বিশেষজ্ঞ, সবাই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাকেই দায়ী করছেন। তাঁরা জানান, শীত জাঁকিয়ে পড়েনি সেভাবে, কিন্তু উষ্ণ আবহাওয়াই এবার মুকুল গজাতে সহায়তা করছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই মুকুলে ভরে যেতে পারে আমবাগান। আমগাছে আগাম মুকুল দেখে আশায় বুক বাঁধার কথা আমচাষিদের। কিন্তু অগ্রিম গজানো মুকুল টিকবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন চাষিরা। মালদহের জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক অবশ্য আমচাষিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ''সঠিক পরিচর্যা করলে অগ্রিম ফোটা মুকুলেও ভালো আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে সমস্ত গাছে আমের মুকুল ফুটতে শুরু করেছে সেগুলিকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে কীটনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছেন জেলার উদ্যান পালন দপ্তরের কর্তারা। মকুল দেখে সাধারণ মানুষ ভাবছেন, ফলন ভালো হতে পারে। চাষিরা অবশ্য শঙ্কিত। ইংলিশবাজারের কমলাবাড়ি এলাকার এক আমচাষি মহাদেব ঘোষ বলেন, ''এবার আম গাছে খুব আগেই মুকুল গজিয়ে গিয়েছে। আবহাওয়ার জন্য এটা কোনও কোনও বছর হয়ে থাকে। কিন্তু ভয় হচ্ছে, এই আগাম মুকুল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তো? রতুয়ার বাহারাল এলাকার আমচাষি মরতুজ আলি বলেন, ''এখন বৃষ্টি না হলে এই মুকুল রক্ষা করা যাবে না। তাই মুকুলে কীটনাশক ও জল স্প্রে করতে হবে। মালদহের জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমের মুকুল ফোটার অনুকূল আবহাওয়া। তবে চলতি মরশুমে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই গাছগুলিতে আগাম মুকুল ফুটতে শুরু করেছে। শীত থাকলেও এখন তাপমাত্রা একটু বেশি। যা আমের মুকুল ফোটার পক্ষে অনুকূল। উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, অতিরিক্ত গুটি ঝরে না পড়লে আমের আকার ছোট হয়। আমের গুণগত মান ও ফলন কমে যায়। প্রতিটি মুকুলে একটি করে গুটি থাকলেই আমের ব্যাপক ফলন হবে। এনিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। আমবাগানের মাটিতে রসের অভাব হলেও আমের গুটি ঝরে যায়। এজন্য গাছের চারপাশে নিয়মিত জল দিতে হবে। বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর জল দিলেই সমস্যা থাকবে না। আম বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আগাছামুক্ত ও খোলামেলা অবস্থায় রাখতে হবে। মালদহে এই মরশুমে ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হচ্ছে। আম চাষের জমির পরিধি ক্রমশ বাড়ছে।

## মারাত্মক সব নির্ভুল আঘাতে একের পর এক জিনিস কেটে যাচ্ছেন তিনি

রহস্যময় এক চরিত্র, মারাত্মক সব নির্ভুল আঘাতে একের পর এক জিনিস কেটে যাচ্ছেন তিনি। অথচ তাঁর হাতে কোনো ধারালো অস্ত্র নেই। আছে শুধু এক বাক্স তাস। নিশ্চয়ই ভাবছেন, এটা কোনো সিনেমার দৃশ্য কিংবা কোনো লেখকের কল্পকাহিনি। তবে জেনে রাখুন, এটা এখন আর শুধুই কল্পনার দৃশ্য নয়। এখন বাস্তবে এসব সম্ভব। কল্পনার এই দৃশ্যকে বাস্তব করে দেখিয়েছেন চীনের জাং ইয়াজউ।

তবে অনলাইনে তিনি 'নেংলিয়াংজুন' নামে বেশি পরিচিত। সাধারণ তাস ছুড়ে শসা দ্বিখণ্ডিত করা এবং ম্যাচের কাঠিতে আগুন জ্বালাতে তিনি দারুণ দক্ষ। নিজের এই অনন্য দক্ষতার কারণে জাং ইয়াজউ এখন দুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের মালিক। রেকর্ড দুটি হচ্ছে এক মিনিটে একটি একটি করে তাস ছুড়ে সবচেয়ে বেশি শসা কেটে ফেলা এবং এক মিনিটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচের কাঠি জ্বালানো। চীনের হেনান প্রদেশের ছোট্ট একটি গ্রামে বেড়ে উঠেছেন জাং। গুলতি ছুড়ে, পানিতে পাথর ছুড়ে আর খেলনা তির ছুড়ে ছুড়ে তিনি বড় হয়েছেন। শৈশবে এসবই ছিল তাঁর খেলা।

# ২৪ কোটি শিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত

চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার প্রভাবে গত বছর (২০২৪ সাল) ৮৫টি দেশে স্কুলগামী প্রায় ২৪ কোটি ২০ লাখ শিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে। এ সংখ্যা দেশগুলোর স্কুলশিক্ষার্থীদের প্রতি সাতজনে প্রায় একজন। আর ক্ষতির শিকার হওয়া। আগামী বছরগুলোতে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। সংস্থাটি বলেছে, বিশ্বজুড়ে জলবায়ু সংকটের এটি (স্কুলশিশুদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটা) উপেক্ষিত বিষয়গুলোর একটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার যে বিষয়গুলো স্কুল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, তা হলো তাপপ্রবাহ। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিন রাসেল সতর্ক করে বলেন, চরম আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 'অধিকতর ঝুঁকিতে' আছে শিশুরা। এক বিবৃতিতে ক্যাথেরিন বলেন, 'শিশুদের শরীর বয়স্কদের তুলনায় দ্রুত উষ্ণ হয় ও ধীরগতিতে ঠান্ডা হয়।' ইউনিসেফের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'যেসব শ্রেণিকক্ষে প্রচণ্ড গরমে কোনো স্বস্তির ব্যবস্থা নেই, সেখানে শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। আবার যদি স্কুলে আসাযাওয়ার রাস্তা ডুবে যায় বা জলেতে স্কুল প্লাবিত হয়ে, তাতেও তারা ক্লাসে যেতে পারে না।'বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দশকের পর দশক জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারসহ মানুষের নানা রকম কর্মকাণ্ড এই পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলেছে ও আবহাওয়ার রূপ বদলে দিয়েছে। গত বছর বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে প্রথমবারের মতো এটি সাময়িকভাবে হলেও ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে। আবহাওয়ার এ অবস্থায় বর্ষা মৌসুমে আগের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত ও গ্রীষ্মকালে বেশি শুষ্কতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা ছাড়া বাড়ছে তাপপ্রবাহ ও ঝড়। ফলে লোকজন আরও বেশি দুর্যোগের ঝুঁকিতে পড়ছে। ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে গত বছর ২৪ কোটির বেশি স্কুলশিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত হওয়ার যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, সেটি একটি রক্ষণশীল অনুমান। কেননা, এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রাপ্তিতে ঘাটতি ছিল। সহজলভ্য যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, চরম আবহাওয়ার প্রভাবে ২০২৪ সালে দেশগুলোতে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময় ক্লাস স্থগিত রাখতে হয়, ছুটি বাড়াতে হয়, স্কুল খোলা বিলম্বিত হয়, পাঠদানের সূচি বদলায়, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে স্কুলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়। প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে, কলম্বিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনসে শুধু এপ্রিল মাসেই ১১ কোটি ৮০ লাখ শিশুসহ ওই বছর অন্তত ১৭ কোটি ১০ লাখ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে ফিলিপাইনসে শিশুদের হাইপারথার্মিয়ায় (শরীরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা, যা জ্বর বা হিটস্ট্রোকের মতো অসুস্থতা কারণ হতে পারে) আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার বাইরে থাকা হাজারো স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

**তাপমাত্রার সঙ্গে বেড়েছে ঝুঁকিও**

অনেক দেশে স্কুলবর্ষ শুরুর মাস সেপ্টেম্বরও চরম আবহাওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় গত বছর। ওই মাসে ১৮টি দেশের স্কুলগুলোয় পাঠদান স্থগিত রাখা হয়। বিশেষত এর কারণ ছিল, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট টাইফুন ইয়াগির তাণ্ডব। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কারণে শিশুদের পড়াশোনা সবচেয়ে বেশি বিঘ্নিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। এর শিকার হয়েছে ১২ কোটি ৮০ লাখ শিশু। সবচেয়ে বেশি ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশু ক্ষতির মুখে পড়ে ভারতে। কারণ ছিল তাপপ্রবাহ। ক্ষতিতে পড়ে ৩ কোটি ৫০ লাখ শিশু। কারণ ছিল একই। ইউনিসেফ বলছে, তাপমাত্রা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকায় সামনের বছরগুলোয় ক্ষতির মুখে পড়া শিশুর সংখ্যা সম্ভবত বাড়বে। সংস্থাটি আরও বলছে, জলবায়ু ও পরিবেশগত ক্ষতির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে বাস করে প্রায় ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) শিশু, যা বিশ্বের মোট শিশুর অর্ধেক। ইউনিসেফের অনুমান, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু সংকটের পেছনে দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বর্তমান হারে অব্যাহত থাকলে ২০০০ সালের তুলনায় ৮ গুণ শিশু ২০৫০ সালে তাপপ্রবাহের শিকার হবে। এ ছাড়া একই সময় ব্যাপক বন্যার ক্ষতিতে পড়তে পারে ৩ গুণের বেশি শিশু ও দাবানলের প্রভাবে পড়তে পারে ১.৭ গুণ বেশি শিশু। ইউনিসেফের আশঙ্কা, চরম আবহাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাবের শিকার হওয়ার বাইরেও কিছু শিশু, বিশেষ করে মেয়েশিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিতে পড়তে পারে। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী শিশুদের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ তাদের ১০ বছর বয়সে এসেও ঠিকমতো পড়া পড়তে পারে না। ইউনিসেফ বলছে, 'জলবায়ুজনিত ঝুঁকি এ বাস্তবতাকে বাড়িয়ে তুলছে।' ক্যাথেরিন রাসেল বলেন, যেসব সেবা প্রায়ই জলবায়ুজনিত ঝুঁকির শিকার হচ্ছে, শিক্ষা সেসবের অন্যতম।

তিনি সতর্ক করে বলেন, 'নীতিসংক্রান্ত আলোচনায় বিষয়টি প্রায় সময় উপেক্ষিত থাকছে। অবশ্যই জলবায়ুসংক্রান্ত সব পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের সম্মুখভাগে শিশুদের ভবিষ্যতের বিষয়কে নিয়ে আসতে হবে।' শ্রেণিকক্ষগুলো যাতে আরও বেশি জলবায়ুজনিত ক্ষতিপ্রতিরোধী হিসেবে তৈরি করা যায়, সে লক্ষ্যে এ খাতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছে ইউনিসেফ।

## খাঁচা পরা অবস্থায় স্ট্র দিয়ে জল পান করছেন ইব্রাহিম ইউসেল

যেকোনো কিছুতেই আসক্তি ভালো নয়। এর মধ্যে ধূমপানে আসক্তিকে বেশ খারাপই বলা চলে। অনেকে শারীরিক নানা জটিলতা বা চিকিৎসকের পরামর্শে ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু চাইলেই কি আর ছাড়া যায়। এক অর্থে ধূমপান ত্যাগ সবচেয়ে কঠিন কাজ। এ জন্য দরকার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও ত্যাগের মানসিকতা। অনেক চেষ্টা-তদবির করার পরও খুব কমসংখ্যক মানুষই ধূমপানের আসক্তি সফলভাবে ত্যাগ করতে পারেন। এ রকমই এক ব্যক্তি হচ্ছেন তুরস্কের ইব্রাহিম ইউসেল। প্রায় ১১ বছর আগে ধূমপান ত্যাগের চেষ্টা করতে গিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন তিনি। তখন টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ব্যাপক মাতামাতি শুরু হয়। কারণ, ধূমপান ত্যাগ করতে তিনি অভিনব এক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাথায় কায়দা করে তিনি খাঁচা পরেছিলেন। তুর্কি এই ব্যক্তি ধূমপান ত্যাগ করতে হেলমেটের মতো ধাতব খাঁচা বানিয়ে নিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে তুরস্কের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলোতে বলা হয়েছিল, ২৬ বছর ধরে ইব্রাহিম ধূমপান করছিলেন। প্রতিদিন তাঁর দুই প্যাকেট সিগারেট লাগত। তিনি বেশ কয়েক দফায় ধূমপান ত্যাগ করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিবছরই তিনি তিন সন্তানের জন্মদিন এবং নিজের বিবাহবার্ষিকীতে পরিবারকে ধূমপান ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু কয়েক দিন পর আবার ধূমপান শুরু করতেন। মাথায় খাঁচা পরিহিত ইব্রাহিমের নানা ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি-ভিডিওতে তাঁর স্ত্রীকে খাঁচা লাগিয়ে দিতে বা খুলতে দেখা গেছে। তবে এই ব্যক্তি ধূমপান ত্যাগ করতে পেরেছেন কি না, তার অকাট্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইব্রাহিম ইউসেল নামের এই তুর্কি ভদ্রলোক ১৩ বছর আগে যখন ধূমপান ছাড়তে মাথায় এই খাঁচা পরা শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪২ বছর। তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর কাছে ওই খাঁচার চাবি রয়েছে। কেবল খাবারের সময় তিনি খাঁচার তালা খুলে দেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ধূমপানের কারণে প্রতিবছর ৮০ লাখ মানুষ মারা যায়। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে ধূমপানের কারণে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। তামাক কোম্পানিগুলো এসব দেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ এবং তামাক বাজারজাত করে থাকে। যাঁরা ধূমপান করেন না, তামাক তাঁদের জন্যও ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেউ ধূমপান করার সময় তাঁর আশপাশে থাকা মানুষের ওপরও ধূমপানের খারাপ প্রভাব পড়ে থাকে। এতে বছরে সারা বিশ্বে বছরে ১২ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। বিশ্বের মোট শিশুর অর্ধেক বাতাসে তামাকের দূষিত ধোঁয়ার নিশ্বাস নিয়ে থাকে। এভাবে প্রতিবছর ধূমপানের ধোঁয়ায় ক্ষতির শিকার ৬৫ হাজার শিশু মারা যায়। গর্ভবতী নারীরা ধূমপান করলে গর্ভের শিশুর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়ে থাকে।

# আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশনের মাননীয় সাংসদদের সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের পর্যালোচনা বৈঠক

মালিগাঁও, ২৪ জানুয়ারিঃ ২০২৫ তারিখে শিলিগুড়িতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশনের সংসদীয় নির্বাচনী এলাকাগুলিতে পরিষেবা প্রদানকারী মাননীয় সাংসদদের সাথে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম ও সিকিমের সাংসদরা এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সাংসদদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় লোকসভার সাংসদ শ্রী তারিক আনোয়ার (কাটিহার), শ্রী রাজেশ রঞ্জন (পুর্নিয়া), শ্রী প্রদীপ কুমার সিং (আরারিয়া), ডা. জয়ন্ত কুমার রায় (জলপাইগুড়ি) রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ শ্রী দর্জি শেরিং লেপচা (সিকিম) এবং শ্রী নগেন্দ্র রায় (পশ্চিমবঙ্গ) লোকসভার মাননীয় সাংসদমহম্মদ রকিবুল হুসেন (ধুবড়ি), শ্রী মনোজ টিগ্গা (আলিপুরদুয়ার), শ্রী কার্তিক চন্দ্র পাল (রায়গঞ্জ) ও শ্রী জয়ন্ত বসুমতারি (কোকরাঝাড়)। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার, কাটিহার ডিভিশন এবং মুখ্য কার্যালয় থেকে সিনিয়র রেলওয়ে আধিকারিকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার সাংসদদের স্বাগতম জানিয়ে আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশনের অঞ্চলগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন লাইন ও জরিপ সম্পর্কিত কাজের বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেন। পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধাগুলির আরও উন্নয়নের জন্য জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ধরনের পরামর্শ ও মতামতগুলিকে স্বাগতম জানানো হয়। জেনারেল ম্যানেজার মাননীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অঞ্চলটির ভক্তদের জন্য চালানো অসংখ্য উৎসব স্পেশাল ট্রেন সম্পর্কে অবগত করেন। এছাড়াও তিনি উপস্থিত মাননীয় সাংসদদের ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম সম্পর্কেও অবগত করেন, যা ইতিমধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাকের কাছাকাছি চলে আসা বহু হাতির জীবন রেলের ধাক্কা থেকে সফলভাবে রক্ষা করেছে। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' লক্ষ্যের অংশ হিসেবে নগদহীন লেনদেন সক্রিয় করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারগুলিতে কিউআর কোড মেশিন চালু করা সম্পর্কেও জিএম অবগত করেন। এছাড়া সাংসদদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে চলমান বৈদ্যুতিকীকরণ, দ্বৈতকরণ ও নতুন লাইন প্রকল্পগুলির বর্তমান স্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়। এই অঞ্চলে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনের পুনর্বিকাশ সম্পর্কেও জেনারেল ম্যানেজার মন্তব্য করেন। সমস্ত মাননীয় সাংসদ উচ্চস্তরীয় রেল আধিকারিকদের সাথে এক ফলপ্রসু আলোচনা সম্পন্ন করেন। সাংসদরা রেলওয়ে সংযোগের সম্প্রসারণ, যাত্রী সুযোগ-সুবিধা ও স্টেশন ইত্যাদির উন্নয়নের পরামর্শ দেন। জেনারেল ম্যানেজারও বলেন যে মাননীয় সাংসদদের কাছ থেকে নতুন পরিষেবাস্টপেজ চালু করা সম্পর্কে প্রাপ্ত অনুরোধগুলি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হবে। জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে প্রস্তাবগুলি প্রস্তুত করার সময় মাননীয় সদস্যদের প্রদত্ত পরামর্শ ও মতামতগুলি সর্বোচ্চ গুরত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হবে। এই বৈঠকের আলোচনা এই অঞ্চলের জনগণের জন্য রেলওয়ের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে রেলওয়েকে অত্যন্ত সাহায্য করবে।

## উদ্বোধন হয়ে গেল ২২ তম সিঙ্গুর মেলার

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ২৪ জানুয়ারিঃ শীত মানেই বাঙালির কাছে উৎসব , আর এই শীতের দিনগুলোকে উপভোগ করাতে সিঙ্গুর বাসীর জন্য উদ্বোধন হয়ে গেল সিঙ্গুর মেলা ২০২৫, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শান্তির প্রতীক পায়রা কে উড়িয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, এই মেলায় এ বছর ২২ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে, রয়েছে প্রায় ২০০র বেশি স্টল যাতে পাওয়া যাবে মহিলাদের সাজার জিনিস থেকে শুরু করে, সংসারে যাবতীয় জিনিসপত্র, ভোজন রসিক বাঙ্গালীদের মন ভরানোর জন্য হয়েছে বিশেষ বিশেষ ধরনের খাবার, কথায় রয়েছে না, যা পাওয়া যায় না দোকানে তা পাওয়া যায় মেলায় , তাই মানুষের উপচে পড়া ভিড় এসে পড়ে সমস্ত মেলায়, আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা করবী মান্না, প্রখ্যাত ফুটবলার তথা হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, আরামবাগে সাংসদ মিতালী বাগ, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বাংলা সিরিয়ালের মিঠাই, সহ একাধিক গুণীজন ব্যক্তি বর্গরা, আগামী কয়েক দিন এই মেলায় কয়েক লাখ দর্শকের উপচে পড়া লক্ষ্য করা যাবে, পাশাপাশি প্রতিদিনই সন্ধ্যায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই মেলার স্বয়নিকা উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## মেরু ভালুক সেজে দৌড়াচ্ছেন গিল পুন্ট

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৫৬ বছর বয়সে মারা গেছেন বাবা। বাবার অকালমৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করে ম্যারাথন দৌড়ান গিল পুন্ট। বিভিন্ন দেশে ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়ে ক্যানসার গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন তিনি। নরওয়েতে এমন একটি ম্যারাথনে অংশ নিয়ে যুক্তরাজ্যের এই নারী গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন। যদিও ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়ে রেকর্ড গড়া তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও তিনি একাধিক রেকর্ডের মালিক হয়েছেন। এসেক্সের বাসিন্দা ৫৪ বছর বয়সী পুন্ট পেশায় একজন স্কুলশিক্ষক। এ মাসের শুরুতে তিনি নরওয়ের পোলারনাইট ম্যারাথনে অংশ নেন। নরওয়ের ট্রমসা শহরে এই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের বরফ জমা ঠান্ডার (মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রায়) মধ্যে অন্ধকার পাহাড়ি পথে দৌড়াতে হয়। যদিও এবার পুন্টের নাম নতুন করে গিনেস রেকর্ডস বইয়ে লিখতে হয়েছে একেবারে ভিন্ন একটি কারণে।


**Name Change**

I, Suchandra Talukder W/o Dilip Talukdar Residing at Vill - Chikan Para Paschim, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - 24 Pgs (N), Pin- 743287 West Bengal India shall henceforth be known as Suchandra Talukdar. I declare that Suchandra Talukdar and Suchandra Talukder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-01-2025.

**Name Change**

I, Haripada Talukdar S/o Indrabhusan Talukder Residing at Vill - Chikan Para Paschim, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - 24 Pgs(N), Pin- 743287 West Bengal India shall henceforth be known as Haripada Talukder. I declare that Haripada Talukdar and Haripada Talukder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-01-2025.

**Name Change**

I, Aparna Das W/o Pinaki Das Residing at 17/7, U K Dutta Road, Dum Dum Cantonment, P.o+P.s - Dum Dum, District - 24 Pgs (N), Pin- 700028 West Bengal India shall henceforth be known as Aparna Mondal Das. I declare that Aparna Mondal Das and Aparna Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-01-2025.

**Name Change**

I, Priyanka Bhowmick W/o Soumojit Bhowmick Residing at 60/67, B.T Road, Kolkata - 700002 West Bengal India shall henceforth be known as Priyanka Singh. I declare that Priyanka Bhowmick and Priyanka Singh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 24-01-2025

**Name Change**

I, RAKIB HASSAN MOLLA (Old Name) S/O MD ABDULLAH MOLLA Residing at Jalkhura (South), Halder Para, P.O.& P.S.- Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD RAKIB HASSAN MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 24-01-2025. RAKIB HASSAN MOLLA (Old Name) and MD RAKIB HASSAN MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Elizabeth Cynthia Stephen Maiti (Old Name) W/o Tathagata Maiti Residing at 27 D, Baburam Ghosh Road, Vtc+P.o - Regent Park, Kolkata - 700040 India shall henceforth be known as Elizabeth Maiti (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-01-2025. Elizabeth Cynthia Stephen Maiti (Old Name) and Elizabeth Maiti (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SREEBASH DAS (Old Name) S/O GOPAL DAS Residing at Pattabuka Natagram, P.S.-Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743249, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHRIBAS DAS (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 24-01-2025. SREEBASH DAS (Old Name) and SHRIBAS DAS (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, K M Shama Perveen (Old Name) W/o Mohammad Salman Residing at 3rd Floor, Flat no - 301, Block-B, 263/1, G.T Road (South), Vtc - Haora (M.Corp), P.o - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102 India shall henceforth be known as Shama Parveen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 80/2025 Dated 24-01-2025. K M Shama Perveen (Old Name) and Shama Parveen (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

SK SARWAR HOSSAIN(old name) son of SHAIKH ABUL RASHID , Adress-35/A, EKBAL PORE LANE, KHIDDER-PORE,P. S.- KHIDDERPORE KOLKATA-700023 ,West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHEIKH SARWAR HOSSAIN (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 24/01/2025. SK SARWAR HOSSAIN(old name) and SHEIKH SARWAR HOSSAIN (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Attap Ali Mondal (Old Name) S/o Achhir Uddin Mondal Residing at Bhulot, Bhulat, Asharu, District - 24 Pgs(N), Pin - 743251 India shall henceforth be known as Attap Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-01-2025. Attap Ali Mondal (Old Name) and Attap Mondal (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MANOJ KUMAR SINGH S/O Late Uma Sankar Singh resident of 62/1, Hidaram Banerjee Lane, Bowbazar, Kolkata-700012 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MANOJ KUMAR SINGH instead of MANOJ SINGH which is wrongly recorded in my daughter Sakchi Singh's Birth Certificate (No. 159127), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate(1st Class) at Kolkata on 15/01/2025. MANOJ KUMAR SINGH and MANOJ SINGH both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Nasima Bibi (Old Name) D/o Sk Najammal Hossain Residing at Bathanberia, Vtc - Bathan Berya, P.o - Kolaghat, District - Purba Medinipur, Pin - 721134 India shall henceforth be known as Nasima Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 81/2025 Dated 24-01-2025. Nasima Bibi (Old Name) and Nasima Begam (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Moumita Chandra @ Moumita Guha (Chandra) D/O- Lakshmi Narayan Chandra resident of Kalitala Memari, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'MOUMITA GUHA' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 24/01/2025. That Moumita Chandra, Moumita Guha (Chandra) and Moumita Guha all are same and one identical person.

**Name Change**

I, Nur Nabi Molla (Old Name) S/o Late Chanda Ali Molla (Old Name) Residing at Vill - Naoda, Po - Madiahat, Ps - Gopalnagar, District- 24 Pgs(N), Pin- 743262 West Bengal shall henceforth be known as Nurnabi Molla (New Name) S/o Late Chand Ali Molla (New Name) as declared before the Ld. Addl Chief Judicial Magistrate (1st Class) at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit no 862 Dated 22-01-2025.Nur Nabi Molla (Old Name) S/o Late Chanda Ali Molla (Old Name) and Nurnabi Molla (New Name) S/o Late Chand Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Pradip Kumar Samanta S/O- Gopeswar Samanta resident of Kuljora Uttarpara, P.O.- Karanda, P.S.- Manteswar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, have changed my name and shall henceforth be known as 'PRADIP SAMANTA' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 24/01/2025. That Pradip Kumar Samanta and Pradip Samanta both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MOHAMMAD FARUK AKHTAR (Old Name) S/o- AHAMMAD HOSSAIN, Residing at, Vill- Nazirpur, Post- Sujapur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD FARUK AKHTAR To MD FARUK AKHTAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD FARUK AKHTAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Jan 2025, MD FARUK AKHTAR and MOHAMMAD FARUK AKHTAR both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, RAMJAN ALI MONDAL (Old Name) S/o- HAMEJ UDDIN MONDAL, Residing at, Vill- Natun Nawpara, Post- Nowpara, Ps- Krishnagar, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAMJAN ALI MONDAL To RAMJAN MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAMJAN MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Jan 2025, RAMJAN MONDAL and RAMJAN ALI MONDAL both are Same and one identical person.

**BHAKTA BALA SANSKRIT COLLEGE**

(Affiliated to Central Sanskrit University, New Delhi, Govt. of India)

VIll. & P.O. Tilakpur, Dist. Nadia, West Bengal — 741164

Vacancy for Sanskrit Teacher

Advertisement No. 25/2025, Date-24.01.2025

Applications are invited from eligible qualified candidates for I Post of Sanskrit Teacher (Asst. Prof.) in Sahitya under the Central Scheme of Sanskrit Teaching by Central Sanskrit University, New Delhi. Qualifications and Experience as per UGC/State Government norms and honorarium Rs. 20,000/- per month. The candidates are instructed to send their self attested documents along with application, Bio-Data, Id cards & 2 passport size photos through Registered Post or in person to The Principal, and above mentioned college address by 10.02.2025 at 05:00 PM.

The interview date will be informed via phone/email after 10.02.2025.

Helpline- 7718530332/ 9476280164

President

Bhakta Bala Sanskrit College

# বন্যায় সবজি চাষে বিপুল লোকসান, বিকল্প কাঁঠাল চাষে ঝুঁকছেন চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ দফায় দফায় নিম্নচাপ ও ভারী বৃষ্টির জেরে বন্যায় নষ্ট হয়েছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাকরোল, বেগুন-সহ একাধিক সবজি। তার সঙ্গে রাসায়নিক সারের অস্বাভাবিক দাম। সব মিলিয়ে চাষে লোকসান গুনতে হচ্ছে দামোদর তীরবর্তী দুর্গাপুর লাগোয়া সোনাইচন্ডীপুরের চাষীদের। আর সেই ক্ষতি পূরণে এবার বিকল্প হিসাবে বারোমাসি কাঁঠাল চাষে ঝুঁকছেন এখানকার চাষীরা। সোনাইচন্ডীপুর বাঁকুড়ার মেজিয়া ও বড়জোড়া ব্লকের অন্তর্গত একটি ছোট গ্রামে প্রায় ৩৬ টি পরিবারের বসবাস। চাষজমি বলতে নদীর চর, যেখানে ছাইমাটিতে আলু, পেঁয়াজ, বেগুন, মটর, গাজর, কলা, পেঁপে-সহ বিভিন্ন ফসল চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন চাষীরা। তবে চলতি বছর বন্যার কারণে ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুসের মতো শীতকালীন সবজি নষ্ট হয়েছে। আলু চাষে আশার আলো দেখে ছিলেন এখানকার চাষীরা। কিন্তু রাসায়নিক সারের কালোবাজারি ও বেশি খরচের কারণে সেই চাষ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প বারোমাসি কাঁঠাল চাষের দিকে ঝুঁকছেন এখানকার চাষীরা। বারোমাসি কাঁঠালের ফলন সারা বছর হয়। বাজারে এঁচোড়ের (কাঁচা কাঁঠাল) চাহিদা বছরের পর বছর ধরেই বেশি। সুমিষ্ট ও পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ফল বাঙালির রান্নাঘরে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শুধু ফলই নয়, গাছের পাতা গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই কম খরচে বেশি লাভের আশায় কাঁঠাল চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন চাষীরা। সোনাইচন্ডীপুরের এক চাষী বলেন, প্রথমবার কাঁঠাল চাষ শুরু করেন। তারা জানান, বন্যার কারণে এবছর অনেক ক্ষতি হয়েছে। গত বছর মুর্শিদাবাদ থেকে ২০০টি বারোমাসি কাঁঠালের চারা এনেছিলাম। প্রতিটি চারার দাম ৮০ টাকা। চারা রোপণের সময় জমিতে এনপিকে সার দিয়েছিলাম। কিন্তু বন্যায় ৬০ টি চারা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কিছু গাছ আড়াই-তিন ফুট লম্বা হয়েছে। কয়েকটিতে ফলন ধরেছে। তিনি আরও বলেন, কাঁঠাল চাষে খরচ কম। নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয়। ৫ বছর পর গাছ প্রতি এক কুইন্ট্যাল ফলন দেবে। এর পাশাপাশি গাছের নীচে সবজি চাষ করাও সম্ভব। বুদবুদ কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞান ও গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা বিকল্প চাষে কাঁঠালের গুরুত্ব সম্পর্কে চাষীদের অবহিত করছেন। ইতিমধ্যেই কাঁকসার মলানদীঘির স্বরস্বতীগঞ্জে চাষীদের জন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানী ড. সুব্রত সরকার জানান, কাঁঠাল একটি পুষ্টিকর ও লাভজনক ফসল। এঁচোড়ে খনিজ, ফাইবার, ভিটামিন রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও হজম শক্তি বাড়ায়। এছা॥ গাছের পাতা গবাদি পশুর জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। চাষীদের আশা, কাঁঠাল চাষে কম খরচে বেশি মুনাফা হবে। পাশাপাশি, বাজারে এঁচোড় ও কাঁঠালের চাহিদা থাকায় সারা বছর আয়ও নিশ্চিত। তবে প্রকৃতির বৈরিতার সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের জীবিকা পুনরুদ্ধারে তাঁদের লড়াই এখনও অব্যাহত।

## উদ্ধার হ্যান্ড গ্রেনেড, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জানুয়ারি ঃ সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্ন আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে সমতলের কৃষি জমিতে। রেলওয়ে ওভারব্রিজ সংলগ্ন কৃষিজমি থেকে উদ্ধার হ্যান্ড গ্রেনেড। চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি কালীস্থান এলাকায়। শুক্রবার এলাকায় স্থানীয় এক ব্যক্তি হ্যান্ড গ্রেনেডটি দেখতে পায় এবং তৎক্ষনাত খবর দেওয়া হয় ক্রান্তি থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং শুরু হয় হ্যান্ড গ্রেনেডটির উৎস নিয়ে তদন্ত। গ্রেনেডের অবস্থা থেকে পুলিশ নিশ্চিত হয় এটি তিস্তার হড়পা বানে ভেসে আসা পাহাড়ের সেনাছাউনির গ্রেনেড।

## ময়নায় বধূকে খুন, অভিযুক্ত স্বামী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বধূকে খুনের ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল স্বামী। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতা ওই মহিলার নাম শেফালি বর্মণ। তাঁর বাড়ি ময়না থানার আড়ংকিয়ারানা গ্রামে। শুক্রবার সকালে পুলিশ তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম পবিত্র বর্মন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, পবিত্র কর্মসূত্রে আন্দামানে বসবাস করত। বাড়িতে শেফালি একাই থাকত। অভিযোগ, তিনি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভগবানপুর থানা এলাকার এক যুবককে তিনি না কি লুকিয়ে বিয়েও করেছিলেন। সেই খবর কোনওভাবে পবিত্র জানতে পারে। এরপরই সে শেফালিকে খুনের পরিকল্পনা করে।

## রাস্তা উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৪ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলপুর গ্রামে ঢালাই রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলেন ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বরা। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ঐ গ্রামের রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। লোকসভা ভোটে ভোটপ্রচার করতে এসে শতাব্দী রায়কে ক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তখন শতাব্দী রায় বলেছিলেন, এখন নির্বাচন চলছে তাই কাজ করা সম্ভব নয়। আমি ভোটে জিতলে এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করে দেব। তাই তার কথা অনুযায়ী আজকে শুরু হওয়া ঢালাইয়ের কাজের ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করলেন ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বরা। খুশি এলাকাবাসীরা। ধন্যবাদ জানান সাংসদ শতাব্দী রায়কে। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের ফাইভ ম্যান কমিটির সদস্যরা , ব্লকের দলের সহ সম্পাদক আবু জাহের রানা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কুদরতে খোদা, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নাগর চন্দ্র কোনাই, পঞ্চায়েত প্রধান রিপন শেখ সহ ওই এলাকার আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা ও কর্মীরা।

## গ্রেপ্তার বাংলাদেশী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী। সেই বাংলাদেশী নাগরিককে চোরাপথে এদেশে আসতে সাহায্য করে ভারতের একজন। এছাড়াও ঘটনায় ফেরার একজন। বাংলাদেশের বাসিন্দা আতাউর রহমান। সেদেশের ঠাকুরগঞ্জ জেলার মাধবপুরের বাসিন্দা আতাউর। শুক্রবার সকালে হলদিবাড়ির মানিকগঞ্জ থেকে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ যাওয়ার জন্য রওনা দেয় আতাউর। এর আগে আত্মীয় ফিরদৌস আলম আতাউরকে আনতে হলদিবাড়ি যায়। এরপর সেখান থেকে একটি ছোট চার চাকা গাড়িতে করে কালিয়াগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তারা। বিকেলে গাড়িটি ফুলবাড়ির আমায় দিঘির কাছে আসতেই পুলিশ সেটিকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই রহস্যের পর্দা ফাঁস হয়। এরপর ফেরদৌস ও আতাউরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। যদিও এর আগেই বিপুল অধিকারী নামের অন্য একজন পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যায়।

## খাদ্যের লোভে জনবসতি এলাকায় হাতির হামলা, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৪ জানুয়ারি ঃ খাদ্যের লোভে জনবসতি এলাকায় হাতির হামলা, এমন ঘটনার খবর পাওয়া এখন নতুন নয়। এবার এই ঘটনারই শিকার মালবাজার মহকুমা এলাকার মানুষজন। এলাকা জুড়ে ক্রমাগত বাড়ছে হাতির হামলা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মালবাজার মহকুমার চালসা থেকে নাগ্রাকাটা যাবার রাস্তায় সঙ্কর প্রধান কলনী হাতির হামলায় চারটি ঘর মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে একটি হাতি। এর আগেও দেখা গেছে মালবাজারে বারংবার হাতির উৎপাত। সেখানকার মানুষজনদের দাবি বনের মধ্যে খাদ্যের অভাবে এলাকায় এসে হামলা চালাচ্ছে হাতিরা এবং এরফলেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। হাতি একে একে চারটি ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে খেয়ে নেয় চাল, আটা, ডাল, সবজিসহ সমস্ত জিনিস, এমনই দাবি বাড়ির মালিক অমল মিঞ্জ -এর। তিনি বলেন, 'তখন গভীর রাত, আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটি দাঁতাল হাতি খাবারের খোঁজে এসে একে একে চারটি ঘরে দেওয়াল ভেঙ্গে সব কিছু খেয়ে নেয়। ভয়ে বাড়ির লোকজন কোন ক্রমে পালিয়ে বাঁচি। এই দৃশ্য দেখে আমার ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে।' সেখানকার মানুষেরা দাবি করেছেন বারংবারই দাঁতালের দল ঢুকছেন এলাকায় এবং উত্যক্ত করে তুলছে জনজীবনকে। খাবারের খোঁজে আসা দাঁতাল হাতির হামলায় এলাকার মানুষেরা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাদের দাবি এই দাঁতালদের আক্রমণে মানুষদের ক্ষতি অবধি হতে পারতো। এখনও অবধি অমল মিঞ্জ -এর পরিবার অত্যন্ত ভীত, তাঁদের মন থেকে কাটছে না তাঁদের বাড়ির ওপর দাঁতালের আক্রমণের ঘটনা। অরণ্যের আয়তন হ্রাস, জঙ্গলে খাদ্যাভাব, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বসতি স্থাপন ও চাষাবাদের জেরে বদলাচ্ছে হাতিদের খাদ্যাভ্যাস। এই কারণেই বিভিন্ন এলাকায় হাতির দলের হামলা লেগেই চলেছে। ইদানিং এলাকায় ঢুকে হাতির দলের হামলা ব্যস্ত করে তুলেছে জনজীবনকে। পরিবেশপ্রেমীরা মনে করছে হাতির খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনই মূলতঃ তাদের এলাকায় আসার কারণ। জঙ্গলে যে সব খাবার প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়, তার তুলনায় অধিক পুষ্টিকর ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার সহজে লাভ করার লোভেই হাতির দল এখন লোকালয়ে হানা দিচ্ছে অহরহ। মাটিয়ালী বাতাবারি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ইগ্নতিষ তিজ্ঞা বলেন, হাতির হামলার খবর পেয়ে রাতেই বন কর্মিরা এসে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরায়। ক্ষতিপূরণ এর আশ্বাস দিয়েছে বন দপ্তর। সম্ভবত পানঝোড়া জঙ্গল থেকে হাতিটি জনবসতি এলাকায় এসেছিল। জনবহুল এলাকায় এই ভাবে হাতির হামলায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষরা। এলাকার মানুষদের থেকে জানা যাচ্ছে হাতিটি ঘরের জিনিসপত্রও নষ্ট করেছে প্রচুর। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলেছেন এই পরিবারটি যাতে সরকারি সাহায্য পায় সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## নদীয়ায় উদ্ধার তিনটি বাঙ্কার ও লক্ষ লক্ষ বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ ২৬ জানুয়ারি তথা দেশের প্রজাতন্ত্র দিবসকে ঘিরে প্রতি বছরই পুলিশ প্রশাসন বি এস এফ সহ সকল প্রশাসনিক দপ্তরের তরফে চালানো হয় কড়া নজরদারি সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ। আর সম্প্রতি বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা গুলোতে চালানো হচ্ছে বাড়তি নজরদারি । আর এমতাবস্থায় নদীয়ায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় শুক্রবার বিএসএফএর ঝুলিতে এলো বড় সাফল্য! ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বাগানের ভিতর মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হল বাঙ্কার। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়ায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করে তিনটি বাঙ্কার । এই বাঙ্কার উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাজদিয়া সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের সামনের সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় তিনটি বাঙ্কার। তার মধ্য থেকে উদ্ধার হয় লক্ষ লক্ষ বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে খবর ছিল যে একটি বাগানের মধ্যে লোহার কয়েকটি বাঙ্কার পুঁতে রাখা রয়েছে। সেই খবর পেয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বাঙ্কার খুলতেই বিএসএফের চক্ষু চড়কগাছ। সেই বাঙ্কার থেকে উদ্ধার হয় লক্ষ লক্ষ বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ। এই সিরাপ গুলি পাচারকারীরা বাংলাদেশে পাচার করা উদ্দেশ্যে জোগাড় করেছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্তে নজরদারি বাড়ায় এগুলি পাচার করতে না পেরে মাটির তলায় বাঙ্কারে ভরে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। ঘটনার তার ঘিরে রেখেছে বিএসএফের জওয়ানরা । বাগানের ভিতর তল্লাশি চালাচ্ছে বিএসএফ।

## খড়িবাড়ি ট্রাফিকের উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ প্রতিনিয়ত রাস্তা ঘাটে ঘটছে দুর্ঘটনা যার ফলে মৃত্যু হচ্ছে তরতাজ যুবকদের। সেই কথা মাথায় রেখে এদিন পথচলতি মানুষদের ট্রাফিক নিয়ে সচেতন বৃদ্ধি করতে দার্জিলিং পুলিশের খড়িবাড়ি ট্রাফিকের উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হল। শুক্রবার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে খড়িবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় একটি সচেতনতা র‍্যালি বের করে সচেতনতা করা হয়। এদিন প্রায় শতাধিক স্কুল পড়ুয়ারা এই সচেতনামূলক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। খড়িবাড়ি ট্রাফিক ওসি মলিন্দ্রনাথ বর্মণের নেতৃত্বে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ সচেতনতামূলক বার্তা বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়। তিনি বলেন, বাইক ব্যবহার করলে হেলমেট তেমনি চার চাকা ব্যবহার করলে অবশ্যই সীট বেল্ট ব্যবহার করতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে কানে মোবাইল দিয়ে গাড়ি চালানো ও মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানো নিয়ে সচেতনতা করা হয়।

Hon'ble Y.B. Yerlekar Court
IN THE COURT OF HON'BLE CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION AT PUNE
Exh. No. 67
SPl. Civil Suit No. 1449 of 2024
Ramdas Vithoba Alias Balwant Balwadkar and others. plaintiffs
against
Ganesh Uttam Balwadkar And Others Defendants

To. Defendant No.15
WHEREAS, Mrs. Suparna Surjit Nandi, 61, ET-5 Park Estate, Nawabganj, North Barrackpore (M), North 24 Pargana, Ichhapur, W.B.-743144 has instituted a suit in this Court against you for Damages. you are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the 27th day of February 2025 at 11.00 clock in the Morning, to answer the claim and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the suit, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defence. Take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the suit will be heard and determined in your absence. Also take notice that in default of your filing an address for service on or before the date mentioned you are liable to have your defence struck out. Given under my hand and the seal of the Court, this 25th day of January 2025

**Sd/-Judge**
**Clerk of Court.**

সর্বশিক্ষা মিশন
**Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri**
**for details please visit : wbtenders.gov.in**
**E-tender has been floated by the undersigned for the following work**
1. SSA-JAL/T-04(RIDF-XXX)/24-25_2nd Call, Dated : 20/01/2025
2. SSA-JAL/T-06(RIDF-XXX)/24-25_2nd Call, Dated : 20/01/2025
3. SSA-JAL/T-08(RIDF-XXX)/24-25_2nd Call, Dated : 20/01/2025
4. SSA-JAL/T-12(RIDF-XXX)/24-25_2nd Call, Dated : 20/01/2025
5. SSA-JAL/T-16(RIDF-XXX)/24-25_2nd Call, Dated : 20/01/2025
6. SSA-JAL/T-17(RIDF-XXX)/24-25_2nd Call, Dated : 20/01/2025

For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
**District Education Officer**
**SSA, Jalpaiguri**

**DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT**
**NOTICE INVITING-E.TENDER**
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-78 to 80. Published Date- **25/1/2025 at 12.30 PM**. Bid Submission End Date- **03/02/2025 at 12.30 PM**. Opening Date-**05/02/2025 at 12.35 PM. http://www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- Pradhan**
**Dhulasimla Gram Panchayat**

NIT No.- DM Ghat-I, 06/2024-25 dated- 24/1/25. NIT No.- DM Ghat-I, 07/2024-25 dated- 24/1/25, Panchayat- DM Ghat-I G.P. block- Shayampur-II

Office of The
**HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT**
**ULUBERIA-I DEV. BLOCK**
**NOTICE INVITING e-TENDER No. 440/Hat-1/XVFC 2024-25(TIED)/2 ND INSTALL/e-NIT-16/2024-25**
For and on behalf of the Prodhan & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for 6 (SIX) different works at different places. Last date of submission of Bid up to **29.01.2025 at 11.00 Hrs.** Bid Opening Date(Online): **31.01.2025 at 11.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/-PRODHAN**
**HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT**

**ইন্টারলকিঙের সঙ্গে সম্পর্কিত আরবিজি কক্ষের ব্যবস্থা করা**
**ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/০৭ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২০-০১-২০২৫।** নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** গুয়াহাটি-ফরকাটিং এবং চাপরমুখ-শেনচোয়া-আমনির ইএলবি এবং জরুরীকালীন শ্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা করার সঙ্গে ৯ টি মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের (এসটি-২৫, এসটি-৬২, সিএস-৫, সিএস-২৪, সিএস-২৬, সিএস-৩৫, সিএস-৩৬, সিএস-৪০ এবং সিএস-৫০) ইন্টারলকিঙের সঙ্গে সম্পর্কিত আরবিজি কক্ষের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,০১,৭১,৮২৪.০৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০০,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৪-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১৩-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং,
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat**
**Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah**
Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) **NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-068/15 th CFC(Tied)/2024-25 Sl. No:-01 & 02**, Dated:-22/01/2025, Bid submission date:- **23/01/2025 at 10:30 AM** and End of Bid Submission:-**29/01/2025 at 03:00 PM**. Date of Opening Technical Bid:- **31/01/2025 at 3.05 PM.** And The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Pradhan**
**Haturia-II Gram Panchayat**

Office of the
**Rukunpur Gram Panchayat**
**P:O:- Rukunpur, P.S.- Hariharpara, Dist. – Murshidabad**
Sealed Tender hereby invited vide NIeT No.- 05/RGP/15th CFC/Tied/2024-25 dated 22/01/2025 vide Memo No.- 477(18)/RGP/En dated 22/01/2025 and NIeT No.- 06/RGP/15th CFC/Untied/2024-25 dated 24/01/2025 vide Memo No.- 478(18)/RGP/En dated 24/01/2025 by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is 01/02/2025 upto 18 hrs. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website htpp://wbtenders.gov.in.

"ফর্ম নং URC-2"
**আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ । এর অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন**
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, এই তারিখের এক দিন পরে কিন্তু ত্রিশ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোম্পানির নিবন্ধক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, যার অফিস দ্বিতীয় তলা, নিজাম প্যালেস এমএসও ভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২০-এ অবস্থিত, একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, **Kalinga Petrochemicals LLP**, একটি LLP, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ । এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ
**নিজের বা লিজ দেওয়া সম্পত্তি**
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ৫৬. নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০১-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, যে কোনও ব্যক্তি লিখিতভাবে তাদের আপত্তি সেঃট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইসিএ), প্লট নং ৬.৭.৮. সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা) এর রেজিস্ট্রারের কাছে জানাতে পারেন। পিন কোড ১২২০৫০, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।
তারিখঃ আজ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫
কলিঙ্গ পেট্রোকেমিক্যাল এলএলপি
মনোনীত অংশীদারদের জন্য
স্বা /-
**১. রাজেন্দ্র ভুটোরিয়া**
(PAN: ADPPB9324C)
DPIN: 00013637
**২. সিদ্ধার্থ ভুটোরিয়া**
(PAN: ADOPB7582M)
DPIN: 00609233

**পূর্ব রেলওয়ে**
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ঃ ২৩.০১.২০২৫।** নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে - **ক্রম নং.ঃ ১; টেন্ডার নং. ঃ টিএন-২৩৭-২৪-২৫; কাজের নাম** ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ টিবিআর। **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ১,৯৪,৫০,৮৮৭.৩৮/-; **ইএমডি ঃ ₹** ২,৪৭,৩০০/-; **ক্রম নং.ঃ ২; টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২৩৮-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ** সহকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি. ওয়ে)/চিতপুরে (০১ বছরের জন্য) সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের সাথে বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ১,০০,১০,৩৩৭.১৭; **ইএমডি ঃ ₹** ২,০০,১০০/-; **ক্রম নং.ঃ ৩; টেন্ডার নং. ঃ টিএন-২৪৩-২৪-২৫; কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিশন ইঞ্জিনিয়ার/I/শিয়ালদহের অধীনে শিয়ালদহ - দমদম জংশনের মধ্যে ব্রিজ নং. ১৫ এবং দমদম - বালিগঞ্জের মধ্যে ব্রিজ নং. ১৯সিসিআর ও ব্রিজ নং. ২ সিসিআর-এ আরসিসি জ্যাকেটিং সহ অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত মজবুতকরণের কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ৩,৩২,৮৯,১৩৭.৯৩; **ইএমডি ঃ ₹** ৩,১৬,৫০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩ প্রতিটির জন্য ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। ১. টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ আছে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। ২. **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে। SDAH-335/2024-25
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**Udaynarayanpur, Howrah**
**P.O.: Udaynarayanpur, Dist: Howrah, PIN: 711226**
**Email: bdounpur@gmail.com**
**E-Tender No.-. WB/HWH/UNPUR/NIET-15/EO/24-25**, Dt-21/01/2025 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. **Tender ID-2025_ZPHD_806020_1.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
**SD/-**
**Executive Officer**
**Udaynarayanpur Panchayat Samity**

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**Udaynarayanpur, Howrah**
**P.O.: Udaynarayanpur, Dist: Howrah, PIN: 711226**
**Email: bdounpur@gmail.com**
E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-7/BDO/24-25**, Dt-24/01/2025 for 02 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block.**Tender ID-2025_ZPHD_806286_1 & 2025_ZPHD_806286_2.** Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in
**SD/-**
**Block Development Officer**
**Udaynarayanpur Dev. Block**

**কামাখ্যা স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের আউটসোর্সিংয়ের জন্য ই-নিলাম**
কামাখ্যা স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের আউটসোর্সিংয়ের জন্য ই-নিলামের আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-কেওয়াইকিউ-০১-২৫। লট নিলাম শুরু (সকল লট): ০৪-০২-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়; একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ ১০৯৫।**

| ক্রম নং | লট নং./ক্যাটাগরি | বর্ণনা |
|---|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-এলএমজি-কেওয়াইকিউ-টিওআই-৫৮-২৫-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেট) | কামাখ্যা স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের আউটসোর্সিং। |

**নিলামের বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ০৪-০২-২০২৫** তারিখে **১১:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

सत्यमेव जयते
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

**সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগ**
ঘোষণা করছে
**তফসিলি জাতির জন্য স্কলারশিপ**
শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে
**২০২৪-২৫ সালের জন্য তফসিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যাট্রিক-পরবর্তী বৃত্তি প্রকল্প**

**যোগ্যতা**
- পিতামাতা/অভিভাবকদের বার্ষিক আয় **২.৫০ লক্ষ টাকার** বেশি নয়।
- স্বীকৃত কলেজ/স্কুলে কোর্স করা শিক্ষার্থীরা

**সুযোগ**
- একাদশ শ্রেণী থেকে সকল স্বীকৃত কোর্স
- আবেদনপত্র রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক গৃহীত এবং যাচাই করা হয়
- দরিদ্রতম পরিবারের কভারেজ

**অধিকার**
- বাধ্যতামূলক অ-ফেরতযোগ্য ফি (টিউশন ফি সহ)
- বার্ষিক **২৫০০ টাকা থেকে ১৩৫০০ টাকা** পর্যন্ত একাডেমিক ভাতা
- দিব্যাঙ্গ (বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা।

- শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ রাজ্য বৃত্তি পোর্টালে আবেদন করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীর একটি বৈধ মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ইউআইডি), আধার সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আয়ের শংসাপত্র এবং বর্ণ শংসাপত্র থাকতে হবে।

এখনই আবেদন করুন

- প্রকল্পের নির্দেশিকা এবং বিস্তারিত যোগ্যতার মানদণ্ড নীচের লিঙ্কে পাওয়া যাবে

http://socialjustice.gov.in/chemes/25

cbc38101/11/0037/2425

# জাদেজার তাণ্ডব, ফের ব্যর্থ রোহিত

**নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৪ জানুয়ারিঃ** টি-২০ ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছিলেন। এমনকী, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ চলাকালীন অশ্বিনের অবসরের পর, জাদেজার রিটায়ারমেন্ট নিয়েও অনেকে দাবি তুলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, দেশের মাটিতে যে তিনি কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন, সেটা আরও একবার দেখিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই তারকা অলরাউন্ডার। আগামী মাস থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আর এই টুর্নামেন্টের আগে রঞ্জিতে জাদেজার পারফরম্যান্স, ইতিমধ্যে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছে। এই ঘরোয়া টুর্নামেন্টে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলতে নেমেছেন জাদেজা। দিল্লির বিরুদ্ধে আয়োজিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসেই তিনি ৫ উইকেট শিকার করেছিলেন। আর এবার দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁর তাণ্ডব অব্যাহত রইল। তিনি কার্যত একাই দিল্লির ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি মোট ৭ উইকেট শিকার করেছেন। জাদেজার এই দাপটের কারণেই দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লি মাত্র ৯৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। এই ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থও। তিনিও দ্বিতীয় ইনিংসে জাদেজার শিকার হলেন। মাত্র ১৭ রান করে শেলডন জ্যাকসনের হাতে ক্যাচ দিয়ে তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়। প্রথম ইনিংসে তিনি মাত্র ১ রান করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ঋষভের পারফরম্যান্স যে ভারতীয়

ক্রিকেট নির্বাচকদের বেশ অস্বস্তিতে ফেলবে তা বলা যেতেই পারে। প্রসঙ্গত, এই ম্যাচে দিল্লি ক্রিকেট দল টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু, ১৮৮ রানে তারা অলআউট হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসেও জাদেজা পাঁচ উইকেট শিকার করেছিলেন। এরপর সৌরাষ্ট্র ব্যাট করতে নেমে ২৭১ রান তোলে। ব্যাট হাতেও জাদেজা ৩৮ রান করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে তো দিল্লি ৯৪ রানেই অলআউট হয়ে যায়। অধিনায়ক আয়ুশ বদৌনি (৪৪) ছাড়া আর কেউ নজর কাড়তে পারেননি। সবথেকে লজ্জার ব্যাপার মাত্র তিনজন ব্যাটারই দুই অঙ্কের রান করতে পেরেছেন। আয়ুশ এবং ঋষভ ছাড়া ওপেনার অর্পিত রানা ১২ রান করেন। এরপর সৌরাষ্ট্রের কাছে ম্যাচটা জেতা ছিল কার্যত

সময়ের অপেক্ষা। আর হলও তাই। ১০ উইকেটে তারা শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে। অন্যদিকে মুম্বই ও জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে যাঁর বলে আউট হয়েছিলেন সেই উমর নাজিরকে পরিচিত ঢঙে পুল করে ছয় মারলেন। অনায়াসে মাঠের বাইরে পাঠালেন আকিব নবি এবং যুধবীর সিংহের বলকেও। ঠিক যখন মনে হয়েছে পুরনো ফর্মে ফিরছেন, তখনই আউট হলেন রোহিত শর্মা। ২৮ রানের বেশি করতে পারলেন না। ব্যর্থ হয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স আইয়ারও। এক দশক পর রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসেও খারাপ দশা কাটল না রোহিতের। প্রথম ইনিংসে ১৯ বলে ৩ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে রান একটু বাড়ল। তবে বড় রান এল না। লাল বলের ক্রিকেটে দীর্ঘ দিন ধরেই খারাপ ফর্মে রয়েছেন। তা কাটল না ঘরোয়া ক্রিকেটেও। চতুর্থ ওভারেই নাজিরকে ক্যাচ দিয়েছিলেন রোহিত। তবে ফলো থ্রু-তে সেই ক্যাচ ধরতে পারেননি জম্মু ও কাশ্মীরের বোলার। তার পরেই পুল করে নাজিরকে ছয় মারেন তিনি। গালি এবং দ্বিতীয় স্লিপের মাঝ দিয়ে একটি শট চার হয়ে যায়। পরের বলে অফসাইড দিয়ে আরও একটি চার মারেন। এক রানের মাথায় ক্যাচ ফেলার পর দ্রুত ১১ বলে ২১ রান তুলে ফেলেন রোহিত। তবে কয়েকটি বলে শট খেলতে গিয়েও মিস্ করেন। দ্বিতীয় দিনের উইকেটে কোনও স্যাঁতসেঁতে ভাব নেই। তাই জম্মু ও কাশ্মীরের বোলারদের বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। তবে যুধবীরের বলে এক হাতে ক্যাচ নেন আবিদ মুস্তাক। রোহিতের থেকে একটু বেশি সময় ক্রিজে ছিলেন যশস্বী। তবে ৫১ বলে ২৬ রানের বেশি করতে পারেননি তিনি। যশস্বীকেও তুলে নেন যুধবীর। শ্রেয়স ১৭ রান করেছেন।

# রামসঙ্গ তলাইছুনের দিকে নজর চার হেভিওয়েট ক্লাবের

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই খুব গিয়েছে উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডো। তারপর থেকেই যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোটা দেশের বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল হোক কিংবা আইলিগ বা দক্ষিণের কোন ও ফুটবল লিগ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরগরম হয়ে ওঠে দল বদরের বাজার। বলাবাহুল্য, মরসুম শুরু করার পর দলের নিজ নিজ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বা খেলোয়াড় বদলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে মরসুমের এই দ্বিতীয় ট্রান্সফার উইন্ডো। সেই অনুযায়ী বহু আগে থেকেই ফুটবলারদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে থাকে ক্লাব গুলি। পরবর্তীতে সময় এগোনোর সাথে সাথেই সামনে আসতে থাকে সমস্ত বিষয়গুলি। বলা বাহুল্য, উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডো চালু হওয়ার পর থেকে এখন ও পর্যন্ত দল বদল করেছেন একাধিক ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের।

বলতে গেলে সময় যত এগোচ্ছে ততই যেন জমজমাট হয়ে উঠছে ওই দল বদলের বাজার। এসবের মাঝেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে এক নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে এবার নাকি আইলিগের এক ফুটবলারের দিকে নজর রয়েছে আইএসএলের চার ফুটবল ক্লাবের। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। তিনি রামসঙ্গ তলাইছুন। বর্তমানে রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে আইলিগ খেলছেন মিজোরামের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ইতিমধ্যেই মোট ৯টি ম্যাচ খেলে ১টি গোল এবং ২টি অ্যাসিস্ট করে ফেলেছেন বছর চব্বিশের এই ফুটবলার। জানা গিয়েছে তাঁর উপর নাকি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের একাধিক ফুটবল ক্লাব। যাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসি থেকে শুরু করে জামশেদপুর এফসি এবং পাঞ্জাব এফসির মতো ফুটবল ক্লাব। এমনকি কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের নাম ও উঠে আসতে শুরু করে ব্যাপকভাবে। তবে এই ফুটবলারকে সই করানোর ক্ষেত্রে তাঁরা আদৌ কতটা সক্রিয়তা দেখায় এখন সেটাই দেখার বিষয়।

# সৌদি আরবের লোভনীয় প্রস্তাব, ভিনিসিউস শোনালেন স্বপ্নের গল্প

**মাদ্রিদ, ২৪ জানুয়ারিঃ** রিয়াল মাদ্রিদে ভিনিসিউসের চুক্তি আছে ২০২৭ পর্যন্ত। তার রিলিজ ক্লজ ১ বিলিয়ন ইউরো। গত বছর ইএসপিএনসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম খবর প্রকাশ করে, এই উইঙ্গারকে পেতে প্রবল আগ্রহী সৌদি আরব। আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব অবশ্য দেওয়া হয়নি, তবে রিয়ালের তারকার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মনোভাব জানতে চেয়েছিলেন তারা। ভিনিসিউস তখন সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করেননি বলেও খবর এসেছিল নানা সংবাদমাধ্যমে। এবার ইএসপিএনের খবর, গত মাসে আবার ভিনিসিউসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, তাদের আগ্রহ এখনও আছে ভালোভাবেই। কিলিয়ান এমবাপে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর ভিনিসিউসের ভাবনায় পরিবর্তন আসতে পারে, এমন সম্ভাবনা দেখছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। গত বছর যখন আলোচনা ছিল, তখন সৌদি ফুটবলে ভিনিসিউসের সম্ভাব্য ঠিকানা হিসেবে আলোচনায় ছিল আল আহলি। তবে এই সপ্তাহেই স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার খবর, নেইমারের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে ভিনিসিউসকে পেতে চায় আল হিলাল। সৌদি পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফার্মের মালিকানায় আছে আল আহলি, আল হিলাল, আল নাসরে ও আল ইত্তিহাদ ক্লাব। গত বছর দুয়েকে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো, কারিম বেনজেমাসহ বিশ্ব ফুটবলের অনেক তারকা নাম লিখিয়েছেন এই ক্লাবগুলিতে। ভিনিসিউসের জন্য বছরে ৩৫ কোটি ইউরো পারিশ্রমিকের প্রস্তাব ছিল বলে খবর এসেছিল গত বছর।

ভিনিসিউসকে নিয়ে জিজ্ঞেস করা মার্কার পক্ষ থেকে জানত চাওয়া হলে সৌদি প্রো লিগের প্রধান নির্বাহী ওমার মুঘারবেল বলেন, ''আমরা স্বপ্নের কথা বলছি না। এটা সময় আর আলোচনার ব্যাপার।'' ভিনিসিউস অবশ্য শোনালেন তার স্বপ্নের কথা। সৌদি প্রস্তাবের প্রসঙ্গে ২৪ বছর বয়সী তারকা টিএনটি ব্রাজিলকে বললেন, তিনি ভাবনা শুধু রিয়ালকে ঘিরেই। ''আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো নিজের খেলায় প্রতিনিয়ত উন্নতি করার ব্যাপারটি মাথায় রাখা, নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার পথে এগিয়ে চলা এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাবকে সহায়তা করা। আমার স্বপ্ন ছিল এই ক্লাবে আসা, গ্রেট ফুটবলার সঙ্গে খেলা। এখনকার কথা বললে, এটিই আমার স্বপ্ন, বড় চিন্তা করা এবং এই ক্লাবের জার্সি গায়ে আরও অনেক ট্রফি জেতা।''

# ইগার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য জয়! ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখে ম্যাডিসন

**মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারিঃ** দু'রকম ছবি দু'দিকে। দুইই বেশ মন ছুঁয়ে যাওয়া। সেমিফাইনালের পর আরিনা সাবালেঙ্কা হাসতে হাসতে বলেছেন, ''আশা করি পাওলা আমার বন্ধুই থাকবে। ওকে প্রমিস করেছি, শপিং করাতে নিয়ে যাব। যা ইচ্ছে হয় ওর, কিনে দেব।'' আর অন্য দিকে? শেষ পাঁচটা পয়েন্টের চারটে পুরলেন পকেটে। শুরুটা একেবারেই ছিল না তাঁর। কিন্তু শেষ ভালো যে করে ফেলবেন, কে জানত! হট ফেভারিট ছিলেন প্রতিপক্ষ ইগা সোয়াতেক। তাতে কী,

ছন্দে ফিরে স্বপ্নপূরণ করে গেলেন ম্যাডিসন কিজ। চুম্বকে এই হল মেলবোর্ন পার্কের বৃহস্পতিবারের গল্প। আগের দুটো বছরও ট্রফি বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন সাবালেঙ্কা। এ বারও সেই পথে হাঁটতে চান। গত শতাব্দীর একেবারে শেষে, ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে হ্যাটট্রিকের অবিস্মরণীয় রেকর্ড করে বসে আছেন মার্টিনা হিঙ্গিস। এই শতাব্দীতে হ্যাটট্রিকের দরজায় পৌঁছে গেলেন সাবালেঙ্কা। যদি ম্যাডিসনকে হারাতে পারেন, তা হলে কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবেন। বেলারুসের মেয়ে কিন্তু ইতিহাসে নাম লেখানোর জন্য তৈরি। কিন্তু ম্যাডসনকে যে হালকা নেওয়া যাবে না। ২০০৯ সালে পেশাদার হয়েছিলেন মার্কিনি মেয়ে। কোর্টে তারপর থেকে খেতাবের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন অনেকবার। কিন্তু স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছে। ২০১২ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। তবে মেলবোর্ন পার্কেই সবচেয়ে বেশি সফল। দু-দু'বার সেমিফাইনাল পৌঁছেছেন। কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারেননি। এ বার তা হল না। তৃতীয় চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ম্যাডিসন। যদি বিশ্বের এক নম্বর টেনিস প্লেয়ার সাবালেঙ্কাকে হারাতে পারেন, তা হলে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যাআন্ড স্লাম জিতবেন। পাওলা বাদোসাকে যদি ৬-৪, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন সাবালেঙ্কা। ম্যাডিসনকে কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে হারিয়েছেন ইগা সোয়াতেককে। প্রথম সেটটা হেরেছিলেন ৫-৭। দ্বিতীয় সেটে ফেরেন প্রবল ভাবে। ইগাকে ১-৬এ থামিয়ে দেন। তখনই মনে হয়েছিল, ২৯ বছরের এই মেয়ে ছন্দে পেয়ে গিয়েছেন। তৃতীয় সেট ৭-৬ জেতেন। টাইব্রেকারে অবিশ্বাস্য খেলেছেন ম্যাডিসন। ইগা বরং চাপে পড়ে ভুল করেছেন অনেক বেশি। এখন প্রশ্ন হল, মেলবোর্ন পার্ক কি নতুন ইতিহাসে সাক্ষী হবে? নাকি মেয়েদের টেনিসে নতুন চ্যাম্পিয়নকে বরণ করে নেবে?

# ম্যান সিটিকে ধুঁকতে দিয়ে আতলেতিকোকে নিয়ে উড়ছেন বিশ্বজয়ী আলভারেজ

**মাদ্রিদ, ২৪ জানুয়ারিঃ** গ্রীষ্মের দলবদলে বড় চমকগুলোর একটি ছিল হুলিয়ান আলভারেজের ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দেওয়া। ম্যাচ টাইমের স্বল্পতা ও সিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার কারণেই আলভারেজ ঘর বদলান। কারণ যা-ই হোক, আলভারেজের সিদ্ধান্ত সে সময় বিস্মিত করেছিল অনেককেই। সিটিতে দুই হাত ভরে পাওয়া সাফল্য ফেলে কদাচি সফলতার মুখ দেখা আতলেতিকোতে যাওয়ার সমীকরণ অনেকেই তখন মেলাতে পারেননি। কেউ কেউ তখন এই সিদ্ধান্তকে বোকামি বলেও মন্তব্য করেছিলেন। তবে অন্যরা যা দেখতে পারেননি, আলভারেজ ঠিকই সেই চিত্রটা দেখতে পেয়েছিলেন। প্রায় ছয় মাস পর এসে সেই চিত্রটা এখন বাকিদের কাছেও স্পষ্ট। সিটিতে একাদশে জায়গা পেতে যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে ধুঁকতে হচ্ছিল, আতলেতিকোতে সেই আলভারেজ পেয়েছেন উড়ন্ত সূচনা। দলের পারফরম্যান্স এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দারুণ ভূমিকা রেখে চলেছেন এই আর্জেন্টাইন তরুণ। চ্যাম্পিয়নস লিগে গোল করলেন টানা তিন ম্যাচে (৫ গোল)। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে লেভারকুসেনের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে দুটি গোলই এসেছে তাঁর কাছ থেকে। এরপর নির্বাচিত হয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের সপ্তাহের সেরা খেলোয়াড়ও। গত মরসুমে সিটির হয়ে সব মিলিয়ে ৫৪ ম্যাচ খেলেছিলেন আলভারেজ। প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন ৩১ ম্যাচ। দলের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুইনা ও স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড চোটে না পড়লে অবশ্য আলভারেজের এত বেশি ম্যাচে শুরুর একাদশে থাকা হতো কি না সন্দেহ আছে। তবে থেকেও যে খুব বড় পার্থক্য গড়তে পেরেছেন, তা নয়। বরং তাঁকে দলে নিয়ে টানা কয়েক ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর গার্দিওলা আলভারেজকে ভুল

কৌশলে খেলাচ্ছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছিল। সে সময় তাঁর কাঁধে মূলত তুলে দেওয়া হয়েছিল ডি ব্রুইনার দায়িত্ব। কিন্তু ব। ম্যাচে খুব একটা পার্থক্য গড়তে পারেননি এই আর্জেন্টাইন। এমনকি চ্যাম্পিয়নস লিগে সিটির খেলা ১০ ম্যাচের মাত্র ২টিতে পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। যার ফলে মরসুম শেষেই সিটি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন আলভারেজ এবং শেষ পর্যন্ত ছেড়েও যান। আলভারেজের মতো একজন সৃষ্টিশীল এবং ম্যাচ বদলানোর ক্ষমতা রাখা ফুটবলারকে হারানো সিটিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্লেমেকারের ভূমিকা রাখার পাশাপাশি স্কোরিংয়েও দারুণ কার্যকর এই সেন্টার ফরোয়ার্ড। দলে থাকলে ধুঁকতে থাকা সিটিকে টেনে তোলার মতো সামর্থ্যও ছিল তাঁর। এমনকি এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো বিকল্পও আনতে পারেনি সিটি। ফলে হলান্ডের চোটে বা ছন্দহীন থাকা ম্যাচগুলোয় সিটিকে ব্যাপকভাবে ভুগতে হয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প স্ট্রাইকার না থাকায় আক্রমণভাগে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্যও আনতে পারেননি গার্দিওলা। অন্যদিকে আলভারেজকে দলে টানার পর বদলে গেছে আতলেতিকো। দলের হয়ে নিয়মিত পারফরম্যান্স করে চলেছেন এই তরুণ তুর্কি। চলতি মরসুমে আলভারেজ এখন পর্যন্ত ৩১ ম্যাচে করেছেন ১৬ গোল। আর অ্যাসিস্ট করেছেন ২টি। তবে লিগের চেয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগেই আলভারেজ বেশি উজ্জ্বল। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতেও লেভারকুসেনের বিপক্ষে আতলেতিকোর ২-১ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেছেন আলভারেজ। যে অবস্থা থেকে আতলেতিকোকে ম্যাচে ফিরিয়েছেন, তা অনেক দিন মনে রাখার মতো। এক গোলে পিছিয়ে থাকা দশজনের দলটিকে জিতিয়েছেন দারুণ খেলে। আলভারেজকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন লেভারকুসেন কোচ জাবি আলোনসোও, ''আমি আলভারেজকে দারুণ মূল্যবান মনে করি। সে বিশ্বসেরাদের একজন। আতলেতিকোতে সে গুরুত্বপূর্ণ একজন। তার দলবদলের সিদ্ধান্তও বেশ প্রশংসনীয়। সে প্রায় শূন্য থেকে আতলেতিকোকে ম্যাচে ফিরিয়েছে। খুব অল্প কজনই এই কাজটা করতে পারে।'' আলভারেজের এই পারফরম্যান্স অবশ্য শুধু একটি ম্যাচের ব্যাপার নয়। তাঁর খেলার প্রভাব আতলেতিকোর সামগ্রিক পারফরম্যান্সেও পড়েছে। লা লিগায় বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে আছে দলটি। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান মাত্র ২। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে ৭ ম্যাচে ৫ জয় ও ২ হারে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে ৫ নম্বরে। এখন মৌসুমের বাকি সময়ে নিজের পারফরম্যান্স ধরে রেখে আলভারেজ দলকে শিরোপা এনে দিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

# ২০ বছরের দাম্পত্য কেন ভাঙছেন শেহওয়াগ?

**নজফগড়, ২৪ জানুয়ারিঃ** ফের এক ভারতীয় ক্রিকেটারের বৈবাহিক সম্পর্ক ভাঙার পথে। সাম্প্রতিক অতীতে দেশের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও নাতাশা স্তানকোভিচের বিচ্ছেদ হয়েছে। এ বছরের শুরু থেকে শোনা যাচ্ছে ভারতীয় তারকা বোলার যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মার বিচ্ছেদ হতে চলেছে। তাঁরা গত কয়েক মাস নাকি আলাদাও থাকছেন। তাঁদের এক নিকট সূত্র জানিয়েছেন, যে চাহাল-ধনশ্রীর ডিভোর্সের অফিসিয়াল ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এ বার এই তালিকায় জুড়তে চলেছে দেশের প্রাক্তন বিধ্বংসী ওপেনার বীরেন্দ্র শেহওয়াগের নাম। শেহওয়াগকে নিয়ে চলছে বিরাট জল্পনা। রিপোর্ট অনুযায়ী, দীর্ঘ ২০

বছরের দাম্পত্যে এ বার ইতি টানতে চলেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ ও তাঁর স্ত্রী আরতি আহলাওয়াত। হঠাৎ করেই বীরুর বিচ্ছেদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কেন ২০ বছরের দাম্পত্য কেন ভাঙছেন নজফগড়ের নবাব? ২০০৪ সালে শেহওয়াগ ও আরতির চার হাত এক হয়েছিল। ২০০০ সাল থেকে তাঁদের পরিচয়। চার বছর পর বিয়ে করেন তাঁরা। অরুণ জেটলির বাসভবনে বিয়ে হয়েছিল বীরু ও আরতির। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। ২০০৭ সালে তাঁদের বড় ছেলে আর্যবীরের জন্ম। আর ২০১০ সালে তাঁদের ছোট ছেলে বেদান্তর জন্ম। এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শেহওয়াগ ও আরতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে আনফলো করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, প্রায় এক বছরের বেশি সময় হতে চলল তাঁরা আলাদা থাকছেন। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে খুব একটা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন না শেহওয়াগ। ২০২৪ সালে দিওয়ালির সময় বীরু মা ও বড় ছেলে আর্যবীরকে নিয়ে এক ছবি পোস্ট করেছিলেন। সেই ছবিতে তাঁর স্ত্রী আরতি ও ছোট ছেলে বেদান্ত ছিল না। এরপর থেকে নেটিজেনদের মনে সন্দেহ দানা পাকতে শুরু করে যে, বীরু আর তাঁর স্ত্রী হয়তো একসঙ্গে থাকেন না। এ বার যা পরিস্থিতি জানা গিয়েছে, তাতে সেই ডিভোর্সের পথেই হয়তো হাঁটতে চলেছেন নজফগড়ের নবাব।

## চোটে স্বপ্নভঙ্গ

# ওয়াকওভার দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে বিদায় জকোভিচের

**মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারিঃ** অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আজ ছেলেদের এককের সেমিফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভের মুখোমুখি হয়েছিলেন নোভাক জকোভিচ। প্রথম সেটে ১ ঘণ্টা ২১ মিনিট হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৭-৬ (৭৫) গেমে হারেন জকোভিচ। প্রথম সেটে লড়াইয়ের সময়ই বাঁ পায়ের সমস্যায় ভুগছিলেন ২৪ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী সার্বিয়ান কিংবদন্তি। অবাক করা বিষয়, প্রথম সেটে হারের পরই ম্যাচ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন জকোভিচ। এতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠে গেলেন জার্মান তারকা জেরেভ। রড লেভার অ্যারেনায় ব্যাগ গুছিয়ে কোর্ট ছাড়ার সময় দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়েন জকোভিচ। কিন্তু দর্শকেরা তাঁকে তির্যক মন্তব্য করেন তখন। এর জবাবে দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ইতিবাচক ভঙ্গি করেন জকোভিচ। এই ঘটনার আগে কোর্টে থাকতে জকোভিচ যখন নিজের সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করেন জেরেভের প্রতি, তখন জার্মান তারকার চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ব্যাপারটা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে কিংবদন্তির প্রতি ঠিকই সম্মান দেখিয়েছেন জেরেভ। প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠলেও কোর্টে দাঁড়িয়ে জকোভিচকে সম্মান জানাতে ভোলেননি। জেকোভিচকে দর্শকদের কটুক্তি করা ভালো লাগেনি জেরেভের, ''সবার আগে যে কথাটা বলতে চাই, দয়া করে চোটের কারণে কোনো খেলোয়াড় সরে দাঁড়ালে তাঁকে কটাক্ষ করবেন না। জানি, সবাই অর্থ খরচ করে টিকিট কিনেছেন এবং পাঁচ সেটের দারুণ ম্যাচ দেখতে চান সবাই। কিন্তু আপনাদের এটাও বুঝতে হবে, ২০ বছর ধরে নোভাক জকোভিচ টেনিসকে সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছেন। তিনি এই টুর্নামেন্ট তলপেটের চোট নিয়ে জিতেছেন, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে জিতেছেন। তাঁর এই ম্যাচে খেলা চালিয়ে যেতে না পারার অর্থ

হলো, সত্যি সত্যিই সেটা অসম্ভব।'' সরে দাঁড়ানোর পর জকোভিচ বলেছেন, ''প্রথম সেট শেষে ব্যথা ক্রমেই বাড়ছিল। এই মুহূর্তে এটা সামলে (খেলার মতো) পরিস্থিতিতে আমি নেই। আমি জানতাম প্রথম সেট জিতলেও দুই, তিন কিংবা চার ঘণ্টা তার সঙ্গে লড়াইয়ের পাহাড় ডিঙাতে হতো, যেটা আজ আমার ভেতরে নেই।'' কোয়ার্টার ফাইনালেও বাঁ পায়ে চোট ছিল ৩৭ বছর বয়সি জকোভিচের। প্রথম সেটে খেলার মাঝে মেডিকেল টাইম আউট নিয়ে পায়ে ইনজুরি টেপ মেরে কোর্টে ফিরেছিলেন। আজ সেমিফাইনালেও তাঁর বাঁ পায়ে বেশ ভালোমতো ইনজুরি টেপ মারা ছিল। কিন্তু প্রথম সেট হারের পরই বসে পড়েন জকোভিচ। এরপর নেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাছাই জেরেভের সঙ্গে হাত মেলান। ব্যাপারটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যায়। রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখা জকোভিচ নিজেই নিজের অপেক্ষা বাড়ালেন। জেকোভিচ সর্বশেষ গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন ২০২৩ সালের ইউএস ওপেনে। এরপর সাতটি গ্র্যান্ড স্লাম থেকে ফিরেছেন খালি হাতে। তাতে মার্গারেট কোর্টের ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জয়কে টপকে সর্বকালের সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটি একার করে নিতেও অপেক্ষা বাড়ছে কিংবদন্তির। আজ হার মেনে নেওয়ায় আরও একটি অর্জনের সুযোগ হারিয়েছেন জকোভিচ-ক্যারিয়ারের ১০০তম শিরোপা। ছেলে ও মেয়েদের টেনিস মিলিয়ে শুধু রজার ফেডেরারই (১০২) এই মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন। রবিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ছেলেদের ফাইনালে জেরেভের প্রতিপক্ষ এখনো ঠিক হয়নি। ছেলেদের অন্য সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনার ও বেন শেলটনের মধ্যে জয়ীর মুখোমুখি হবেন জভেরেভ। জোকোভিচের এমন বিদায় তাঁর সমর্থকদের জন্য শুধু দুঃখজনকই নয়, শঙ্কারও। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের অবিসংবাদিত 'রাজা' তিনি-সর্বোচ্চ ১০বারের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এবার শুরু থেকেই ফিটনেস নিয়ে সমস্যায় ভুগছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে কার্লোস আলকারাজের বিপক্ষে চার সেটের ম্যাচেও ফিটনেস সমস্যায় ভুগেছেন। এদিকে বয়সও হয়ে গেছে ৩৭ বছর। ফিটনেসের সমস্যাটা থেকে গেলে জকোভিচকে আবারও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।


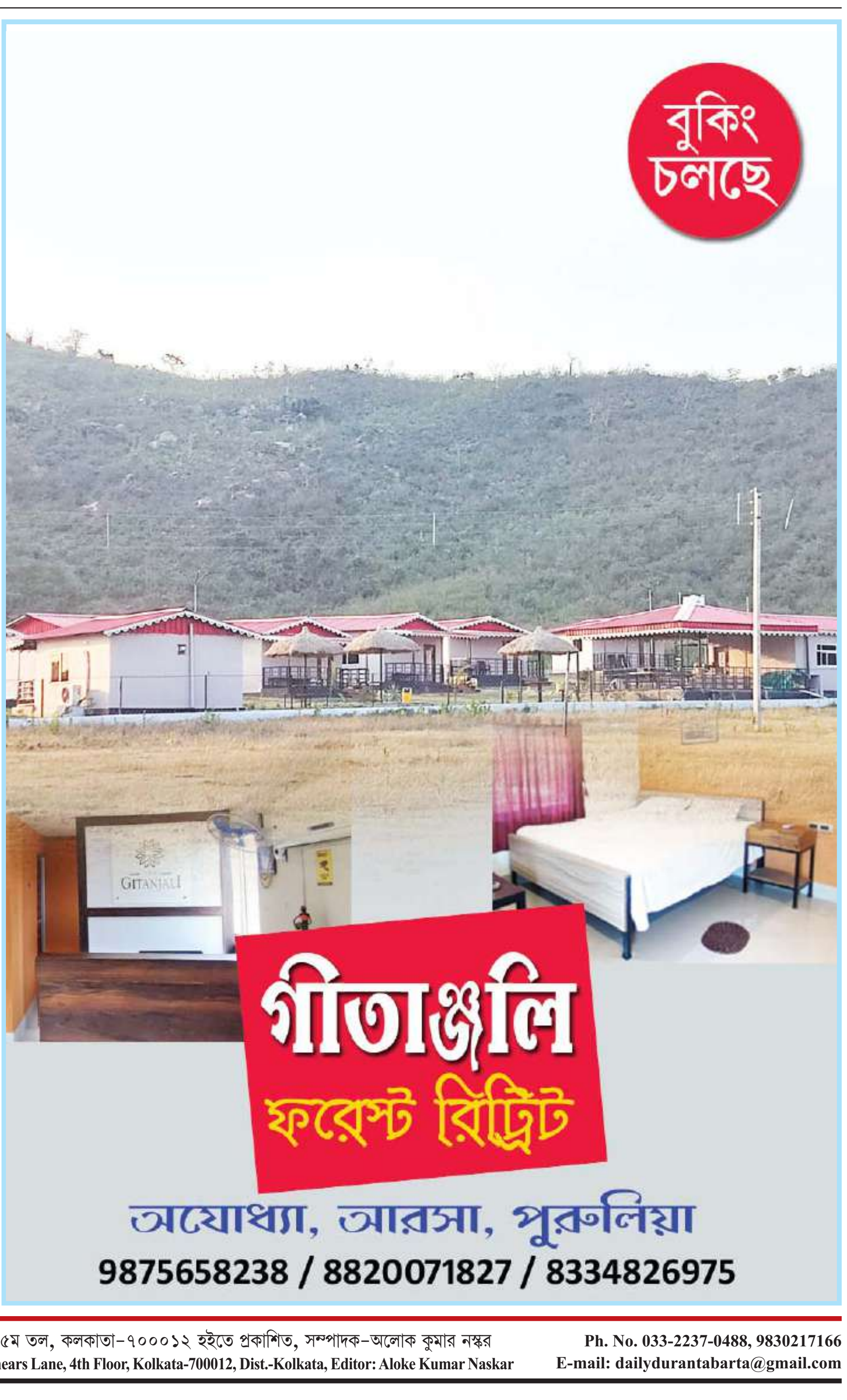



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com